লর্ড কারমাইকেল মহোদয়ের দান—লর্ড কারমাইকেল যখন পাবনা উদ্যান সম্মিলনীতে যোগদান করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছিলেন, তখন একটী পিতৃহীন অনাথ বালক তাঁহার নিকট একখানি দরখাস্ত লইয়া উপস্থিত হয়। সদাশয় লর্ড কারমাইকেল দরখাস্ত পাঠ করিয়া অনাথ বালকটীকে ৬০৲ টাকা দান করেন। তথাকার হাঁসপাতাল-পরিদর্শনকালে কুম্ভীর কর্ত্তৃক আক্রান্ত একটী লোকের শোচনীয় অবস্থা অবগত হইয়া তাহাকেও ২৫৲ টাকা প্রদান করেন। দরিদ্র ও নিরাশ্রয়ের দুঃখে যাঁহার হৃদয় ব্যথিত হয়, তিনিই প্রকৃত দাতা ও প্রজাপালক।

কৃত্রিম প্রাণ—ইউরোপের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ অনেক দিন হইতে কৃত্রিম প্রাণ প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সম্প্রতি প্রফেসার সেফার এ সম্বন্ধে এক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এতদিন চেতন ও অচেতনের মধ্যে যত অধিক প্রার্থক্য মনে হইত, গবেষণা দ্বারা জানা গিয়াছে তাহা তত অধিক নহে। সেইজন্য, কিছুদিন পরে যে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ প্রাণ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইবেন, তিনি সে আশা করেন।

জাহাজের নূতন আইন—বিলাতের বোর্ড অব ট্রেড এই নূতন নিয়ম করিয়াছেন যে, প্রত্যেক আরোহীর জন্য "লাইফবোটের" ব্যবস্থা না করিয়া কোন জাহাজের কর্ত্তৃপক্ষই জাহাজ চালাইতে পারিবেন না।

দারজিলিঙ্গে গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদ বৃদ্ধি—শুনা যাইতেছে, দারজিলিঙ্গে গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদ বৃদ্ধি করিবার জন্য ৬।০ সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার প্রস্তাব হইতেছে।

শিশুজীবন ও কিণ্ডারগার্টেন।

মানসিক পুষ্টি সাধন।

জীবনের প্রথম এক বৎসর শরীর ও মন উভয়ই অন্যান্য কালের অপেক্ষা দ্রুত ও সুন্দররূপে পুষ্ট হয়, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। শিশু আত্মা প্রথম জগতে আসিয়া যে কত প্রকার নূতন দ্রব্য দেখে ও নূতন অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়, নূতন শব্দ শ্রবণ করে ও নূতন স্পর্শ অনুভব করে, তাহা আমরা মনেও ধারণা করিতে পারি না। সেই কারণে, প্রকৃতি ঐ শিশুকালের শিক্ষার জন্য অনেক ব্যবস্থা ও উপায় করিয়াছে। শরীর ও মনের ক্ষমতা রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ঐ প্রথম বৎসরে শরীরেরও তদনুরূপ বৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। ঐ অসামান্য

ব্যাপার যদি প্রতিদিন অনেক বার দেখিয়া আমরা উহাতে অভ্যস্ত না হইতাম, তাহা হইলে ঐ অসাধারণ ব্যাপার আমাদিগকে যে কত চমকিত করিত তাহা বলা যায় না।

তবে, স্বভাব যখন শিশুকে প্রকৃতরূপে শিক্ষা দিয়া মানুষের মত করিবার জন্য এত উপায় করিয়াছে, তখন যে মানুষের উপর সেই শিশু পালন করিবার সকল ভার অর্পিত হইয়াছে, তাহার কি ঐ স্বাভাবিক উপায়ে শিক্ষা দিবার পথ অধিক প্রশস্ত করা উচিত নয়? আমরা ইহা জানি যে, যদি শিশু নিতান্ত অসভ্যজাতি বা পশুর সঙ্গে বনের মধ্যে পালিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের জীবনে মানবজাতিসুলভ জ্ঞান বুদ্ধির পুষ্টিসাধন হয় না। মানুষের সভ্য ও মার্জ্জিত হইবার ইচ্ছা কেবল তাহাদের চারিদিকস্থ লোকের উন্নত অবস্থা দেখিয়াই জন্মিয়া থাকে। আর ইহাও যদি সম্ভব বোধ হয় যে, শিশুর শরীর মানবের যত্ন ব্যতীতও বাড়িতে থাকিবে, তথাপি উহার মন অন্যান্য মানবমনের সংশ্রবে না আসিলে নিঃসন্দেহ যে পশুদিগের ন্যায় হইবে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা বাঘের দ্বারা পালিত দুই একটী মানবশিশুতে পাইয়াছি। সেই কারণে স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, শিশুর পুষ্টিসাধন জন্য পূর্ণবয়স্ক ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সাধ্যমত যত্ন ও উপায় করিবেন। কিন্তু কি প্রকারে ঐ নিয়ম অনুসারে চলিলে উহা স্বাভাবিক শিশুশিক্ষার প্রতিবন্ধক না হইয়া তাহার সহায় স্বরূপ হইতে পারে, এই সরল প্রশ্নের উত্তর কেবল শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চ্চার যত প্রকার বিধান ও উপায় আছে, তাহার আলোচনা দ্বারা পাওয়া যায়।

শারীরিক শিক্ষা দ্বারা নৈতিক ও মানসিক পুষ্টি সাধনেরও সাহায্য হইতে পারে। সেইজন্য আমরা অনুনয় করি যে, তরুণ মাতৃগণ শিশুদিগকে শারীরিক সকল বিষয়ে সুনিয়মিত ও উত্তম অভ্যাসে অভ্যস্ত করিবেন। উহাতে মন ও আত্মার এককালে শিক্ষা হয়। কেবল অভ্যাসের দ্বারাই স্বভাব শিশুর উপর প্রভাব বিস্তার করে। প্রকৃতি চক্ষুকে আলো ও রংএ ও কর্ণকে শব্দে অভ্যস্ত করে। আর আর যত ইন্দ্রিয়, তদ্দ্বারা বাহ্য জগতের শোভাদি ও সর্ব্ববিধ জ্ঞান শিশুদের মনে প্রবেশ করে। সেই কারণে, আমরা যদি যত্নপূর্ব্বক ঐ শিশু আত্মাকে ভাল অভ্যাসের বাধ্য করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে শিশুজীবনের স্বাভাবিক গতির বিঘ্নের পরিবর্ত্তে আমরা উহার সহায় স্বরূপ হইতে পারি।

এইরূপ করিতে হইলে, জীবনের প্রথম কয়েক বৎসর শিশুকে কিরূপে সদভ্যাসে রত রাখা উচিত? প্রথম, শিশুদিগকে ভাল বাসিতে শিখাও, তাহাদের উপর পিতা মাতার নিঃস্বার্থ প্রেম ঢালিয়া উহা শিখানই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মাতার নিঃস্বার্থ স্নেহ ও যত্নের ন্যায় পিতার প্রেম ও আদর শিশুদিগকে যথেষ্ট ভাল শিক্ষা দেয়। বালক-

বালিকাদিগকে জগতের উপযোগী করিয়া লালন পালন করিতে এত বুদ্ধি, জ্ঞান ও যত্নের আবশ্যক যে, তাহাতে পিতা মাতা উভয়েরই ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। তাহা না হইলে শিশুদিগকে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িবে। জীবনের প্রথম কয়েক বৎসর শিশুর স্বতন্ত্রতা কলি অবস্থায় থাকে। ঐ ক্ষুদ্র রত্নটিকে প্রেম ও আনন্দের বাতাসে বর্দ্ধিত হইতে দাও, আন্তরিক সকল শক্তির বিকাশের জন্য উপযুক্ত স্থান ও আহার দিয়া তাহাকে অবাধে খেলিতে দাও, তাহা হইলে উহা আপনা আপনিই পরিপুষ্ট হইবে। শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস।

গিলিয়ান সিটনের উত্তরাধিকারিত্ব।

গিলিয়ানের এই কথায় যুবকের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি পকেটবইখানির প্রতি একটি সকৌতুক কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন—"বলিতে কি, সত্য সত্যই এই পকেটবইখানির জন্য আমার পিতৃব্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। এইমাত্র তিনি এই পকেটবইখানি হারাইবার সংবাদ পুলিসে দিবার জন্য গিয়াছেন, সেই জন্যই আপনার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিল না। আমি নিশ্চয় জানি যে, আপনার এই অনুগ্রহের জন্য আপনার নিকট তিনি অত্যন্ত বাধিত হইবেন।" গিলিয়ান যুবকের কথার উত্তরে বলিল "আমি তাঁহার এই সামান্য উপকার করিতে পারিয়াছি, ইহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। এই কথা বলিয়া গিলিয়ান দ্বারের নিকট অগ্রসর হইল, এবং সেখানে কি যেন একটা অনিশ্চিত ভাবে প্রণোদিত হইয়া কিছুক্ষণ দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। এই সময়ে সার আরবুথনটের ভ্রাতুষ্পুত্র অগ্রসর হইয়া আসিয়া গিলিয়ানের বাহিরে যাইবার জন্য দ্বার উদ্ঘাটনপূর্ব্বক বলিলেন —"আপনি পকেটবইখানি আনয়ন করিয়াছেন, ইহাতে আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে। আমার পিতৃব্য এই পকেটবইখানি যে খুঁজিয়া আনিয়া দিবে, তাহাকে দশ পৌণ্ড পুরস্কার দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।" এই কথা বলিয়া যুবক কিছুক্ষণ নীরবে অবস্থান করিলেন, পরে ঈষৎ সঙ্কোচভাবে পুনরায় বলিলেন "যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমার পিতৃব্য ঐ দশ পৌণ্ড কোন দাতব্য ফণ্ডে আপনার নামে প্রেরণ করিতে পারেন, অথবা অন্য কোন সাধারণ দাতব্য কার্য্যে আপনার নামে উহা ব্যয় করিতে পারেন।"

যুবকের এই কথায় গিলিয়ান তাহার প্রতি সলজ্জ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—

"যদি আপনি কিম্বা সার আরবুথনট

কিছু মনে না করেন—তাহা হইলে আমি নিজে উহা প্রাপ্ত হইলে অত্যন্ত সুখী হইব।" গিলিয়ান আর বলিতে পারিল না। লজ্জা ও সঙ্কোচে তাহার বাক্য রুদ্ধ হইয়া আসিল। তাহার এইরূপ সলজ্জ ও সঙ্কোচভাবসূচক অর্দ্ধ-ব্যক্ত কথায় যুবকের মুখে করুণার ভাব ফুটিয়া উঠিল। তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"আমি নিশ্চয় জানি যে, যদ্যপি আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই দশ পৌণ্ড গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সার আরবুথনট অত্যন্ত আনন্দিত হইবেন।"

এই কথা বলিয়া যুবক পকেট-হইতে কয়েকখানি ব্যাঙ্ক নোট বাহির করিয়া গিলিয়ানের হস্তে অর্পণপূর্ব্বক পুনরায় বলিলেন—"আপনি অনুগ্রহ করিয়া আপনার বাটীর ঠিকানা প্রদান করুন। আমার পিতৃব্য আপনাকে কৃতজ্ঞতাসূচক পত্র লিখিবেন।"

গিলিয়ান অস্পষ্ট স্বরে বলিল—

"আমি আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। কিন্তু—"

গিলিয়ান আর বলিতে পারিল না, সে দ্রুতবেগে সার আরবুথনটের বাটী পরিত্যাগ করিয়া একেবারে রাস্তায় আসিয়া পড়িল। মেরিয়ান তাহার জন্য রাস্তায় অপেক্ষা করিতেছিল। সে গিলিয়ানের উত্তেজিত ও সলজ্জ আনন দর্শনে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কৌতূহলপূর্ণ নয়নে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—

"এখন রাত্রি হইয়া আসিয়াছে। বাড়ী ফিরিয়া যাওয়া যাউক"। যখন তাহারা বাটীতে পৌঁছিল, তখন রাত্রি হইয়া আসিয়াছিল। গিলিয়ান টেবিলের উপর হইতে ডাকপিয়ন-পরিত্যক্ত কয়েকখানি পত্র হস্তে লইয়া বলিল—

"এই যে আমার নামে একখানা পত্র আসিয়াছে। বোধ হয় কোন ব্যক্তির শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যক হইয়াছে, তাই তিনি এই পত্র লিখিয়া থাকিবেন।"

মেরিয়ান বলিল—

"পত্রখানি পাঠ কর, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে কে লিখিয়াছে"।

গিলিয়ান মেরিয়ানের হস্তে পত্রখানি দিয়া বলিল—"তুমিই পড়িয়া আমাকে শুনাও।"

মেরিয়ান পত্রখানি গিলিয়ানের নিকট পাঠ করিল। পত্রখানিতে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল—

(পত্র)

"বাউয়ার ষ্ট্রীট, লিন্কন ইন্, ডব্লিউ, সি।

মহাশয়া,

আমরা আপনাকে এতদ্দ্বারা জানাইতেছি যে, আমাদের পরলোকগত মক্কেল, মিস্ গিলিয়ান ফ্রান্সিস লেথাম উইল দ্বারা আপনাকে সাসেক্স প্রদেশস্থিত তাঁহার ব্র্যাক্সকম্ব নামক জমীদারীর একমাত্র উত্তরাধিকারিণী করিয়া গিয়াছেন। এতৎ সম্বন্ধে আর আর জ্ঞাতব্য বিষয় সকল যদি আপনি জানিবার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে, সে সমস্ত আমরা

অবিলম্বে আপনাকে জানাইব। ব্যাঙ্কশম প্রাসাদ ও জমীদারী সম্বন্ধে নূতন মালিকের আদেশের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

আপনার একান্ত অনুগত ভৃত্য,

উইলসন ও চেকল্যাণ্ড, সলিসিটার।”

মেরিয়ান এই পত্র পাঠ করিলে গিলিয়ান রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—

“ইহা কখন সত্য হইতে পারে না। ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা।”

মেরিয়ান বলিল—

“প্রিয় গিলিয়ান, ইহা নিশ্চয়ই সত্য। তোমার এই অভাবনীয় সৌভাগ্যোদয়ে আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম। কিন্তু গিলিয়ান, গিলিয়ান, তুমি চলিয়া যাইলে আমি কি প্রকারে থাকিব?”

গিলিয়ান মেরিয়ানকে চুম্বন করিয়া বলিল—

“আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমার। চিরজীবন আমরা উভয়ে একত্রে থাকিব।”

(ক্রমশঃ)

লজ্জাবতী বসু।

খুদী।

(১)

ছেলেবেলায় মেয়ে পুরুষ সকলেই ক্ষুদ্র থাকে, একবারে কেহ বড় হয় না, কিন্তু আকারের সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য যদি “ক্ষুদ্র” শব্দের অপভ্রংশে কাহাকেও “ক্ষুদে” বলিয়া ডাকা হয়, তাহা হইলে বড় হইলেও সে নাম পরিবর্ত্তন করা সহজ হয় না। সেই ‘ক্ষুদে’ নামই থাকিয়া যায়, ভাল নাম রাখিলেও লোকে তাহাকে ‘ক্ষুদে’ বলিতে ছাড়ে না। ক্ষুদে মেয়েকে ‘খুদী’ বলে। এক কৃষকের খুদী নামে একটী কন্যা ছিল। কৃষক জীবিত নাই, মারা গিয়াছে। খুদীর বয়স চারি বৎসর—একদিন সে তাহার মার সঙ্গে হাটে যাইবার জন্য জেদ ধরিল—কৃষকবনিতা কিছুতেই তাহাকে ভুলাইতে পারিল না। শেষে খুদী মাতার সঙ্গে হাটে চলিল। খুদীর ছোট ছোট পা দুটী মার পায়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারিল না—মধ্যে মধ্যে সে পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। খুদীর মা দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিলে সে গিয়া তাহার নাগাল ধরে। এইরূপ করিয়া যাইতে যাইতে হাটের বেলা বহিয়া যায়, খুদীর মা কি করে, কন্যাকে ফেলিয়া যাইতে পারে না, ক্রমে হাট নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে দেখিয়া খুদীর মা আর পূর্ব্বের ন্যায় ঘন ঘন ফিরিয়া কন্যাকে দেখিতে চেষ্টা করিল না। সেই সময় মহা ধুমধামে একটা বর যাইতেছিল, এবং ঢোল, সানাই, কাড়া, টিকারা, বাজিতেছিল। খুদী বর দেখিতে দেখিতে এত পিছাইয়া পড়িল যে, বর চলিয়া গেলে সে তাহার মাকে খুঁজিয়া পাইল না, পথে

বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। হাটের পথ দিয়া অনেক লোক যায় আসে, খুদীকে কাঁদিতে দেখিয়া কেহ জিজ্ঞাসা করিল—

"কাঁদ্‌চিস কেন?"

কেহ বলিল,—

"কার সঙ্গে এসেছিলি?"

কেহ বা বলিল—

"যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হয়েছে, এখন কাঁদলে চলবে কেন?"

কেহ আশ্বাস দিল, কেহ ভয় দেখাইল, কেহ বা বিদ্রূপও করিতে ছাড়িল না। কিন্তু খুদীর বিপদ খণ্ডাইবার জন্য কেহ কিছু করিল না। সকলেই আপন আপন পথে চলিয়া গেল। ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া কেহ যে তাহাকে জিজ্ঞসা করিবে, তাহারও সুযোগ হইল না। ছোট মেয়ে খুদী পথে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল, তাহার দুঃখে কেহ মুখ তুলিয়া চাহিয়াও দেখিল না, ইহাতে খুদীর দুঃখ আরও বাড়িয়া উঠিল। খুদী নিরুপায় হইল, কি করিবে। অনেক প্রবীণ লোক পথ হারাইয়া ব্যাকুল হয়, খুদী ছোট মেয়ে, তাহারত কাতর হইবারই কথা।

(২)

এমন সময় একটা গোয়ালিনী হাটে দুধ, দই বেচিবার জন্য যাইতেছিল। সে তাহাকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া, তাহার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। খুদী তাহার প্রশ্নে প্রাণ পাইয়া, আশ্বস্ত হইয়া, চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল—"আমার মা কোথায়?"

গোয়া। তুই কার সঙ্গে আস্‌ছিলি?

খুদী। মার সঙ্গে।

গোয়া। কোথা যাচ্ছিলি?

খুদী। হাটে।

গোয়া। আমার সঙ্গে আয়, হাটে তোর মায় সঙ্গে দেখা হবে।

এই বলিয়া গোয়ালিনী ধীরে ধীরে খুদীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া হাটে গেল। তাহার মাতাও কন্যাকে হারাইয়া পথের দিকে চাহিয়াছিল, খুদীও হাটের দিকে চক্ষু রাখিয়া গোয়ালিনীর সঙ্গে যাইতেছিল। দূর হইতে তাহার মার দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র সে "ঐ আমার মা" বলিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইল। খুদীর মা তাহাকে কোলে লইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কার সঙ্গে এলি মা—?"

খুদী গোয়ালিনীকে দেখাইয়া দিল। খুদীর মা গোয়ালিনীকে কি বলিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইবে, তাহার ভাষা পাইল না। সে হাটে একখানি কাপড় কিনিয়া গোয়ালিনীকে পরিতে দিল, আর হাটের ফেরত তাহাকে বাড়ীতে আনিয়া ফলমূল ও মিষ্টান্ন খাইতে দিল। সেই দিন হইতে কৃষকবনিতা তাহাকে "ধর্ম্ম মা" বলিয়া সম্বোধন করিত। গোয়ালিনীও যখন দুধ, দই বিক্রয় করিতে বাহির হইত, তখন খুদীদের বাড়ীতে আসিয়া বসিত ও গল্প সল্প করিত। সেই অবধি তাহাদের উভয়ের মধ্যে বেশ আত্মীয়তা জন্মিল। যত দিন তাহারা বাঁচিয়াছিল, তত দিন তাহাদের সেই আত্মীয়তা বিচ্ছিন্ন হয় নাই।

এ সংসারে কথায় লোক অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কাজের লোক অতি অল্পই মিলে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

ভূত না মানুষ?

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রতিধ্বনির নিদর্শন ও দেবদত্তের আত্মবিস্মৃতি।

এই ঘটনার পর নন্দক আপনার জননী ও ভগিনীকে আর অন্যত্র যাইতে দিলেন না। সুতরাং তাঁহারা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও চণ্ডদেবের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁহারা চণ্ডদেবের চরিত্রের ঘোর পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইলেন। চণ্ডদেব এখন আর তাহাদের উপর অত্যাচার করিতে আসে না। সে মনের অসুখ বলিয়া এখন আর ঘন ঘন মফঃস্বলে যায় না, গেলেও যত দিনের জন্ত যায়, ঠিক তত দিন পরেই ফিরিয়া আসে এবং মফঃস্বল যাওয়ায় ছলে বাহির হইয়া রজনীতে ফিরিয়া আসে না। এই ভাবে দিন কয়েক অতীত হইল, কিন্তু প্রতিধ্বনি ও ভাবময়ীর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। এক দিবস নন্দকের মাতা নন্দককে ডাকিয়া কহিলেন—"নন্দক, তুমি চণ্ডদেবকে কি ভাব, আমাকে ভাঙ্গিয়া বল।"

নন্দক—আমি চণ্ডদেবকে নির্দ্দোষ বলিয়া মনে করি।

নন্দকের মাতা উচ্চ হাস্ত করিয়া কহিলেন—"বিলক্ষণ নন্দক, তুমি এই দুই বালিকার উদ্ধারের আশা ত্যাগ কর।"

নন্দক অনেক ক্ষণ বসিয়া চিন্তা করিলেন, তৎপরে কহিলেন—"মা, আমি অদ্য রজনীতেই তাহাদের সন্ধানে বাহির হইব।"

মা—হাঁ বাহির হও। রজনীতে কেন? এখনই যাও। যতক্ষণ না উদ্ধার সাধন করিতে পারিবে, ততক্ষণ কাহারও প্রাণে শান্তি নাই।

নন্দক জননীর পদধূলি ও ভগিনীর নিকট বিদায় লইয়া চণ্ডদেবের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

চণ্ডদেব আপন কক্ষে বসিয়া জয়দেবের কবিতা পাঠ করিতেছিলেন। নন্দককে দেখিয়া কহিলেন—"নন্দক, তুমি আমার নিকটে আসিয়া বইস।"

নন্দক—আমি অনুসন্ধানে বাহির হইতে চাই।

চণ্ডদেব—কাহার অনুসন্ধানে? দেবদত্তের স্ত্রী ও ভাবময়ীর?

নন্দক—হাঁ।

চণ্ডদেব—এখনই যাও। ধন চাও লও, জন চাও লও। যে কোন সাহায্য আবশ্যক বোধ কর গ্রহণ কর। আমাকে যদি সঙ্গে যাইতে বল, তাহাতেও প্রস্তুত আছি।

নন্দক—আপনার অনুগ্রহে আমার কোন সামগ্রীরই অভাব নাই, কেবল পদ-ধূলির জন্য আসিয়াছি, তাহাই দান করিয়া বিদায় করুন।

চণ্ডদেব—অনুমতি দিলাম, পদধূলি লইয়া চলিয়া যাও। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মন শান্তিপূর্ণ হউক।

এই কথার পর নন্দক ভাবময়ীর পিতাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া দেবদত্তকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন। তখন সন্ধ্যা-কাল, তথাপি তাঁহারা সেই ভূতের বনের দিকে যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে তাঁহাদের দু'জনের মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। তৎকালে তাঁহারা মৃদু গতিতে চলিতেছিলেন।

দেবদত্ত বলিলেন—"নন্দক, চণ্ডদেবের গৃহে থাকিতে তোমার এখনও রুচি হয়?"

নন্দক—রুচি অরুচি কিছুই বুঝি না। যতদিন না প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইব, তত-দিন— তাঁহার কথায় বাধা দিয়া দেবদত্ত বলিলেন—"প্রত্যক্ষ প্রমাণ! প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কাহাকে বলে? চণ্ডদেবের চর আসিয়া প্রতিধ্বনিকে বলিয়া কহিয়া চলিয়া গেল। তোমার মা ও তুমি চণ্ড-দেবের লোকের মুখে চণ্ডদেবের নাম শুনিলে, ইহার চেয়েও প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কি চাও?"

নন্দক ধীর স্বরে কহিলেন "আরও কিছু হইলে ভাল হয়"।

দেবদত্ত—তবে কি তুমি চণ্ডদেবকে নিজহস্তে এই সব কাজ করিতে দেখিতে চাও? সে কি এই সকল কাজ নিজহস্তে করিবে? নিজের মান, সম্ভ্রম, যশঃ, সমস্তই ডুবাইবে? না, সে তাহা কখনও করিবে না। সে তোমার মত বোকা নয়।

নন্দক—সে কথা ঠিক, কিন্তু ইহাও চিন্তার বিষয় যে, যে চণ্ডদেব আপনার মান সম্ভ্রম বজায় রাখিতে সচেষ্ট, সেই চণ্ডদেব আপনার লোকজনকে নিজের নাম প্রকাশ করিতে অনুমতি দিবে কেন? প্রতিধ্বনিকে যাহারা লইতে আসিয়াছিল, তাহারা এক ডাকেই চণ্ড-দেবের নাম করিয়া ফেলিল। আমার সঙ্গে যাহাদের দেখা হইয়াছিল, তাহারা একবারেই চণ্ডদেবের নাম করিল, ইহাতে কি বুঝা যায়?

দেবদত্ত—কিছুই না। কেবল বাহাদুরী। তাহার নাম শুনিলে সকলেই ভীত হইবে, তাহার শরণাপন্ন হইবে, ইহাতে কি ইহাই বুঝা যায় না?

নন্দক—ইহাও কি হইতে পারে না যে, অন্য কেহ চণ্ডদেবের নামে কলঙ্ক ঘোষণা করিয়া স্বয়ং পাপ কর্ম্ম সাধন করিতেছে?

দেবদত্ত—রেখে দাও তোমার গোঁড়ামি। চন্দনী ও তোমার মাতা স্বচক্ষে চণ্ডদেবকে কুকার্য্য করিতে দেখিয়াছেন। ইহাও কি মিথ্যা?

নন্দক—চোখের ভুলও হইতে পারে।

দেবদত্ত সক্রোধে বলিলেন, তুমি স্ত্রীলোক দুটীর উদ্ধারের আশা পরিত্যাগ কর। যে চোর তাহাদিগকে চুরি করিয়াছে, দেখিতেছি তুমি তাহারই ভক্ত শিষ্য।

নন্দক কথা কহিলেন না, চিন্তার উচ্ছ্বাসে কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

দেবদত্তও কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন, পরে কহিলেন—"এখন তুমি কোথায় চলিয়াছ?"

নন্দক—সেই ভূতের বনে, যে বনের ভিতর আমার অগ্রজার জ্ঞানহীন দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।

দেবদত্ত—তোমার কি বিশ্বাস, চণ্ডদেব তাহাদিগকে এই বনের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছে?

নন্দক—হইতেও পারে, দেখিতে ক্ষতি কি?—তখন দুইজনে অশ্বারোহণে বনাভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হইলেন। ক্রমশঃ তাঁহারা বনের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। দেবদত্ত ও নন্দক উভয়েই নির্ভীক, অসাধারণ সাহসী ছিলেন। ভয় কাহাকে বলে তাহা তাঁহারা জানিতেন না। সেই সন্ধ্যাকালেই তাঁহারা বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। ঐ বন এত গভীর ও বিস্তৃত ছিল যে, তাহার সীমা নির্দ্দেশ করা তাঁহাদের পক্ষে তৎকালে একরূপ অসম্ভব বোধ হইল। কিন্তু তাহাতে তাঁহারা ভীত বা বিচলিত না হইয়া অনবরত চলিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা গভীর হইতে গভীরতর বনে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথায়ও মনুষ্যের বাসের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না।

প্রায় এক ক্রোশ পর্য্যন্ত ভূমি সমতল। কিন্তু চতুর্দ্দিকস্থ বৃক্ষ, তরুলতা, কণ্টকাদি অতিক্রম করে কাহার সাধ্য। তাঁহারা সেই স্থানে বিশ্রাম করিয়া যাহা করিতে হইবে স্থির করিলেন। তৎপরে তাঁহারা উঠিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পদচারণ করিতে করিতে দেবদত্ত নন্দককে কহিলেন—"দেখ ভাই, বনটা কেমন প্রকাণ্ড!"

নন্দক—হাঁ, প্রকাণ্ড না হইলে কি এখানে এরূপ কাজ নির্ব্বাহ হইতে পারে? সকলেই এটাকে ভূতের বন বলিয়া থাকে, মানুষের যে এ কীর্ত্তি, তাহা অনেকেই বিশ্বাস করিতে চায় না।

দেবদত্ত—চণ্ডদেব কি ইহার একজন নেতা নয়? তোমার কি বিশ্বাস?

নন্দক—আপনার স্ত্রী ও ভাবময়ীকে যে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, এ বনটী তাহারই কৃত ও তাহারই অধিকারভুক্ত।

দেবদত্ত—"আমি ত এ বনের সঙ্গে তাহাদের কোনও সম্পর্কের কারণ দেখি না।"

নন্দক—অপেক্ষা করুন, পরে দেখিতে পাইবেন। আমি নিজে সব দেখাইব। আপনি কি মনে করেন যে, যে ভাবময়ীকে চুরি করিয়াছে, সে অন্য কাহাকেও চুরি করে নাই অথবা অন্য কোন কুকর্ম্মে রত নহে? অনেক প্রকার ভয়াবহ অপকর্ম্ম করিতে হইলে একটা নিভৃত স্থান চাই, তজ্জন্যই সে ব্যক্তি এই বনটি নির্ব্বাচন করিয়া ইহাকে ইচ্ছানুরূপ করিয়া প্রস্তুত করিয়া লইয়াছে, আমার এইরূপ বিশ্বাস।

দেবদত্ত—এখন ত ইহা নিস্তব্ধ,

আপাততঃ কাহারও কোন চিহ্নই দেখিতে পাইতেছি না।

নন্দক—হয়ত কোন কারণে তাহাদের কার্য্যস্থান পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। হয়ত তাহারা সময় সময় এখানে আসিয়া বাস করে। হয়ত কোন দুষ্কার্য্য সাধন করিবার সময় এখানে আসে, অন্য সময়ে আসে না।

এই বলিয়া নন্দক নিস্তব্ধ হইলেন। তাঁহার এই কথা শুনিবামাত্র দেবদত্ত কহিলেন—"হয়ত শিশুমতি কোমলপ্রাণা ভাবময়ীকে ও আমার প্রাণপ্রতিমা প্রতিধ্বনিকে লইয়া তাহারা এ স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য স্থানে চলিয়া গিয়াছে।"

সহসা স্বীয়-মূর্ত্তি-অঙ্কিত ভূমি-পতিত একটী স্বর্ণপদক দেবদত্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ভূমি হইতে পদকটি তুলিয়া লইলেন। "দেখি" বলিয়া নন্দক পদকটী মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলেন। তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন "একি! ইহাতে যে আপনারই প্রতিমূর্ত্তি দেখিতেছি!"

"হাঁ, আমারই প্রতিমূর্ত্তি বটে। আমার প্রাণপুত্তলি প্রতিধ্বনির গলায় ইহা রেশম-সূত্রে অল্প লম্বমান ছিল। হায়! সে বলিয়াছিল "আমি প্রাণ থাকিতে ইহা ত্যাগ করিব না।" নিশ্চয়ই তাহাকে হত্যা করিয়া কেহ ইহা উন্মোচন করিয়া ফেলিয়াছে, নতুবা ইহা কিরূপে এখানে আসিল? হায় হায় প্রতিধ্বনি! হায় প্রিয়তমে! এই দেখিবার জন্যই কি আমি এখানে আসিয়াছিলাম? এই কথা বলিতে বলিতে দেবদত্ত অজ্ঞান হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। নন্দক তাঁহাকে ধরিবার জন্য যাইতেছিলেন, সহসা ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টি পড়াতে তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে আর তাঁহার দেবদত্তকে ধরা হইল না। তিনি দেখিলেন, একজন ভীষণাকৃতি লোক গাছের উপর বসিয়া পাতার অন্তরালে আত্মগোপনের চেষ্টা করিতেছে।

নন্দক দেবদত্তকে তদবস্থায় রাখিয়া ঐ দুষ্ট লোকটার সন্ধানে বৃক্ষারোহণে তৎপর হইলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই সেই ভীষণাকৃতি লোকটাকে লক্ষ্য করিয়া নিজ হস্তস্থিত তীক্ষ্ণ তীর ছুড়িলেন এবং অল্প ক্ষণের মধ্যেই পত্রমধ্যে লুক্কায়িত লোকটী নন্দকের তীরে আহত হইয়া সশব্দে ভূমিতলে নিপতিত হইল। যখন নন্দক সেই ভূতাকৃতি লোকটার দিকে ধাবিত হইতেছিলেন, তিনি বামপার্শ্বস্থিত একটী কূপের মধ্যে হঠাৎ একটী মানুষের মস্তক দেখিতে পাইলেন, এবং যতদূর সম্ভব দ্রুতগতিতে সেই কূপের নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেখানে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কূপের জল সবেগে আন্দোলিত হইতেছিল, বুঝিলেন কোন ব্যক্তি এই মুহূর্ত্তে জলের নীচে প্রবেশ করিয়াছে।

তিনি দেবদত্তের দিকে একবার মাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কূপের মধ্যে নামিতে আরম্ভ করিলেন। অর্দ্ধপথ যাইতে না

যাইতে দেখিলেন এক ব্যক্তি জলের মধ্য হইতে মুখ বাহির করিয়া তাহার কার্য্য সকল দেখিতেছে। ভয়ানক ক্রোধে নন্দক দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া উঠিলেন। তিনি চক্ষের পলকে কূপের মধ্যে ঝম্প দিয়া পড়িলেন। জলের ভিতর যে লোকটী ছিল, সে নন্দককে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল। নন্দকও তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন। তখন দুই জনে মল্ল-যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নন্দক দেখিলেন, সহসা প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার পা ধরিয়া জলের নীচে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। নন্দক বাধা দিতে যাইতেছিলেন, সহসা চন্দ্রালোক-বিধৌত গহন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! কি আশ্চর্য্য!! একি ভূতের খেলা, না মানুষের কীর্ত্তি!

নন্দক নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জল হইতে তীরে উঠিলেন এবং নীরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া চারি দিকে সীমাহীন বনরাজির অনন্ত অদ্ভুত শোভা দেখিতে লাগিলেন। তখন প্রকৃতি সন্ধ্যার সীমা অতিক্রমপূর্ব্বক রাত্রিতে পদার্পণ করিয়াছে ও জ্যোৎস্নালোকে বৃক্ষাবলি উজ্জ্বল দেখাইতেছে।

নন্দক বুঝিলেন, ভয়ানক বিপজ্জনক স্থানে আসিয়া তিনি উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও তিনি ভীত হইলেন না। আপনার তরবারির উপর নির্ভর করিয়া বহির্গমনের পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

এমন সময় কে কোথা হইতে বিকট স্বরে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল।

নন্দকের সে স্বর অপরিচিত ছিল না। ক্রোধে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে করিতে তিনি বলিলেন, নরাধম! সম্মুখে আসিয়া কথা বল্। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস।

বঙ্গমহিলার ব্রতকথা।

লোটন ষষ্ঠীপূজা বঙ্গদেশের একটি অভি-নব উৎসব! প্রত্যেক পল্লীর ঘরে ঘরে এই পূজার আয়োজন হইয়া থাকে। কি সধবা, কি বিধবা, কি পুত্রবতী, কি বন্ধ্যা, সকল স্ত্রীলোকেই সন্তানের কল্যাণার্থ (ইহ বা পরজন্মের নিমিত্ত) এই পূজা করিয়া থাকেন। এখনকার 'রাখী বন্ধনোৎসব' যেমন একটি প্রসিদ্ধ এবং আয়োজন-বাহুল্য প্রথা, উহা যেমন যুবকবৃন্দের মধ্যে একটি উৎসাহের উজ্জ্বল রশ্মি ছড়াইয়া দেয়, তেমনি লোটন ষষ্ঠীর পূজাও বঙ্গীয় রমণীদিগের একটী আনন্দদায়ক রীতি। রমণীগণ ষষ্ঠী-দেবীর আবাহন করিয়া ষোড়শোপচারে তাঁহার অর্চ্চনা করেন এবং অর্চ্চনান্তে লোটন ষষ্ঠীর কথা (উপাখ্যান) শুনিয়া শেষে চিড়ে, মুড়কি প্রভৃতির ফলাহার

করিয়া থাকেন। এই দিন বঙ্গরমণী অন্ন ভক্ষণ করেন না। সন্তানের কল্যাণার্থ তাঁহারা যে কিরূপ নিষ্ঠার সহিত দেবদেবীর অর্চ্চনা করেন, কিরূপ শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করেন, ধর্ম্মপ্রাণা হিন্দু মহিলা ধর্ম্মের নিমিত্ত কত অধিক ক্লেশ অকাতরে সহ্য করিয়া কিরূপে ধর্ম্মের একাধিপত্য স্থাপন করেন, যিনি এ সকল বিষয়ের সংবাদ রাখেন, তিনিই তাহা জানেন। বাঙ্গালী জাতি কি, বঙ্গরমণী কিরূপ, বর্ত্তমান উপাখ্যানটী তাহারই একটি প্রমাণ। পূজান্তে তাঁহারা যে উপাখ্যানটী একত্র হইয়া শ্রবণ করেন, তাহা এই ;—

কোন স্থানে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণের সংসারে তাঁহার এক ভার্য্যা ব্যতীত অপর কেহ ছিল না। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে পবিত্র প্রণয় দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। ইঁহাদের এই ক্ষুদ্র পরিবার মধ্যে উভয়ের একমাত্র প্রার্থিত বস্ত—গৃহোজ্জ্বলকারী সন্তানগণও জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ একটীর জন্ম হইলে অপরটীর মৃত্যু ঘটিতে থাকাতে তাঁহারা দুর্ব্বিষহ অপত্যশোকানলে দগ্ধ হইয়া দিনাতিপাত করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ আপনাদের অপত্যশোকাতিশয্য দর্শন করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণী নিদারুণ অপত্যশোকে অভিভূত হইলেও তাঁহার বুদ্ধির কিছুমাত্র বিপর্য্যয় ঘটে নাই। তিনি তাঁহার জীবনান্তিনবক্ষেত্রে ঈদৃশ দৃশ্য দর্শন করিয়া সন্তানদাত্রী প্রবল প্রতাপান্বিতা ষষ্ঠী দেবীর মনোহরমূর্ত্তি হৃদয়মধ্যে অঙ্কিত করিয়া তাঁহার ধ্যান করতঃ এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এই বার তাঁহার পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলে সুবর্ণময় লোটন (লোড়া) দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিবেন। ব্রাহ্মণ-পত্নীর ঈদৃশ ভক্তি ও শ্রদ্ধা দর্শনে ষষ্ঠীদেবী তাঁহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া আদেশ করিলেন, 'তুমি আমার (লোটন ষষ্ঠী) পূজার দিন যদি বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে আমার পূজা কর এবং পূজান্তে গোময়নির্ম্মিত ৬টী লোটন ভক্ষণ কর, তবে তোমার সন্তান হইয়া রক্ষা পাইবে'। ব্রাহ্মণীও অপত্যস্নেহ প্রযুক্ত তাহাতে স্বীকৃতা হইলেন। কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা! আমি যেন পুত্রকামনায় এবম্বিধ কার্য্য করিব, কিন্তু সকলে'ত এই-রূপ করিতে সক্ষম হইবে না, তাহাদের উপায় কি হইবে?'

ষষ্ঠী দেবী উত্তর করিলেন, 'তাহারা আমার পূজার দিন, চিড়ে ও মুড়কিতে দুধ মাখিয়া সেই ফলাহারের ১২টী লোটন প্রস্তুত করিবে, তন্মধ্যে ৬টী আমার পূজার সময় আমাকে ভোগ দিবে এবং পূজা শেষ হইলে আমার এই কথা শ্রবণ করিয়া আমার প্রসাদি লোটন ৬টী আপনাদের ছেলেদের খাইতে দিবে এবং অনুৎসর্গীকৃত ৬টী লোটন জননীগণ ভক্ষণ করিবে।'

অতঃপর লোটন ষষ্ঠী পূজার দিন ব্রাহ্মণী সন্তানকামনায় ষষ্ঠী দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা দিয়া পূতচিত্তে ও ভক্তি সহকারে পূর্ব্বোক্ত ৬টী গোময়নির্ম্মিত লোটন ভক্ষণ

করিলেন। যথাকালে ব্রাহ্মণী গর্ভবতী হইয়া, দশ মাস দশ দিনে দেবতুল্য একটি কুমার প্রসব করিলেন। পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণপত্নীর আনন্দের সীমা রহিল না। পুনরায় লোটন ষষ্ঠীর আগমনে ব্রাহ্মণী আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া ষষ্ঠীদেবীর অর্চ্চনার বাহুল্যে ব্যাপৃত হইলেন। আজ লোটন ষষ্ঠীর দিন, দেবীর মঞ্চে ৬টী সুবর্ণময় লোটন (ক্ষুদ্রাকার লোড়া) শোভা পাইতে লাগিল। তন্নিম্নস্থিত ঘটোপরি আম্রশাখা ও চতুষ্পার্শ্বে পুষ্প, ফল, মূল, নৈবেদ্যাদি থরে থরে সুসজ্জিত হইল, এবং ধূপ ধুনার গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণী ভক্তিগদ্গদ চিত্তে কুমার ক্রোড়ে ধারণ করতঃ পরম করুণাময়ী ষষ্ঠী দেবীর অর্চ্চনা করিলেন। পূজা শেষ হইলে তিনি সহাস্যবদনে ৬টী গোময়নির্ম্মিত লোটন ভক্ষণ করিলেন।

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইল। ব্রাহ্মণী ক্রমে যৌবনাবস্থা অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়াবস্থায় উপস্থিত হইলেন। এখন তাঁহার সুখের সীমা নাই, দুই পুত্র ও এক কন্যা। তাহাদের সকলেরই বিবাহ হইয়াছে, তাঁহার দুঃখের ঘরে আজ সুখের অনন্ত রশ্মি বিরাজ করিতেছে। তাঁহার আর সে পূর্ব্বের অবস্থা নাই, এখন তিনি গৃহের কর্ত্রী হইয়াছেন, ব্রাহ্মণ কর্ত্তা। পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা ও তাহাদের সন্তানাদিতে আজ তাঁহার গৃহ উজ্জ্বল করিয়াছে। ব্রাহ্মণী এবম্বিধ সুখে কালাতিপাত করিলেও ষষ্ঠী দেবীর অনুগ্রহ কখনও বিস্মৃত হন নাই। মানুষ নিজের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত প্রায় বিস্মৃত হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণী সেরূপ প্রকৃতির রমণী ছিলেন না, তিনি এখনও ভক্তি সহকারে লোটন ষষ্ঠীর অর্চ্চনা করিয়া গোময় লোটন ভক্ষণ করেন এবং পুত্রবধূ ও কন্যাদিগকে চিঁপিটকাদি দ্বারা প্রস্তুত লোটন ভক্ষণের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

এইরূপে কিছু কাল সুখ-সচ্ছন্দে অতিবাহিত হইবার পর ব্রাহ্মণী বার্দ্ধক্য-দশায় উপনীতা হইলেন। তাঁহার কাল পূর্ণ হইল, তিনি সুবর্ণময় লোটন ৬টীর পরিবর্ত্তে তাঁহার পুত্রবধূদ্বয় ও কন্যাকে ষষ্ঠী দেবীর চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক অর্পণ করিলেন। নিয়তি শিরোভাগে আসিয়া দণ্ডায়মানা হইল। সতী ধীরে ধীরে স্বামীর পদধূলি শিরে গ্রহণ করিয়া, পরব্রহ্ম নাম স্মরণ করিতে করিতে স্বামীর ক্রোড়ে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক, পুত্রকন্যাদিগকে এ পৃথিবীতে রাখিয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গেলেন, থাকিল তাঁহার প্রাণশূন্য দেহ!

দেশে তাঁহা কর্ত্তৃক লোটন ষষ্ঠী পূজার প্রচলন হইল। তাঁহার দুঃখের সংসারে সুখের আবির্ভাব দর্শনে সমস্ত বঙ্গরমণী, যে করুণাময়ী দেবীর কৃপায় ব্রাহ্মণীর এমন সুখসৌভাগ্য বিকশিত হইয়াছিল, সেই লোটন ষষ্ঠীর পূজা করিতে আরম্ভ করিল। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত বঙ্গের ঘরে ঘরে, বঙ্গরমণী সন্তানদিগের কল্যাণার্থ,

কি সধবা, কি বিধবা, সকলেই ভক্তি সহকারে লোটন ষষ্ঠীর পূজা করিয়া থাকেন। ইহার নাম লোটন ষষ্ঠীর ব্রত।

শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ।

৺উমেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে প্রদত্ত উপদেশ।

উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ।

ঈশ্বরোপাসনা মানব ভিন্ন আর কোনও জীবের মধ্যে দেখা যায় না। ধর্ম্ম বা ঈশ্বরোপাসনা মানুষের একটী বিশেষ লক্ষণ। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ এইজন্য বলিয়াছেন—"ধর্ম্মোহি তেষামধিকো বিশেষঃ ধর্ম্মেণ হীনা পশুভিঃ সমানাঃ।"

ধর্ম্মহীন মনুষ্য মনুষ্যই নয়, পশু শ্রেণীর মধ্যেই গণ্য।

মানুষের আত্মা আত্মজ্ঞান হইতে পরমাত্মার পরিচয় পাইয়াছে। বাইবেলগ্রন্থে আছে, ঈশ্বর মনুষ্যকে আত্ম প্রতিকৃতিতে গঠন করিয়াছেন। মানুষের বাহ্য আকৃতি ঈশ্বরের প্রতিকৃতি নয়, কারণ ঈশ্বর নিরাকার। মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি—জ্ঞান, প্রেম ও শুদ্ধভাব—ঈশ্বরের সত্যং শিবং সুন্দরং রূপের অনুরূপ। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি জীবগণের আত্মজ্ঞান নাই, তাহারা আপনারা আপনাদিগকে জানে না। মানুষেরই আত্মজ্ঞান আছে, তাহাতে সে আপনাকে আপনি জানিতে পারে এবং সেই জ্ঞানের পশ্চাতে যিনি অনন্ত জ্ঞানবান্ ও জ্ঞানদাতা হইয়া আছেন, মানুষ আত্মজ্ঞানে তাঁহাকেও দেখিতে পায়। এইরূপে মানুষ আপনার মধ্যে মঙ্গল ভাব দেখিতে পায় এবং তাহার পশ্চাতে পূর্ণ মঙ্গল প্রেমময় দেবতা মঙ্গলবিধাতারূপে বর্ত্তমান আছেন তাহা অনুভব করে। আবার মানব আপনার মধ্যেই পুণ্যকর্ম্মসাধনের স্বাধীন ইচ্ছা দেখিতে পায় এবং তাহার পশ্চাতে অনন্ত শক্তিসম্পন্ন শুদ্ধ-বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ পুণ্যময় দেবতার অধিষ্ঠান অনুভব করে। এইরূপ জ্ঞান, প্রেম, ও পুণ্যে আত্মা পরমাত্মার সমধর্ম্মী, পরমাত্মাতে পূর্ণ ও অসীম ভাবে যে গুণ সকল রহিয়াছে, আত্মাতে সূক্ষ্ম ও পরিমিত ভাবে তাহাই নিহিত। ইহারই বিকাশে মানব ক্রমে ঐশ্বরিকভাবাপন্ন হইয়া পূর্ণত্ব ও অনন্তত্বের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। এই যে জ্ঞান-প্রেম-পুণ্য-স্ফুলিঙ্গস্বরূপ অনন্ত উন্নতিশীল আত্মা, তাহার আশ্রয় কে? আমরা স্থূল জ্ঞানে মনে করি, আত্মা দেহে আছে, দেহ ইহার আশ্রয়, এবং যাহার সম্বন্ধে জড় জগতের সহিত ইহার সম্বন্ধ হইল

তাহকেই ইহার আশ্রয়স্থান মনে করি। কিন্তু দেহ ত ক্ষণস্থায়ী, মৃত্যুর স্পর্শে বিনষ্ট হইয়া যাইবে, আত্মা তাহাকে আশ্রয় করিয়া কিরূপে নির্ভয় ও নিরাপদ হইবে। দেহের মধ্যে যে জীবনী শক্তি বা প্রাণ আছে তাহাও ত মরণশীল, তাহাও আত্মার অবলম্বন হইতে পারে না। এই প্রাণ হইতে সূক্ষ্মতর যে মন তাহা সঙ্কল্প ও বিকল্পাত্মক, প্রবৃত্তির অধীন এবং সুখ দুঃখের স্রোতে ভাসমান, তাহাও আত্মার নিরাপদ সহায় হইতে পারে না। এই মন হইতেও শ্রেষ্ঠতর যে বিবেক বা জ্ঞানবুদ্ধি তাহাও পরিমিত এবং চঞ্চল, কখনও আলোকিত কখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তাহাও আত্মার চির নির্ভরস্থল হইতে পারে না।

আত্মার সকল গুণের অন্তরালে যাঁহার অনন্ত গুণ, আত্মার ক্ষুদ্র সত্তার অন্তরালে যাঁহার অনন্ত সত্তা, সেই অজর, অমর, অভয়, অশোক, আনন্দপূর্ণ পুরুষ আত্মার আশ্রয়, নির্ভরস্থল ও প্রতিষ্ঠাভূমি। যখন আত্মা এই নিগূঢ় সত্য অনুভব করে, তখন সে স্বস্থান অর্থাৎ সুস্থির হইয়া বসিবার স্থান পায় ও তাহাকে উপাস্য দেবতা বলিয়া বরণ করে। পরমাত্মাকে প্রীতির সহিত উপাসনা করিতে হয়। ব্রহ্মসাধকেরা ইহা বুঝিয়া বলিয়াছিলেন, আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত। তদেতৎ প্রেয়ো পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়ো নাম্যাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।

পরমাত্মা আত্মার সারের সার, ইনি চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন ও প্রাণের প্রাণ এবং আত্মার অন্তরাত্মা। ইহাঁর অপেক্ষা প্রিয়তর আর কে হইতে পারে? পরমাত্মার জ্ঞান হইতে তাঁহার সহিত বিশেষ পরিচয় হয়, পরিচয় হইতে তাঁহার সহিত সম্বন্ধ বন্ধন হয়। পিতা পুত্র, গুরু শিষ্য, প্রভু ভৃত্য, স্বামী স্ত্রী, এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অনুভূত হয়। এই সম্বন্ধ অনুসারে আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যত গাঢ়তর যোগ হয়, ততই সেবানন্দ, জ্ঞানানন্দ, প্রেমানন্দ ও পুণ্যানন্দ সম্ভোগ হয়। এই যোগই উপাসনা এবং উপাসনা দ্বারা আত্মার সকল কামনা পূর্ণ হয় এবং উপাসক কৃতকৃতার্থ হয়।

প্রাচীন কালের ঋষিরা বলিয়াছেন, ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইতে হইলে শান্ত দান্ত তিতিক্ষু ও সমাহিত হইতে হয়। এইজন্য সংযম অভ্যাস চাই। বাক্যসংযম, ইন্দ্রিয়-সংযম ও মনঃসংযম, ধ্যান, ধারণা, সমাধি, সকলই ইহার উত্তরোত্তর পরিণাম। উপাসনার জন্য আবার ভক্তি চাই। বৈষ্ণবেরা ইহার তত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা নব ভক্তি লক্ষণ করিয়া বলিয়াছেন "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি।

ঈশ্বরের নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে নীরস কঠিন হৃদয়েও ভাবোদ্রেক হয়। তখন যত তাঁহার নাম স্মরণ ও তাঁহার প্রতি আনুগত্য ভাব হইবে, ততই তাঁহার অর্চ্চনা, বন্দনা করিতে, তাঁহার প্রতি সখ্যাৎ ভাব হইয়া মধুর প্রেমে হৃদয়

পূর্ণ হইবে। ভক্ত তখন তাঁহাতে সম্পূর্ণ রূপে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহাতেই ডুবিয়া যান, তাঁহার আর নিজের কিছুই থাকে না।

আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্মমতে তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদ্ উপাসনমেব। যখন পরমাত্মাতে আত্ম-সমর্পণ হয়, তখন জীবনের সকল কার্য্যই ভগবৎপ্রেমের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাঁহার উপাসনার আকার ধারণ করে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "যদ্দদাসি যদশ্নাসি" ইত্যাদি।

এইরূপ উপাসনাময় জীবনই ঈশ্বরের লীলাভূমি। ইহাই প্রকৃত ধর্ম্মজীবন ও ব্রাহ্মের আদর্শ জীবন।

চুট্‌কি গল্প।

বৈয়াকরণ সাহেব।

কোন একটি সাহেব বেশ বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ব্যাকরণে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল বলিয়া তাঁহার মনে বিলক্ষণ অভিমানেরও উদয় হইয়াছিল। বাঙ্গালী দাসদাসী ও কর্ম্মচারিগণের সহিত তিনি প্রায়ই বাঙ্গালা ভাষায় কথোপকথন করিতেন। কোন সময়ে তাঁহার একটি শিশু পুত্রের পীড়া হয়। শিশুর পীড়া হইলে চিকিৎসক তাহাকে মাতৃস্তন্যের পরিবর্ত্তে গাধার দুগ্ধ পান করিতে আদেশ করেন। সাহেব আপনার চাপরাসিকে ডাকিয়া বলিলেন,—

"দেখ! চাপরাসি, একটো গাধা লেয়াও।" চাপরাসি হিন্দুস্থানী, সুতরাং তাহার সহিত হিন্দীতে কথা কহিতে হইল। চাপরাসি সাহেবের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র গাধার অনুসন্ধানে বহির্গত হইল। ইতিমধ্যে সাহেব মনে করিলেন, চাপরাসিকে গাধা আনিতে বলা হইয়াছে, কিন্তু গাধার লিঙ্গ নির্দ্দেশ করা হয় নাই, যদি সে পুং গর্দ্দভ আনয়ন করে, তবে ত দুগ্ধ মিলিবে না। তিনি চাপরাসিকে পুনরায় ডাকিয়া কহিলেন, "দেখ চাপরাসি, হামারা মাফিক্ গাধা মৎ লে আও, মেম্ সাহেব্‌কা মাফিক একটা গাধা জলদি লে আও।" বৈয়াকরণ সাহেবের এইরূপ বিচিত্র লিঙ্গভেদের কথা শ্রবণ করিয়া চাপরাসি হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল।

উদার সাহেব।

শুনা যায়, ইংরাজ রাজত্বের প্রথমাবস্থায় কোম্পানির আমলে যেমন বড় বড় সাহেব এদেশে আসিতেন, এখন সে শ্রেণীর সাহেব প্রায়ই আসেন না। তৎকালে কোন বড় সাহেবের আফিসে দুই চারিটি বাঙ্গালী শিক্ষানবিস ছিল। এখন শিক্ষানবিসগণ এপ্রেন্টিস্ (Apprentice) শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। শিক্ষানবিস্ দ্বিবিধ, বেতনভোগী ও অবৈতনিক। উপরোক্ত অফিসের শিক্ষানবিসগণ সকলেই অবৈতনিক

ছিল। তন্মধ্যে একজন স্বীয় উপরিস্থ কর্ম্মচারীর আদেশে একটি হিসাব প্রস্তুত করিয়াছিল। ঐ হিসাব সাহেবের সমীপে উপস্থিত হইলে, সাহেব তাহাতে একটি গুরুতর ভ্রম দেখিয়া সাতিশয় রুষ্ট হইলেন এবং ভুল হিসাব প্রস্তুত করিয়াছিল বলিয়া তাহার ৫৲ পাঁচ টাকা অর্থ দণ্ড করিবার আদেশ লিপিবদ্ধ করিলেন। সেই আদেশ দেখিয়া কোন কর্ম্মচারী সাহেবকে জানাইলেন যে, যে ব্যক্তি হিসাব প্রস্তুত করিয়াছে, সে এপ্রেণ্টিস্, কিছুই বেতন পায় না, তাহার নিকট হইতে জরিমানা আদায় হওয়া অসম্ভব। এই কথা শুনিয়া সাহেব বলিলেন, "ঐ ব্যক্তি কতদিন বিনা বেতনে আমার আফিসে কর্ম্ম করিতেছে ?" কর্ম্মচারী বলিলেন, "তিন মাস কাল ঐ ব্যক্তি বিনা বেতনে এই আফিসে কার্য্য করিতেছে।" তখন সাহেব, ঐ শিক্ষানবিসের মাসিক ৩০৲ টাকা হিসাবে ৯০৲ টাকার বিল করিয়া তাহা হইতে ৫৲ পাঁচ টাকা জরিমানা আদায় করিবার আদেশ করিলেন। শিক্ষানবিস এককালে ৯০৲ টাকা পাইয়া তাহা হইতে পরমানন্দে ৫৲ পাঁচ টাকা অর্থদণ্ড প্রদানপূর্ব্বক সাহেবকে অনেক ধন্যবাদ দিল ও আশীর্ব্বাদ করিল। এইরূপ প্রকৃতির সাহেব এখন প্রায় দেখা যায় না ?

ঠাণ্ডা কফ্।

কোন গোস্বামী প্রভু প্রবাসে শিষ্যালয়ে গমন করিতেছেন। একটি প্রকাণ্ড তল্পী মস্তকে লইয়া ভৃত্য পশ্চাতে চলিয়াছে। গোস্বামী ও অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের সংসারের সামগ্রীপূর্ণ প্রকাণ্ড তল্পি-বাহক ভৃত্য দুষ্প্রাপ্য বলিয়া তাহারা যেমন আবদারে, তেমনি "বেআদব"। গোস্বামী ও অধ্যাপকগণ প্রায়ই নিরীহ, সুতরাং ভৃত্যগণের প্রতি তাঁহাদিগের প্রভাব ও কর্ত্তৃত্ব বড়ই অল্প। গোস্বামী প্রভু ভৃত্যসহ মধ্যাহ্নকালে কোন শিষ্যালয়ে উপস্থিত হইলেন। যথাকালে দরিদ্র শিষ্য সাধ্যানুরূপ মাধ্যাহ্নিক সেবা সম্পন্ন করিল। প্রভু ও ভৃত্যের শয়নশয্যা এক গৃহেই রচিত হইল। ভৃত্য নিদ্রাভিভূত হইয়াছে। প্রভু জাগিয়া আছেন। ভৃত্য ঘুমের ঘোরে কাশিতে কাশিতে প্রভুর শ্রী অঙ্গে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিল। তজ্জন্য কিছু বলিয়া ভৃত্যের নিদ্রাভঙ্গ করিতে প্রভুর সাহস হইল না। অথচ শূদ্রজাতীয় চাকর তাঁহার গায়ে গয়ার নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহাকে এ কথাটা একবার জানাইবার নিতান্তই ইচ্ছা হইল। ইতিমধ্যে ভৃত্যের নিদ্রাভঙ্গ হইল। ভৃত্যের নাম হরিদাস। প্রভু মিষ্ট ও মৃদু ভাষায় কহিলেন,—

"হরিদাস, তোমার কি জ্বর হইয়াছে।" ভৃত্য সক্রোধ কর্কশ স্বরে বলিল,—

"কেন ? আমার জ্বর হবে কেন ? যদি হয়েই থাকে, সে খবর তোমাকে কে দিলে ?" প্রভু আস্তে আস্তে বলিলেন,—

"তোমার কফ্টা আমার গায়ে লাগিয়াছে, তাহা বড়ই গরম বোধ হইল,

তজ্জন্য অনুমান করিতেছি যে, তোমার জর হইয়াছে।"

ভৃত্য বলিল,—

"বটে! আমার কফ্ তোমার গরম বোধ হয়েছে! তবে 'ঠাণ্ডা কফের' চাকর খুঁজিয়া লইও। তোমার মোট ও গাঁট্রি থাকিল, আমি চলিলাম।" তখন প্রভু অনেক অনুনয় করিয়া ভৃত্যকে শান্ত করিলেন।

গ্রীস-কাহিনী।

আণ্টিগনি।

গ্রীসের রাজপরিবারের মধ্যে থিব্সের ক্যাড্মাসের বংশ সমধিক প্রসিদ্ধ। ক্যাড্মাসের পৌত্র লাইয়াস্ যখন রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, সেই সময় দৈববাণী হইয়াছিল—"তুমি আপন পুত্রের হস্তে প্রাণ হারাইবে।" পুত্র জন্মিবামাত্র রাজা নির্জ্জন পর্ব্বতগাত্রে ফেলিয়া আসিবার জন্য তাহাকে আপন পশুপালকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। পরিত্যাগের পূর্ব্বে তিনি শিশুর জানুদেশ ভগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলেন, তাহা হইলে কেহ দেখিতে পাইলেও এই বিকলাঙ্গ শিশুকে আপন সন্তানের ন্যায় পালন করিতে ইচ্ছা করিবে না। পিতৃ-ত্যক্ত শিশুকে লইয়া যাইবার পথে পশু-পালকের এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে কোরিন্থরাজের পশুপালক। কোরিন্থরাজ পলিবাস নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার জন্য সে এই রাজ-শিশুকে চাহিয়া লইয়া গেল।

রাজরাণী এই শিশুকে আপন সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং তাহার নাম ইডিপাস রাখিলেন। ইডিপাস বড় হইয়াও আপনার ইতিহাস কিছুই জানিল না। একদিন রাজরাণীর কোন অসতর্ক বাক্যে তাহার মনে সন্দেহ জন্মে। তাঁহাদের নিকট হইতে সদুত্তর না পাইয়া আপন জন্মরহস্য জানিবার জন্য তিনি ডেল্‌ফি নগরে যাত্রা করিলেন। সেখানেও কিন্তু কোন ফল হইল না। ডেল্‌ফির জাগ্রত দেবতা ইডিপাসের প্রশ্নের উত্তর দিলেন না, শুধু বলিলেন—"তুমি আপন পিতাকে হত্যা করিবে এবং তোমার সন্ততিগণের মস্তকে অভিশাপ পতিত হইবে।"

কোরিন্থরাজ পলিবাসকেই ইডিপাস আপন পিতা বলিয়া মনে করিতেছিলেন। দেবোক্ত পিতৃহত্যা হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি আর পিতার নিকটে মুখ দেখাইবেন না এবং কখনও কোরিন্থে পদার্পণ করিবেন না মনে করিলেন। অতঃপর নূতন স্থানে নূতন

আশ্রয় খুঁজিয়া লইবার জন্য এই নবীন যুবক ভিন্ন পথে যাত্রা করিলেন।

একটি সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া যাইবার সময় এক জন শকটারোহী বৃদ্ধের সহিত ইডিপাসের সাক্ষাৎ হইল। বৃদ্ধ পরুষকণ্ঠে তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। রূঢ়বাক্যে ইডিপাস ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং ক্রমে উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অল্পক্ষণের মধ্যে অনুচরবর্গ সহ বৃদ্ধ যুবকহস্তে নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিলেন। একটিমাত্র অনুচর জীবিত রহিল। এই বৃদ্ধ থিবস্-রাজ লাইয়াস্ ইডিপাসের জন্মদাতা পিতা।

কিছুই না জানিয়া ইডিপাস্ সচ্ছন্দ-চিত্তে থিবস্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। থিবস নগরী তখন স্ফিঙ্কস্ নামক এক ভয়ঙ্কর রাক্ষসের উপদ্রবে বিপর্য্যস্ত হইতেছিল। এই রাক্ষসের নারীর ন্যায় মুখ, পক্ষীর ন্যায় পক্ষ এবং সিংহের ন্যায় শরীর। নগরের এক উচ্চ স্থানে বসিয়া প্রত্যেক আগন্তুককে সে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত। উত্তরদানে অসমর্থ হইলেই রাক্ষস তাহাকে বধ করিত। ইডিপাসকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহার মীমাংসা করিয়া দিলেন। পরাজয়ের অপমানে স্ফিঙ্কস্ তখন পর্ব্বতের উপর হইতে পড়িয়া আত্মহত্যা করিল।

থিবসবাসী কৃতজ্ঞহৃদয়ে ইডিপাসকে তাহাদের শূন্য রাজসিংহাসনে স্থাপন করিল। যথাসময়ে তিনি বিবাহ করিলেন এবং তাঁহার দুই পুত্র ও দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। ইডিপাসের অনেক দিন সুখসচ্ছন্দে কাটিয়া গেল। তাঁহার দুঃখ দূর দূরান্তে বিস্মৃত হইল।

অবশেষে দীর্ঘকাল রাজত্বের পর তাঁহার রাজ্যে মহামারী দেখা দিল। কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া ইডিপাসের পরিচয় ও সকল সত্য প্রকাশ হইয়া পড়িল। আপন পরিচয় জানিয়া ইডিপাস ক্ষোভে ও লজ্জায় নিজের চক্ষুদ্বয় অন্ধ করিয়া ফেলিলেন। ইটিওক্লিস্ ও পলাইনিসাস্ নামক রাজপুত্রদ্বয় ক্রুদ্ধ হইয়া পিতাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। তখন ইডিপাস্ এথেন্স্ যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে পুত্রদ্বয়ের প্রতি এই অভিশাপ দিয়া গেলেন—"তোমাদের ভ্রাতৃবিরোধ হউক।"

অচিরে অভিশাপ পূর্ণ হইল। রাজপুত্রদ্বয়ের মধ্যে পরস্পর বিবাদ আরম্ভ হইল। বিবাদের ফলে পলাইনিসাস্ রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইলেন, ইটিওক্লিস্ থিবস্ নগরের সিংহাসনে পূর্ণ অধিকার বিস্তার করিয়া বসিলেন।

অপমানিত পলাইনিসাস্ আর্গস্ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়া পিতৃনগরী থিবস্ অবরোধ করিলেন। যুদ্ধে তাঁহার সৈন্যগণ পরাজিত হইয়া বিতাড়িত হইল এবং উভয় ভ্রাতা সম্মুখ-যুদ্ধে পরস্পরের হস্তে প্রাণ হারাইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। পিতৃ-অভিশাপ পূর্ণ হইল এবং দেবতার বাক্য সফল হইল। থিবসের রাজশূন্য সিংহাসন তখন ইটিওক্লিস ও

পলাইনিসাসের মাতুল ক্রেওন অধিকার করিয়া বসিলেন। এই স্থানে আমাদের গল্পের আরম্ভ।

দীর্ঘ অবরোধের পরে থিবস্ নগরে শান্তির দিন আসিয়াছে। রাত্রিকালে শত্রুগণ নগর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। সকল বিপদের অবসান হইয়াছে। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নগরের গৃহে গৃহে এই আনন্দের বাণী প্রচার হইয়া গেল। বালবৃদ্ধ সকলেই কৃতজ্ঞহৃদয়ে দেবতার মন্দিরের দিকে ছুটিল। রাজ্যময় পূজা, সঙ্গীত, নৃত্য ও আনন্দের উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিল।

এই উৎসবময়ী নগরীর মধ্যে একখানি মুখ বিষাদে ম্লান। চারি দিকের আনন্দ উৎসবের সহিত তাহার কোন যোগ নাই। সকল উৎসব হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া সে ব্যথিতহৃদয়ে এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই শোকার্ত্তা রাজা ইডিপাসের কন্যা এবং ইটিওক্লিস্ ও পলাইনিসাসের ভগিনী আন্টিগনি।

রাজকুমারী আন্টিগনি আপন কনিষ্ঠা ভগিনী স্মিনির অপেক্ষায় রাজপ্রাসাদের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন। দুঃখে এবং ক্রোধে তাঁহার অন্তর অভিভূত। পশ্চাতে লঘু পদক্ষেপের শব্দে ফিরিয়া তিনি ভগিনীকে দেখিতে পাইলেন। সস্নেহে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া আবেগকম্পিত-কণ্ঠে কহিলেন—"আমাদের দুঃখের অবসান কবে যে হইবে, তাহা জানি না। কোন সংবাদ শুনিয়াছ কি?"

স্মিনি বলিলেন, "কি সংবাদ? আমাদের দুই ভ্রাতা পরস্পরের তরবারির আঘাতে ভূতলে শয়ন করিয়াছে এবং আর্গসবাসী অবরোধ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে, ইহা ব্যতীত আর কিছুই তো শুনি নাই।"

আন্টিগনি বলিলেন,—"তবে ক্রেওনের আজ্ঞা শুন নাই? তিনি আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, পলাইনিসাসের মৃতদেহের সৎকার হইবে না। ইটিওক্লিসের দেহ তাহার পিতৃপিতামহের সমাধিস্থানে সসম্মানে সমাধিস্থ হইয়াছে, আর পলাইনিসাসের দেহ শৃগাল কুক্কুরের আহারের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়া আছে। কেহ তাহার প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শন করিবে না, একবিন্দু অশ্রু তাহার যুদ্ধের ক্ষত ধৌত করিয়া দিবে না, ইহাই রাজার আদেশ। এ আদেশ অগ্রাহ্য করিতে যে সাহস করিবে, তাহাকে প্রকাশ্যে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হইবে। স্মিনি! তুমি প্রকৃত রাজনন্দিনী কিনা তাহা দেখাইবার সময় আসিয়াছে।"

বিস্মিতা স্মিনি বলিল—"কিন্তু আমি কি করিতে পারি? আমার কি শক্তি আছে?"

"আমার কাজে তুমি সাহায্য করিতে পার।"

"কোন্ কাজে?"

"ভ্রাতার দেহের সৎকার করিতে।"

"তাহার সৎকার করিতে!—ক্রেওনের নিষেধ সত্বেও?"

"হাঁ, তাহার সৎকার করিতে—আমার

ভ্রাতা—তোমার ভ্রাতা—তাহারই দেহের সৎকার করিতে! তুমি সাহায্য না কর, আমি একাই এ কাজ করিব।"

ভীতিবিহ্বল স্মিনি বিস্ময়বিবর্ণ মুখে ভগিনীকে এই বিষম কার্য্য হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করিতে লাগিল। পিতার অন্তিমকালের কথা মনে করিয়া দেখ, মাতার কথা মনে কর, দুঃখে লজ্জায় আপন হস্তে তিনি প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন। তাহার পর গত কল্য আমাদের ভ্রাতারা আত্মহত্যা ও ভ্রাতৃহত্যার পাপে কলঙ্কিত হইয়া চিরনিদ্রায় শয়ন করিয়াছে। আমরা দুই ভগিনী—এখন আমরাও কি আত্মহত্যা করিয়া কুলের কলঙ্ককালিমা গাঢ়তর করিব? রাজশক্তির বিরুদ্ধে দুইটী দুর্ব্বল নারী কি করিতে পারে? পরলোক হইতে তাঁহারা আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, কারণ তাঁহারা দেখিতেছেন, আমরা নিরুপায়।

কঠোরকণ্ঠে আন্টিগনি বলিলেন, "আর তোমাকে অনুরোধ করিব না। অনিচ্ছাকৃত সাহায্য আমি চাই না। মনুষ্যকৃত নিয়মকে ভগবানের চিরন্তন নিয়মের উপরে আসন দিতে চাও তো দাও—আমি পলাইনিসাসের সৎকার করিবই করিব। সম্মানের সহিত আমি মৃত্যুকে অভ্যর্থনা করিয়া লইব। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ এই জীবনের অবসানে আমি আমার প্রিয়জনের নিকটে চিরবিশ্রাম প্রাপ্ত হইব, আর আমার অপরাধ যাহা তাহা দেবতা ধৌত করিয়া দিবেন।"

ক্ষুদ্র দুর্ব্বল স্মিনির নিরীহ প্রকৃতি স্নেহপ্রবণ হইলেও ভগিনীর উচ্চ চিন্তায় সঙ্গিনী হইতে সে অক্ষম, তাঁহার মহৎ কঠোর আদর্শ সে বুঝিতেই পারিল না। সে বলিল—"গুরুজনের আদেশ তুচ্ছ করিতে আমি পারি না।"

আন্টিগনি বলিলেন—"তবে যাও, যে উপায়ে আপন বিবেকের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে পার, কর। আমি আমার মৃত ভ্রাতার সৎকার করিতে চলিলাম।"

কাতরভাবে স্মিনি বলিল,—"অন্ততঃ এ কাজ গুপ্তভাবে করিও—এ কাজ গোপন রাখিতে আমি সাহায্য করিব।" আন্টিগনি বলিলেন,—"না, তুমি গিয়া এ কথা প্রচার করিয়া দাও। তোমার নীরব থাকায় শুধু তোমার প্রতি আমার ঘৃণা বাড়িয়া যাইবে!"

দুই ভগিনী পরস্পরের নিকট বিদায় লইল—একজন কর্ত্তব্যের কঠিন পথে চলিতে, আর একজন চকিতচিত্তে অপেক্ষা করিতে, ও অসহায় হইয়া অশ্রুপাত করিতে।

নূতন রাজা ক্রেওনের আহ্বানে সভাগৃহে পাত্রমিত্রগণ সমবেত হইয়া রাজার প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিলেন। অবশেষে রাজা সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি কর্ত্তব্যপালন সম্বন্ধে বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া কহিলেন—"ইটিওক্লিস্ দেশের কল্যাণসাধনার্থ যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার মৃতদেহের যোগ্য সৎকার আমি করিয়াছি, কিন্তু পলাইনিসাস্ আপন দেশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া-

ছিল, অতএব তাহার দেহ শৃগাল কুকুরে ভক্ষণ করিবে। এই বিশ্বাসহন্তার জন্য এক বিন্দু অশ্রুজলও কোথাও যেন বর্ষিত না হয়, তাহার উদ্দেশে শোকবাক্যও যেন উচ্চারিত না হয়। আমারি এই আদেশ যে অগ্রাহ্য করিবে, তাহার মৃত্যুদণ্ড হইবে।"

বৃদ্ধ সভাসদ্গণের মধ্যে একটা ঘোর অসন্তোষের চাপল্য দেখা গেল। অন্তরে অন্তরে তাঁহাদের হৃদয় রাজার এই বর্ব্বর আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, কিন্তু মুখে কেহই কিছু বলিলেন না।

এই সময়ে ত্রস্তভাবে এক প্রহরী আসিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে সংবাদ দিল যে, পলাইনিসাসের মৃতদেহের উপরে কে ধূলিমুষ্টি বর্ষণ করিয়া গিয়াছে এবং সংকারের অন্যান্য সমস্ত অনুষ্ঠানও সযত্নে পালিত হইয়াছে। (প্রয়োজনের সময় মৃতদেহের উপরে একমুষ্টি ধূলিনিক্ষেপ করিলে সংকারের ফল হয় বলিয়া তৎকালে মনে করা হইত।)

এই সংবাদশ্রবণে রাজা সংকারকারীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলেন। এক বৃদ্ধ সভাসদ্ বলিয়া উঠিলেন—"মহারাজ, ইহাতে দেবতার হস্ত দেখা যাইতেছে না কি?" ক্রুদ্ধ ক্রেওন বলিলেন—"চুপ্ করুন! আপনারা কি বলিতে চাহেন যে, এরূপ হতভাগ্যের উপরে দেবাশীর্ব্বাদ বর্ষিত হয়? এ কোন গুপ্ত ষড়যন্ত্রের ফল। এই প্রহরীরা উৎকোচের বশীভূত হইয়া এরূপ কার্য্য সম্পন্ন হইতে দিয়াছে।"

দ্বিতীয় বার আন্টিগনি ভ্রাতার মৃতদেহের পার্শ্বে উপনীত হইয়া প্রহরীর হাতে ধরা পড়িলেন। অবিলম্বে প্রহরিবেষ্টিতা রাজকুমারী সভাগৃহে নীত হইলেন। সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজা কোপকটাক্ষে আন্টিগনির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহার অপরাধ সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রশান্তভাবে আন্টিগনি বলিলেন—"আমিই এ কাজ করিয়াছি।"

রাজা—তুমি কি আমার নিষেধাজ্ঞা জানিতে?

"জানিতাম।"

"তথাপি আদেশ অমান্য করিতে সাহস করিয়াছ?"

গ্রীকজাতিসুলভ গর্ব্ব কুমারীর হৃদয়ে গর্জ্জিয়া উঠিল। স্পষ্টস্বরে উচ্চ কণ্ঠে তিনি কহিলেন—"এ আদেশ দেবতার নিকট হইতে আসে নাই! যে নিয়ম অভ্রান্ত, যাহা কোন মানুষের রচনা নহে, সেই সনাতন নিয়ম অনুসরণ করিয়া আমি কার্য্য করিয়াছি। সে আইন এক দিনের নহে, দুই দিনের নহে—তাহা চিরন্তন। আমার জীবন লইতে ইচ্ছা করেন, গ্রহণ করুন। এ জীবন আমার নিকটে ভারস্বরূপ হইয়াছে, আনন্দে আমি ইহা দান করিব। পবিত্র কর্ত্তব্য অসম্পন্ন রাখাই আমি ভয় ও ঘৃণা করি। আমাকে যদি আপনি নির্ব্বোধ মনে করেন, তাহা হইলে বলিতেছি, আপনার এইরূপ বিজ্ঞতা

অপেক্ষা আমার নির্বুদ্ধিতাই আমার অধিকতর বাঞ্ছনীয়।"

সভাগৃহে মৃদু গুঞ্জনধ্বনি উঠিল—"পিতার যোগ্য সন্তান।" কেহ কহিল—"ইডিপাসের প্রতিমূর্ত্তি! সেই কণ্ঠস্বর—সেই আকৃতি।" ক্রোধোন্মত্ত ক্রেওন কনিষ্ঠা রাজকুমারী স্মিনিকেও সেই স্থানে উপস্থিত করিতে আদেশ করিলেন।

আন্টিগনি বলিলেন—"হত্যার চেয়ে বেশী আর কি আপনি করিতে পারেন?"

রাজা—"আর কিছুই না। আমি কেবল তোমার জীবনই চাহি।

আ—তবে তাহা শীঘ্রই শেষ করিয়া ফেলুন। বৃথা বিলম্ব কেন? আপনার এবং আমার পথ বিভিন্ন দিকে। আর আমি জানি মহত্তর পথটি আমি বাছিয়া লইয়াছি।

"বিশ্বাসহন্তাকে স্বদেশহিতৈষীর সমান করা কি মহৎ কার্য্য?"

"মৃত্যু সকল দোষ, সকল ঋণ মুক্ত করিয়া দিয়া যায়। মহৎ-হৃদয় মৃতের সহিত বিরোধ করে না।"

"শত্রু চিরদিনই শত্রু—মৃতই হউক বা জীবিতই থাকুক।"

আন্টিগনি বলিলেন—"আমার হৃদয় প্রেম-পূর্ণ। সেথানে ঘৃণার স্থান নাই।"

রাজা—তবে তোমার প্রেম লইয়া সমাধিগর্ভে গমন কর এবং মৃত ব্যক্তিদিগের উপর এই প্রেম ঢালিয়া দাও।

মৃদু ক্রন্দনধ্বনি সভাস্থলে শ্রুত হইতে লাগিল। ক্রন্দনরতা প্রহরিপরিবেষ্টিত স্মিনিকে আসিতে দেখিয়া ক্রেওন বলিয়া উঠিলেন—"এই যে আর একটি কালসর্প গোপনে আমার জীবনশোণিত শোষণ করিতেছে! এখন বল দেখি, এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে তুমিও ছিলে কি না?"

মৃদুস্বরে স্মিনি বলিলেন—"অর্দ্ধেক দোষ আমার—যদি—," তাহার পর একবার আন্টিগনির মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"যদি আন্টিগনি আমাকে অংশগ্রহণ করিতে দেন!"

আন্টিগনি কঠোরকণ্ঠে বলিলেন—"তোমার এ দাবী মিথ্যা। তোমার অংশ এ বিষয়ে কিছুই নাই।"

নিরীহ স্মিনি আহত প্রেমের দুর্জ্জয় শক্তিতে এখন নির্ভয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। কাতর স্বরে তিনি বলিলেন, "তোমার দুঃখের অংশ হইতে আমাকে বঞ্চিত করিও না। আমাকে তোমার সহিত মরিতে দাও।" আন্টিগনি বলিলেন, "তোমার পথ তুমি নিজে বাছিয়া লইয়াছ—ঐ তোমার বন্ধু দাঁড়াইয়া আছেন (সিংহাসনের দিকে দেখাইয়া)—যাও, তাঁহার সহিত জীবন উপভোগ কর।" অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া স্মিনি ভগিনীর চরণতলে পড়িয়া অনুনয় করিতে লাগিলেন। আন্টিগনি তাঁহার হস্ত হইতে আপনার চরণ মুক্ত করিয়া লইলেন। ক্রেওন নীরবে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন। অবশেষে তাঁহার আদেশে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দুই ভগিনী কারাবন্দিনী হইলেন।

রাজকুমারীরা কারারুদ্ধ হইবার অল্পক্ষণ পরেই রাজোচিতপরিচ্ছদধারী একটি যুবাপুরুষ ত্রস্তপদে রাজসভায় প্রবেশ করিলেন। ইনি ক্রেওনের পুত্র হীমন। ক্রেয়নের সন্তানদের মধ্যে এখন এই একমাত্র পুত্র জীবিত। আন্টিগনি যুবরাজ হীমনের বাগ্‌দত্তা পত্নী।

পুত্রকে অভ্যর্থনা করিয়া ক্রেওন বলিলেন, "বৎস, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার জন্য কি তুমি এখানে আগমন করিয়াছ? না, কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্রের ন্যায় পিতার ইচ্ছাই তুমি শিরোধার্য্য করিয়া লইবে?"

হীমন স্বেচ্ছাচারী পিতার স্বভাব ভাল করিয়া জানিতেন। তিনি নম্র স্বরে বলিলেন "পিতঃ, সর্ব্ব বিষয়ে আমি গুরুজনের বাক্য মানিয়া চলিব—লঙ্ঘন করিব না।"

পুত্রের বাক্যশ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া ক্রেওন বাধ্যতা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন, একজন রমণী আমার অবমাননা করিবে! আমি কখনই তাহা সহ্য করিব না।

(ক্রমশঃ)

শিশুগণের অকাল মৃত্যু ও জননীর কর্ত্তব্য।

(১৯১০ সালের 'ব্রজমোহন দত্ত' পুরস্কার-প্রাপ্ত রচনা)।

আজকাল আমাদের দেশে শিশুর অকাল মৃত্যু দিন দিন বড়ই বৃদ্ধি পাইতেছে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে শিশুর মৃত্যুসংখ্যা কমিয়াছে, কিন্তু হতভাগ্য ভারতবর্ষে এখনও পূর্ব্ববৎ রহিয়া গেল।

কাগজে দেখিয়াছি, লাহোরে ১৯১০ সালে হাজার করা ২১৯ জন শিশু মারা গিয়াছে। সমস্ত পঞ্জাবে ১৯০৮ সালে হাজার করা ৩৩৫ জন শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। সমগ্র ভারতে শিশুর মৃত্যুসংখ্যা হাজারে ৪৪৫। ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সে শিশুর মৃত্যুসংখ্যা হাজারে ১১৭ মাত্র। কলিকাতায় শিশুর মৃত্যুসংখ্যা ১৯০৯ সালে হাজারে ৩৬৮ জন এবং বোম্বাইতে শিশুর মৃত্যুসংখ্যা হাজার করা ৩০০, কিন্তু লণ্ডনে শিশুর মৃত্যুসংখ্যা ১৪০। রুষিয়ায় গত বৎসর গড়ে হাজার করা ২২৩ জন শিশু মারা গিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষে শিশুর মৃত্যুসংখ্যা ইংলণ্ডের প্রায় দ্বিগুণ। এই মৃত্যুসংখ্যার হ্রাস করিবার জন্য স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই স্বাস্থ্যের নিয়ম সকল পালন করা উচিত। লাহোর মিউনিসিপালিটি এ বিষয়ে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। সেই কমিটি কতকগুলি উপায়

অবলম্বনের পরামর্শ দিয়াছেন। সেগুলি এই। প্রথম—স্থানীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি। দ্বিতীয়—গৃহে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মপালনে উৎসাহ দান। তৃতীয়—শুশ্রূষাকারিণী নিয়োগ। চতুর্থ—স্বাস্থ্যের নিয়ম সকল গৃহে গৃহে প্রচারের জন্য কমিটি নিয়োগ।

উপযুক্ত ধাত্রীর অভাবে অনেক শিশুর অকাল মৃত্যু হয়। এখন আর শুধু সেকালের মত অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না, সর্ব্বত্র স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি না হইবে, সে পর্য্যন্ত স্বাস্থ্যের নিয়ম প্রতিপালিত হওয়া অসম্ভব। দুঃখের বিষয়, অনেক শিক্ষিত লোকও শিশুর জন্মকালে প্রসূতি ও শিশুকে এমন অবস্থায় রাখেন যে, তাহাতে তাহাদের স্বাস্থ্য কোন প্রকারেই ভাল থাকা সম্ভবপর নহে, উভয়েরই জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া থাকে। এই বিষয়ে সকলেরই মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। বঙ্গদেশে শিশুর অকাল মৃত্যুর সংখ্যা এত অধিক দেখিয়া মনে হয়, ইহার প্রধান কারণ উপযুক্ত জলবায়ু ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব এবং বালিকা মাতার সন্তানপালনে অনভিজ্ঞতা।

জননীপদ লাভ করা সহজ কথা নহে, জননীর বড়ই কঠিন দায়িত্ব। বঙ্গললনা বালিকা বয়সেই জননীর পদ প্রাপ্ত হন। কোন শিক্ষা সম্পূর্ণ না হইতেই কঠিন দায়িত্ব তাঁহার মস্তকে পড়ে। অথচ এ বিষয়ে তাঁহার কোন শিক্ষাই নাই (বালিকা বয়সে থাকাও অসম্ভব)। নিজের শরীর কিরূপে রক্ষা করা উচিত, কিরূপে থাকিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, জননীর সে জ্ঞানই আদৌ হয় নাই, হয়ত সে বিষয়ে তিনি কোন শিক্ষাও পান নাই, এমন কি পুতুলখেলার বয়সে তাঁহাকে জীবন্ত পুতুল লইয়া খেলিতে হয়। ইহাও বঙ্গ দেশের শিশুর অকাল মৃত্যুর একটি প্রধান কারণ। শতকরা ৫০টি শিশু অতি কষ্টে বাঁচিলেও তাহারা বল ও বুদ্ধিহীন এবং মেধাশক্তির অভাবে অধিকাংশই নির্ব্বোধ ও মূর্খ হইয়া দিন যাপন করে। তাহারা দীর্ঘজীবী হইতে পারে না। কেননা অল্পবুদ্ধিই হউক, আর অধিকবুদ্ধিই হউক, বিদ্যা না শিখিলে জগতে কেহই গণ্য মান্য হইতে পারে না, সুতরাং দেহের শক্তি অপেক্ষা মানসিক পরিশ্রমের অধিক আবশ্যক হয়, কিন্তু মানসিক শক্তির অভাব যাহাদের, তাহাদের পক্ষে অধিক পরিমাণে মানসিক পরিশ্রম আরও অনিষ্টকর এবং আয়ুঃক্ষয়কারক। বালিকা-বয়সে সন্তানের জননী হওয়া যেমন অকাল মৃত্যুর একটি কারণ, সেইরূপ পুরুষেরও অপরিণত বয়সে বিবাহ হওয়া তাহার অন্যতম কারণ। যেমন ২৫ বৎসরের পূর্ব্বে পুরুষের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ স্ত্রীজাতিরও ১৮ বৎসরের পূর্ব্বে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পূর্ণতা হয় না। তৎপূর্ব্বে সন্তান জন্মিলে যে সে সন্তান অল্পায়ু হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? তাহার পর মাতা নিতান্ত বালিকা, যে কালে

তিনি জননী আখ্যা পাইলেন, সেই হইতেই তাঁহার বালিকা ভাব ঘুচিয়া গাম্ভীর্য্য আসিল এবং আত্মত্যাগেরও আরম্ভ হইল। তাঁহার নিজের সুখ সচ্ছন্দতা বিসর্জ্জন দিয়া, নিজের সকল স্বার্থ ত্যাগ করিয়া, দেহ ও মনের শক্তি সন্তানের কার্য্যে নিয়োগ করা উচিত। জননী রাজ-রাজেশ্বরী হইলেও এবং বহু দাসদাসীপরিবৃতা থাকিলেও সন্তানের সুখ সচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি রাখা একমাত্র তাঁহারই কর্ত্তব্য।

এখন দেখিতে হইবে, কি কি কারণে আমাদের শিশুর অকাল মৃত্যু হইয়া থাকে। প্রথম, সূতিকা-গৃহ অতি উত্তম স্থানে হওয়া আবশ্যক, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে উহা বাড়ীর অতি কদর্য্য স্থানে ভিজা মাটীর উপর হইয়া থাকে। গৃহটি এতই ক্ষুদ্র হয় যে, বিশুদ্ধ বায়ু তাহার মধ্যে কোন মতেই প্রবেশ করিতে পারে না। তাহার উপর কাঁচা কাঠের ধূম এবং শিক্ষিতা ধাত্রীর অভাব।

বালিকা মাতা শারীরিক সকল যন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া সন্তানের জননী হইলেন বটে, কিন্তু তিনি সকল বিষয়েই অজ্ঞ। অনেক বয়স্কা মাতাও ৩।৪ সন্তানের জননী হইয়া পরমুখাপেক্ষিতা এবং নিজের অজ্ঞতা বশতঃ সন্তানকে উপযুক্ত যত্নাভাবে অকাল মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারেন না।

আমাদের দেশের মাতার নিজের কোন ক্ষমতাই নাই, সুতরাং সূতিকাগারে সন্তানের যেরূপ যত্ন হওয়া উচিত, তাহার কিছুই হয় না। প্রসূতির শরীররক্ষার জন্য উপযুক্ত সহজপাক ও পুষ্টিকর আহার এবং পরিষ্কার বস্ত্রাদি (যাহা তখন নিতান্ত আবশ্যক) তাঁহারা পান না। কুসংস্কারাচ্ছন্ন গৃহিণীদের জন্যই অনেক স্থলে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। বলশক্তিহীন প্রসূতির উপযুক্ত শুশ্রূষা ও আহারের অভাবে স্তনে যথেষ্ট দুগ্ধ হয় না, সূতিকাগার হইতেই গোয়ালার জল (অবশ্য অনেকেই গাভী রাখিতে সক্ষম হন না) খাওয়াইতে আরম্ভ করেন, তাহাতে শিশুর যে কি ভয়ানক অনিষ্ট হয়, তাহা তাঁহাদের ধারণাতেই আসে না।

প্রত্যেক প্রসূতির জানিয়া রাখা উচিত যে, যতদিন পর্য্যন্ত শিশুর আট নয়টি দাঁত না উঠে, সে পর্য্যন্ত স্তনের দুগ্ধেই তাহার পুষ্টি সাধন হওয়া উচিত। এই জন্য প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ, ঝোল, প্রভৃতি পান ও পুষ্টিকর খাদ্য আহার করিয়া যাহাতে স্তনে প্রচুর দুগ্ধ হয় ও থাকে সে ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এখনকার গোয়ালার দুধ ছেলেদের পক্ষে 'বিষ' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তাহাদের যতকিছু রোগ ইহা হইতেই উৎপন্ন হয়। যদি নিতান্তই অন্য দুগ্ধ দিতে হয়, তাহা হইলে সদ্যজাত শিশুর পক্ষে সহজপাক ছাগদুগ্ধই উত্তম। তদভাবে ১ ভাগ গো দুগ্ধে ৩ ভাগ জল (অবশ্য বয়স বৃদ্ধির সহিত জলের পরিমাণ কমিবে) মিশাইয়া ফুটাইয়া খুব অল্প পরিমাণে মিশ্রী, তদভাবে পরিষ্কার চিনি দিয়া খাওয়ান উচিত। কিন্তু সাবধান,

ফিডিং বোতল ব্যবহার করিবেন না। ফিডিং বোতল যাঁহারা ভালরূপে পরিষ্কার করিতে পারেন (আলস্য ত্যাগ করিয়া স্বহস্তে) এবং উহা অপরিষ্কার থাকার কি ভয়ানক ফল হয়, সে বিষয় যাঁহারা বুঝেন, তাঁহাদের জন্যই ফিডিং বোতল।

চিরপ্রচলিত চকচকে মাজা ঝিনুক বা চামচ দিয়া অল্প অল্প করিয়া দুধ খাওয়ানই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম।

সূতিকা-গৃহে শিক্ষিতা ধাত্রী রাখিতে হইলেই ব্যয়বাহুল্য, সেই ব্যয়বাহুল্যের আশঙ্কায় অনেক অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকেও এ দেশের অশিক্ষিতা অজ্ঞ নীচজাতীয় রমণীদিগের দ্বারা ধাত্রীর কার্য্য নির্ব্বাহ করাইতে দেখা যায়। কিন্তু বড়ই অনুতাপের বিষয় যে, তাঁহারা বুঝেন না যে, দুইটি জীবনের সঙ্গে তুলনায় সামান্য অর্থ অতি তুচ্ছ। বিশেষতঃ সকলেরই বা সকল বারেই নির্ব্বিঘ্নে ও সহজে সন্তান প্রসব হয় না। সে কালের গৃহিণীরা বলিয়া থাকেন, "আমাদের কি কখন সন্তান হয় নাই? না বাঁচিয়া নাই?" সে কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু এ পরিবর্ত্তনশীল জগতে সকলই যে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে এবং সে কালের জল বায়ু, স্বাস্থ্য সবেরই যে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সেটা তাঁহারা মানিতে চাহেন না। সে কালের সহিত আধুনিক কালের কিছুতেই তুলনা হয় না। সে কালে এরূপ বালিকা বিবাহ-প্রথা কখনই প্রচলিত ছিল না, আর থাকিলেও স্ত্রীর উপযুক্ত বয়স না হইলে স্বামীর সহিত তাঁহার কোন সংস্রব থাকিত না। এ বিষয়ে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে অতি সুন্দর প্রথা আছে। প্রথাটী ইতর, ভদ্র উভয় সমাজেই সমভাবে প্রচলিত। তাহারা প্রথমতঃ, অন্ততঃ ভদ্র পরিবারে অল্প বয়সে বিবাহ দেয় না, আর দিলেও ১৭।১৮ বৎসরের কম "গউনা" অর্থাৎ দ্বিরাগমন করে না। দ্বিরাগমনের পূর্ব্বে কন্যা জামাতা বা পুত্র পুত্রবধূর দেখা শুনা রহিত থাকে।

পুরাকালেও সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, প্রভৃতি এদেশের প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলাগণ সকলেই উপযুক্ত বয়সে স্বয়ম্বরা হইয়াছিলেন, এ কথা সকলেই জানেন। এখন গৃহস্থগণ সে সব উল্টাইয়া গৌরীদানের ফল লইতে গিয়া যে দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছেন, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখেন না।

(ক্রমশঃ)

চারুমতি দেবী।

কে মোর আপন?

মাতা পিতা গুরুজন, প্রাণের পুতলী,
পুত্র কন্যা, পরিবার, আছে ত সকলি!
সখা, সখী, প্রতিবাসী আরো কত জন,
তাহাদের মাঝে বল "কে মোর আপন"?

(২)

পরিবারবর্গে করি লালন পালন,
কিসে তারা হবে সুখী ভাবি অনুক্ষণ।
অবশ্য তাহারা করে 'শুভ আরাধন',
বিচারিয়া বলে দাও, "কে মোর আপন"?

(৩)

আমি যদি পাই কভু অন্তরে বেদন,
তারাও কি মোর সাথে করে না ক্রন্দন?
বুঝিতে না পারি কিছু তাহাদের মন,
তাই বলি বার বার, "কে মোর আপন"?

(৪)

আমি যদি ছুটে যাই প্রাণের জ্বালায়
গভীর সাগরজলে মিশাইতে কায়,
অমনি সকলে ছুটে সিন্ধুর সদন,
তবুও বুঝিতে নারি, "কে মোর আপন"?

(৫)

সুখে সুখী, দুখে দুখী, সকলে আমার,
বিপদে পড়িলে সবে করে হাহাকার।
একগাছি স্নেহসূত্রে করেছে বন্ধন,
তবুও সঘনে বলি "কে মোর আপন"?

(৬)

সেই ছবি মনে মোর জাগে অনুক্ষণ,
"নিয়তির স্যন্দনের চক্র আবর্ত্তন,
কালদণ্ড লয়ে করে আসিছে শমন"।
এখন বুঝায়ে দাও, "কে মোর আপন"?

(৭)

যতদিন আছে প্রাণ সবাই আপন,
নয়ন মুদিলে হবে সন্দেহ ভঞ্জন!
শ্মশানে অগ্নির কোলে, চিতায় শয়ন,
জীবনের শেষ খেলা হবে সমাপন!
ফোঁটা দুই তপ্ত অশ্রু দিয়ে বিসর্জ্জন
ফিরে যাবে গৃহে, তবে "কে মোর আপন"?

শ্রীযতোন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

নূতন সংবাদ।

১। আগামী ডিসেম্বর মাসে রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ নূতন রাজধানী দিল্লীতে প্রবেশ করিবেন। এই উপলক্ষে সেখানে মহাসমারোহ হইবে, এইরূপ শুনা যাইতেছে।

২। জনরব উঠিয়াছে যে, ইন্দোরের মহারাজা হোল্কার পুনরায় বিবাহ করিবেন। মহারাজার স্ত্রী বর্ত্তমান এবং তাঁহার দুইটী উপযুক্ত পুত্র সন্তানও আছে।

৩। কুমারী লিলি স্মিথ নাম্নী কোন পাশ্চাত্য মহিলা ৬ ঘণ্টা ১৫ মিনিটে সন্তরণ দ্বারা ২০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছেন।

৪। পৃথিবীর সকল স্থানের প্রচলিত ধর্ম্মসমূহের মর্ম্ম অবগত হইবার নিমিত্ত জর্ম্মনীর অন্তর্গত লিপ্‌জিগ নগর হইতে দ্বাদশ জন জর্ম্মণ সপরিবারে নগ্নপদে ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। ইঁহারা নাকি নিরামিষভোজী।

৫। বিগত তিন বৎসরে ভারতবর্ষে

অনুমান ৪৯৫ লক্ষ টাকার স্বর্ণ আমদানী হইয়াছে। সমগ্র পৃথিবীতে যে পরিমাণ স্বর্ণ উৎপন্ন হয়, উহা প্রায় তাহার এক-তৃতীয়াংশ হইবে।

৬। শুনা যাইতেছে, দিল্লীতে এই বৎসর ১৩টী ব্যাঙ্ক খোলা হইবে।

৭। শুনা যাইতেছে যে, সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ স্বহস্তে লর্ড ক্লাইবের প্রতিমূর্ত্তি বিলাতের সেণ্টজেমস্‌পার্কের সোপানচত্বরে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

৮। কুচবিহারের মহারাজা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের আজীবন সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন।

৯। পরলোকগত জেনারেল বুথের স্মৃতি-সংরক্ষণের জন্য ইংলণ্ডের সার কম্পর্ডটন রিকেট ৭৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

১০। কলিকাতা মহানগরীতে যে স্বদেশী মেলা হইয়াছিল, তাহাতে ভারত-জাত-দ্রব্যাদি পরিদর্শন করিয়া সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে যে নিত্য ব্যবহার্য্য অনেক দ্রব্যই ভারতে প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা অতি আনন্দের বিষয়।

১১। গত ২৭শে সেপ্টেম্বর মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্বর্গারোহণের ৭৯ বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে নানা স্থানে স্মৃতিসভা হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন বৈকালে কলিকাতার সিটিকলেজে স্যার প্রতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ত্রিতলে ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় নিম্নতলে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, কুমারী কুমুদিনী মিত্র, বি, এ, বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, বাবু ভবসিন্ধু দত্ত প্রভৃতি রাজার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

১২। শুনা যাইতেছে যে, গত ১৩ই সেপ্টেম্বর, জাপানসম্রাট মুৎসুহিতোর দেহসমাধির দিন, রাজভক্তি দেখাইবার নিমিত্ত জাপানের সেনাপতি জেনারল নগি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী আত্মহত্যা করিয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

আমরা নিম্নলিখিত কয়েকখানি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি।

আয়ুর্ব্বেদ হিতৈষিণী—২য় বর্ষ, শ্রাবণ, বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। ঢাকা আয়ুর্ব্বেদ হিতৈষিণী সভা হইতে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা। ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা আশা করি এইরূপ পত্রিকার সর্ব্বত্র সমাদর হইবে।

কাজের লোক—ষষ্ঠ বর্ষ, জুলাই মাস,

বার্ষিক মূল্য ২॥• আড়াই টাকা। অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার হইতে প্রকাশিত গার্হস্থ্যবিষয়ক মাসিক পত্রিকা। ইহাতে শিল্প, বণিজ্য, ব্যবসায় সম্বন্ধীয় নানাবিধ নিত্য প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে দেশের ব্যবসায়ের অনেক উপকার সাধিত হইবে, সন্দেহ নাই।

বামারচনা।

আকুল প্রার্থনা।

তব চরণপ্রান্তে মম দুঃখের রাগিণী
উঠিছে মরম দহিয়া,
আজি আকুল চিত্তে তব করুণা-ধারা
ঢালগো হৃদয় বাহিয়া।
মম দীন বাসনা যত জাগিয়া উঠিছে
দিবস রাত্রি বাধা না মানি,
তব অমর, অক্ষয়, নিভৃত ভবনে
রাখগো অন্তরযামিনি।
মম করুণকাহিনী, মর্ম্মের বাণী
নিবেদিনু তব দুয়ারে,
যত অপরাধ মম ক্ষমা কর দেব!
নিরাশ করো না আমারে।

আমি তৃষিত নয়নে কৃপা চাহি দেব!
নাহি মোর কোন সাধনা,
শুধু আছে অশ্রুজল, শত অপরাধ,
আমারে নিরাশ করো না।
মম সংসারতাপে তাপিত পরাণ
তোমারি করুণা যাচে,
আজি হৃদয়ের যত বেদনা ভুলিয়া
দাঁড়াইনু তব কাছে।
আজি চাহ মোর পানে করুণা নয়নে
আমারে নিরাশ করো না,
যদি আরো দিতে চাও বেদনা, যাতনা,
দিও, তবু মোরে ভুলো না।

অশ্রুজল।

(বাল্য-সখীর শিশু পুত্রের মৃত্যুসংবাদে রচিত)।

কেন হরে নিলে!
তোমার তো কত আছে, এই মহা
বিশ্বমাঝে,
সবিতো তোমারি প্রভু চরণের তলে,
তবে ক্ষুদ্র শিশুটুক্, চূর্ণ করি মার বুক
কেন কেড়ে নিলে সিক্ত করি অশ্রুজলে?
ওরে না হরিলে
কি তোমার হত ক্ষতি, বল ওগো বিশ্ব-
পতি!
এরি তরে লোকে কি গো দয়াময় বলে?
এরি তরে বিশ্ববাসী, ঢালে পদে প্রেম-
রাশি?
যতনে অর্চ্চনা করে ফুল, গঙ্গাজলে?

যদি—না হরিতে তারে
থাকিত মায়ের হৃদি মগ্ন শান্তি-নীরে,
হরি সেই শান্তিটুকু, কি তুমি পাইলে সুখ,
মার সব সুখ শান্তি সরাইলে দূরে।
ভাসি নয়নের জলে, দিনগুলি যাবে চলে,
তোমা প্রতি অবিশ্বাস হ'ল চির তরে।
ফুল্ল কুসুমনিচয়
আগে কত সুখে ওর হাসাত হৃদয়
আকাশে চন্দ্রমা হেরি, তোমার মহিমা স্মরি,
ঝরিত নয়নে অশ্রু প্রেমসুধাময়,]
এখন সে সব দেখে, দারুণ বাজিবে বুকে,
হয়ে গেছে হৃদি রাজ্যে ঝটিকা প্রলয়।
শুনি বিহগের গীতি, ফেটে যাবে তার হৃদি,
উষার মোহন রূপে নীরবে কাঁদিবে,
রজনীতে কার তরে, কার স্মৃতি মনে করে,
শূন্য সেই কোলে পুনঃ ফিরিয়া চাহিবে।
কারো ছোট শিশু দেখে, কত না বাজিবে বুকে,
একটি সুন্দর মুখ হৃদয় দহিবে,
তার সে কোমল বুক, কভু যে পায়নি দুঃখ,
এমন কঠোর ব্যথা কেমনে সহিবে।
হায় নির্ম্মাল্য কুসুম,
অকালে তোমার চোখে এল একি ঘুম!
শুধু দুদিনের লাগি, এসেছিলি 'দতে ফাঁকি,
অকালে ঝরিয়ে গেলি অস্ফুট কুসুম।

সুরুচি বালা সেন।

১৬।৪ মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 592. December, 1912.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি. এ. কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত

৫০ বর্ষ। ৫৯২ সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ, ১৩১৯। | ১০ম কল্প ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

পল্লিগ্রামে পানীয় জল প্রাপ্তির সুব্যবস্থা—শুনা যাইতেছে, লর্ড কারমাইকেল মহোদয়ের প্রস্তাব অনুসারে দার্জ্জিলিংএ এক সভা হইয়া গিয়াছে। ঐ সভার উদ্দেশ্য পল্লীগ্রামে পানীয় জল প্রাপ্তির সুব্যবস্থা করা। সভার উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

জলপ্রবাহের সাহায্যে সংবাদ প্রেরণ—সম্প্রতি পাঞ্জাবের তারবিভাগের সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট খাঁ বাহাদুর হবিবুল রহমান নামক একজন ভারতবাসী জলপ্রবাহের সাহায্যে সংবাদ প্রেরণের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইহা দ্বারা ৮০ মাইল দূর পর্য্যন্ত সংবাদ প্রেরণ করা যাইতে পারে। খাঁ বাহাদুরের অধ্যবসায় অতীব প্রশংসনীয়।

কলিকাতায় দরিদ্র-নিবাস—কলিকাতা-উন্নতি-বিধায়ক সমিতির চেষ্টায় সম্প্রতি ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউসন লেনে দরিদ্র লোকদিগের থাকিবার নিমিত্ত কতকগুলি বাড়ী নির্ম্মাণ করা হইবে। ইহাতে ছয় শত লোক থাকিতে পারিবে। ঈশ্বর-কৃপায় কার্য্যটী সুসম্পন্ন হউক।

জেনারেল নোগির সমাধি—জাপানের বিখ্যাত বীর জেনারেল নোগির দেহ যথাবিধি সমাধিস্থ করা হইয়াছে। নোগির উপযুক্তা সহধর্ম্মিণী স্বামীর পার্শ্বে চিরকালের জন্য বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। এই সমাধি উপলক্ষে পঞ্চাশ সহস্র জাপানবাসী ও বিভিন্ন দেশের রাজদূতগণ পর-

লোকগত বীরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য দেশে নারীর কার্য্যক্ষেত্রের প্রসার—পাশ্চাত্য দেশে রমণীর কার্য্যক্ষেত্র ক্রমেই প্রসারিত হইতেছে। সম্প্রতি জর্ম্মনীর ডাক ও তার বিভাগের জন্য পাঁচ হাজার স্ত্রীলোক নিযুক্ত করা হইবে স্থির হইয়াছে। রুষিয়ার যে কোন স্ত্রীলোক আইন্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই প্রকাশ্য বিচারালয়ে ওকালতী করিতে পারিবেন। অষ্ট্রীয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরের স্ত্রীলোকদিগকে ("ফায়ার বিগ্রেড") অগ্নিনির্ব্বাপকদিগের কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে। পাশ্চাত্য রমণীদিগের এরূপ উন্নতি দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

বালিকাদিগকে পাপ পথ হইতে উদ্ধারের চেষ্টা—শুনা যাইতেছে, সিমলায় বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভায় অনারেবল মিঃ দাদা ভাই এক বিল উপস্থিত করিয়াছেন। যাহাতে কোন কুমারীই বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব্বে দেবদাসী নিয়োজিত হইতে না পারে, সেইরূপ ব্যবস্থা বিধান করা এই বিলের উদ্দেশ্য। ভারত গবর্ণমেন্ট প্রাদেশিক গবর্মেন্টসমূহের নিকট এই বিলের প্রতিলিপি পাঠাইয়া অভিমত সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পেন্‌সনের পরিবর্ত্তে নগদ টাকা—শুনা যাইতেছে, ভারত গবর্মেন্ট নিয়ম করিয়াছেন যে, কোন পেনসনপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপকারের নিমিত্ত তাঁহার পেন্‌সনের কিয়দংশের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে নগদ টাকা দেওয়া যাইতে পারিবে।

নূতন সিবিলিয়ান—এবার সিবিলিয়ান পরীক্ষায় দুই জন ভারতবাসী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে এক জন জজ কেদারনাথ রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সত্যেন্দ্র নাথ রায় ও অপর জন অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মন্মথকুমার বসুর পুত্র বীরেন্দ্রকুমার বসু। এই সংবাদে আমরা বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছি।

অপূর্ব্ব অধ্যবসায়—এ, ডি, উইন্‌সিপী নাম্নী একজন পাশ্চাত্য মহিলা ৮০ বৎসর বয়সে অধ্যয়নের জন্য কনসিন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন। ইনি আগামী বৎসরে উপাধি পরীক্ষা দিবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানানুশীলন করিয়া কৃতিত্ব লাভ করাই তাঁহার চিরদিনের বাসনা, কিন্তু নানা প্রকার বিঘ্ন ঘটায় এতদিন তাহা হইয়া উঠে নাই। অবশেষে জীবনের শেষ অবস্থায় তিনি নূতন উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। ইহাঁর আশা সফল হউক। এরূপ উৎসাহ সর্ব্বসাধারণের অনুকরণীয়।

হিউম সাহেবের দান—পরলোকগত মিঃ হিউম তাঁহার সঞ্চিত তিন লক্ষ টাকার অধিকাংশ জনহিতকল্পে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। এরূপ দান বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী।

রোম রাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

রমুলস্ ও রিমসের জন্ম।

মেষপালক ঐ বালক দুটীর নাম রমুলস্ ও রিমস্ রাখিলেন। তাঁহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কিছু কাল মেষচারণ করিলেন, কিন্তু পরে যে অবধি আপনাদিগকে ভদ্রবংশজাত বলিয়া জানিতে পারিলেন, তদবধি রাখালের বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, যুদ্ধ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা স্বদেশের চোর ও দস্যুগণকে আক্রমণ করিতেন এবং অপহৃত দ্রব্য সকল বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া সাধারণের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতেন।

এইরূপ লুণ্ঠন করিতে করিতে এক দিবস রিমস্ ধৃত হইয়া এমুলিয়সের নিকট আনীত হইলেন। রাজা বিচার করিয়া প্রমাণ পাইলেন যে, রিমস্ তাঁহার ভ্রাতা নিউমিটরের ভূমি লুণ্ঠন করিয়াছে। ইহাতে তিনি স্বয়ং শাস্তি না দিয়া সহোদরের উপরেই তাহার ভারার্পণ করিলেন। রিমসের এই দুরবস্থা শুনিয়া ফাষ্টুলস, নিউমিটরের নিকট বালকদ্বয়ের জন্মের গোপনীয় কথা প্রকাশ করিলেন। অনন্তর রমুলস্ ও রিমস্ মাতামহের সহিত মিলিত হইয়া অন্যায়াচারী রাজা এমুলিয়সের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে বধ করিলেন। অতঃপর নিউমিটর সিংহাসনাধিরূঢ় হইলেন। ইনি ২০ বৎসর রাজত্ব করেন, এবং ইঁহার সহিত লাটিন রাজ্যের পতন হয়। তৎপরে রোমানদিগের ক্ষমতার অভ্যুদয় ও ক্রমোন্নতি হইতে লাগিল, এবং রমুলস্ এক নূতন রাজ্যের পত্তন করিলেন।

রোম নগর স্থাপন ও তাহার বসতির বিবরণ।

খৃষ্ট জন্মিবার ৭৫৩ বৎসর পূর্ব্বে, এবং ট্রয়নগর ধ্বংসের ৪৩১ বৎসর পরে, রমুলস ও রিমস্ যে স্থানে নৃশংস এমুলিয়স কর্ত্তৃক জলে বিসর্জ্জিত হইয়াছিলেন, ঠিক সেই স্থানেই তাঁহারা রোমনগর স্থাপন করিলেন। এই নগর ইটালীর মধ্যস্থলে ও সমুদ্র হইতে ১২ মাইল দূরে টাইবর নদীর তটে স্থাপিত হয়। রোম নগরের পত্তন হইলে যমজ ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে কে রাজা হইবেন, এই বিষয়ে মহা বিবাদ উপস্থিত হইল। পরে তাঁহারা এই দৈবজ্ঞমতে (গ)

(গ) প্রাচীন কালের লোকেরা দৈবজ্ঞ বিদ্যার মতে প্রায় সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। ইহা বর্ত্তমান কালের ইন্দ্রজাল, সামুদ্রিক, ফলিত জ্যোতিষাদির ন্যায় এক প্রকার ভ্রান্তিমূলক বিদ্যা ছিল। ইহার মতে ভবিষ্যদ্বাণী বলিবার ৫ প্রকার উপায় ছিল। (১) আকাশের লক্ষণ দ্বারা, (২) পক্ষী দ্বারা, (৩) কুক্কুটশাবক দ্বারা, (৪) পশু দ্বারা, এবং (৫) ভবিষ্যসূচক

স্বীকৃত হইলেন যে, পৃথক পৃথক্ পর্ব্বতে উঠিয়া এক সময়ে দুইজনের মধ্যে যে অধিক শকুনি দর্শন করিবে, তাহার নামে নগরের নাম হইবে, এবং সেই রাজা হইবে।

তদনুসারে রমুলস ১২টী এবং রিমস ৬টী পক্ষী দেখিতে পাইলেন। সুতরাং রমুলস আপন নামে নগরের নাম রোম রাখিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই রিমসের মৃত্যু হইল। কেহ কেহ বলেন যে, নগরনির্ম্মাণকালে ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে রমুলস রিমসকে হত্যা করেন।

এইরূপে রমুলস রোম নগর স্থাপন করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে বসতি নাই, অতএব তিনি তাহার জন্য দুইটী উপায় নির্দ্ধারিত করিলেন। প্রথমতঃ ঐ নগরের অদূরবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র অরণ্যে একটী পবিত্র দেবালয় স্থাপন করিলেন, এবং নিকটবর্ত্তী দেশ সকলে রাষ্ট্র করিয়া দিলেন যে, "যে ব্যক্তি ঐ স্থানে আসিবে, সেই আশ্রয় পাইবে।" তদনুসারে অনেক ক্রীতদাস, চোর, দস্যু ও দুষ্ট লোক প্রভৃতিতে অচিরাৎ নগর পরিপূর্ণ হইল।

কিন্তু কেবল পুরুষ সংগ্রহ হইলে কি হইবে? প্রতিবেশী লোকেরা তাহাদিগের সহিত আলাপাদি করিত না, এবং তাহাদিগের সহিত আপনাদিগের কন্যা-গণেরও বিবাহ দিত না। অতএব

ঘটনা দ্বারা। পূর্ব্বকালে এই কুসংস্কারজনিত বিবাহে সকলেরই সমধিক সমাদর ছিল।

দ্বিতীয় উপায় স্থির করিয়া তিনি ঐ সকল প্রতিবাসী লোকদিগের মধ্যে প্রচার করিলেন যে, রোমবাসীরা কোন নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে কতকগুলি নূতন ক্রীড়া-রম্ভ করিয়া শেষ করিবেক, যাঁহার ইচ্ছা হয় দেখিতে আসিতে পারিবেন।"

ইহাতে সেবাইনেরা তাহাদিগের স্ত্রী, কন্যা ও ভগিনীগণ সমভিব্যাহারে ঐ ক্রীড়া দর্শনার্থ রোমে সমাগত হইল। পরে যখন তাহারা অনন্যমনা হইয়া ক্রীড়াবলোকন করিতে লাগিল, রমুলসের সঙ্কেতে রোমের যুবকগণ তৎক্ষণাৎ সেবাইন-দিগের কুমারীদিগকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া তাহাদের পাণিগ্রহণ করিল। ইহাতে তাহাদিগের পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও বন্ধুগণ ত্রাসযুক্ত হইয়া স্বদেশে পলায়ন করিল।

অনন্তর রোম স্ত্রী ও পুরুষে পূর্ণ হইলে রমুলস সমুদায় লোককে তিন ট্রাইব বা বংশে, এবং প্রত্যেক বংশকে পুনর্ব্বার কিউরী অর্থাৎ ১০ পরিবারে বিভক্ত করিলেন। প্রত্যেক বংশের প্রধান ব্যক্তিকে ট্রাইবিউন, এবং প্রত্যেক পরি-বারের কর্ত্তাকে কিউরিও বলা হইত। এই কিউরিওদিগের জন্য রমুলস রোমের অধিকাংশ ভূমি ৩০ অংশে বিভাগ করিয়া, এক এক পরিবারকে এক এক খণ্ড দিলেন। আর ধর্ম্মযাজন, দেবালয় নির্ম্মাণ ও রাজ্যের অন্যান্য সাধারণ ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য তিনি কতক নিষ্কর ভূমি রাখিয়া দিলেন।

পদমর্য্যাদানুসারে তিনি রোমবাসী-দিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন। ১—পেট্রিশীয় বা ভদ্র লোক, ২—প্লিবীয় বা সাধারণ লোক। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ জাতির ন্যায়, পেট্রিশীয় জাতি পবিত্র ধর্ম্ম-কার্য্য সকল সম্পাদন, এবং রাজ্যসম্পর্কীয় ও শাসন কার্য্যের সাহায্য করিতেন। প্লিবীয়েরা অধম শূদ্রাদি জাতির ন্যায় ভূমি কর্ষণ, বাণিজ্য ও শিল্প কার্য্যাদি করিত, এবং প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিতেও গমন করিত।

রোমে ক্রমান্বয়ে তিন প্রকার শাসন-প্রণালী প্রচলিত হইয়াছিল। (১) রাজ-তন্ত্র, (২) সাধারণ-তন্ত্র, (৩) সম্রাজ-তন্ত্র। রোম প্রথমতঃ রাজাদিগের দ্বারা শাসিত হয়। এইরূপ শাসন রমুলস হইতে দ্বিতীয় টার্কুইনের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ২৫০ বৎসর চলিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ সাধারণ তন্ত্র, অর্থাৎ রাজ্যের উপর সর্ব্বসাধারণের ক্ষমতা থাকিত, কিন্তু সুশাসনের জন্য এক কিম্বা অধিক ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া তদীয় হস্তে কিছুকালের জন্য রাজত্বভার দেওয়া হইত এবং পরে সাধারণের অভিমত হইলে সেই শাসন-কর্ত্তাদিগকে পদচ্যুত করা যাইতে পারিত। এইরূপ শাসনপ্রণালী টার্কুইনের নির্ব্বাসন হইতে জুলিয়স সিজরের প্রতিপত্তি পর্য্যন্ত ৪৯০ বৎসর চলিয়াছিল। তৃতীয়তঃ সম্রাট-দিগের শাসনকাল। অগষ্টস্ সিজার হইতে রোমের শেষ সম্রাট হনোরিয়স পর্য্যন্ত ৩৬০ বৎসর ইহা চলিয়াছিল। রাজা ও সম্রাটের প্রায় একই অর্থ, কেবল এইমাত্র প্রভেদ, যে রাজা অপেক্ষা সম্রাটের রাজ্য ও আধিপত্য অনেক অধিক। এই তিনটী শাসনপ্রণালী অনুসারে রোম তিন ভাগে বিভক্ত করা গেল। পশ্চাতে প্রত্যেক ভাগের বিশেষ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

১ম রোমে রাজ-তন্ত্র।

রোমে যে সাত জন রাজা হন তাঁহাদের নাম ও রাজত্বকাল।

রাজার নাম	রাজত্বারম্ভ	রাজত্বকাল
১। রমুলস্	৭৫৩ খৃঃ পূঃ	৩৭
শূন্যসিংহাসন	৭১৬ „	১
২। নিউমা পম্পিলিয়স্	৭১৫ „	৪৩
৩। টলস্ হষ্টিলিয়স্	৬৭২ „	৩২
৪। আঙ্কস্ মার্সস	৬৪০ „	২৪
৫। টার্কুইনস্ প্রিস্কস	৬১৬ „	৩৮
৬। সর্ব্বিয়স্ টলিয়স	৫৭৮ „	৪৪
৭। টার্কুইনস্ সুপর্ব্বস্	৫৩৪ „	২৫

শিশুজীবন ও কিণ্ডার গার্টেন।

মানসিক পুষ্টি সাধন।

শিশুর মানসিক শিক্ষার জন্যও সকল বিষয়ে নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উহাকে সকল প্রকার উত্তম শিক্ষা-

প্রণালীতে অভ্যস্ত করা উচিত। শিশুর অনর্থক ক্রন্দনে মাতার অধিক অধীর হওয়া উচিত নহে, তাহা হ লে শিশু শীঘ্রই নিজের দুর্ব্বলতা বুঝিয়া মাতৃ-প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া মাতৃক্রোড়ে আসিয়া নীরবে মস্তক রাখিবে। এই প্রকারে বিনা তাড়নায় বালকবালিকাদিগের ক্রুদ্ধ স্বভাব, অবাধ্যতা, স্বার্থপরতা ও স্বেচ্ছাচারিতা প্রভৃতি যত শিশুদোষ সব দূর করা যায়। মাতার ও দাসীর প্রফুল্লতা ও আনন্দ ঐ মানব-কলির পক্ষে সূর্য্যো-ত্তাপের ন্যায় উপকারী, সুতরাং স্নেহময়ী ও বুদ্ধিমতী দাসী রাখা আবশ্যক, নতুবা মাতার প্রেম ও যত্নে শিশুর যাহা কিছু ভাল স্বভাব হয়, দাসীর অজ্ঞতা বশতঃ তাহা অবিলম্বে বিদূরিত হইয়া যায়।

পিতা মাতা যদি সন্তানের ক্রন্দন ও আবদারে বিরক্ত হইয়া তাহাকে থামাইবার নিমিত্ত সে যখন যাহা চায় তাহাই দেন, তাহা হইলে শিশুগণ আরও স্বার্থপর ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠে। সকল বিষয়ে পিতা মাতার ধৈর্য্য সন্তানের চঞ্চলতাসংশোধনের প্রধান ঔষধ শিশুদের কথায় কথায় শাস্তি না দিয়া আগে তাহার ক্রন্দনের কারণ দেখা উচিত। যদি পড়িয়া যাওয়া বা আঘাত লাগা উহার কারণ হয়, তাহা হইলে দুই একটা মিষ্ট কথা, ছেলে-দের গান কিম্বা গল্প বলিবামাত্র সব কান্না থামিয়া যাইবে। শিশু পড়িয়া যাইলে বা কোনরূপ আঘাত পাইলে তজ্জন্য অত্যন্ত কাতরতা দেখান উচিত নহে, তাহা হইলে সে আরও অধিক বেদনা অনুভব করিবে। বরং কাতরতার পরিবর্ত্তে প্রফুল্লতা দেখাইলে সে উহা দ্বারা শান্ত হইবে এবং আঘাত গ্রাহ্য না করিয়া অবিলম্বে হাসিয়া উঠিবে।

অবশ্য পীড়া শিশুর ক্রন্দনের কারণ হইলে অন্যরূপ আচরণের আবশ্যক। ঐ সময় জননী তাহাকে মিষ্ট কথায় ও সস্নেহ বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা দিবেন। রোগযন্ত্রণার সঙ্গে যদি শিশুর স্বার্থপরতা ও স্বেচ্ছা-চারিতা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে শাসন দ্বারা উহা দূর করিতে অবহেলা করা উচিত নহে। পীড়িত হইলে যা খুসী তাহাই করিতে পারিবে, এ কথা শিশু যেন কখন মনে না করে। পীড়া যেন মাতার স্নেহভাবের সঙ্গে শিশুজীবনের মহোপকারী শাসনের পক্ষে বাধা স্বরূপ না হয়। পীড়িতাবস্থায় শিশুকে তাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে দিলে ঐ অভ্যাস অতি দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইবে, এবং তাহার অবাধ্যতা ও স্বেচ্ছাচারিতার আর শেষ থাকিবে না। কিন্তু শাসন দ্বারা উহা সর্ব্বদা দমন করিয়া রাখিলে, পিতা মাতার শাসনে সন্তান অভ্যস্ত হইয়া যায় ও পরে অনেক কষ্ট যন্ত্রণার হস্ত হইতে উদ্ধার পায়। বাল্যাবস্থা হইতে শিশু যেন সকল প্রকার ক্রীড়া ও কষ্টসহিষ্ণুতা শিক্ষা করে, উহাতে মানবস্বভাব কোমল ও দৃঢ় হয়। কিন্তু আত্মতুষ্টি ও স্বার্থপরতা দ্বারা চরিত্র কর্কশ ও কঠিন হইয়া উঠে। পিতা মাতার

অসহিষ্ণুতা, অশিক্ষা ও দুর্ব্বলতা দ্বারা মানবজীবনের যে কত মন্দ অভ্যাস হইয়া থাকে, তাহা বলা যায় না। শিশুগণ স্বভাবতঃ কিছু না কিছুর জন্য সর্ব্বদা কাঁদিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের ঐরূপ কাঁদিয়া কোন দ্রব্য চাহিবার অভ্যাসকে প্রশ্রয় দিলে তাহাদের পক্ষে উহা বড়ই অনিষ্টের কারণ হয়। এ সময় পিতা মাতার অত্যন্ত দৃঢ় হওয়া আবশ্যক। নতুবা শিশু যদি একবার পিতামাতার ঐ দুর্ব্বলতা জানিতে পারে, তাহা হইলে কোন জিনিষ পাইবার ইচ্ছা হইলেই সে দিনরাত কাঁদিবে ও দৌরাত্ম্য করিবে। অনেক বিষয়ে পিতামাতা একদিকে প্রেম ও অপর দিকে দৃঢ়তা দেখাইয়া শিশুকে অনায়াসে স্নেহময় ও প্রফুল্ল করিতে পারেন। পিতা মাতার বাধ্য সন্তান সর্ব্বদা তাঁহাদের কথা শুনিয়া কাজ করে ও তাঁহাদিগকে সুখী ও সন্তুষ্ট দেখিবার জন্য আপনা আপনিই সুবোধ ও সহৃদয় হইতে শিখে। কোন একটী দুই বৎসরের শিশুকে তাহার মাতা একখানা বিস্কুট দিয়া বলিলেন, যে "কিছুক্ষণ পরে তুমি ঐ বিস্কুটখানি খাইতে পার।" দেখি শিশু তৎক্ষণাৎ মাতার আদেশ পালন করিয়া উহা লইয়া খেলিতে আরম্ভ করিল, ও এক ঘণ্টা খেলিবার পর বিস্কুটখানি ভাঙ্গিয়া বসিয়া রহিল, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মাতার অনুমতি পাইল, ততক্ষণ একবিন্দুও মুখে দিল না।

ইহাতেই কি বোধ হয় না যে, শিশুকাল হইতে উপযুক্তরূপে শিক্ষা পাইলে অল্প বয়সেই বালকবালিকার চরিত্র এরূপ সবল ও উন্নত হইবে যে, তাহা দেখিয়া পিতা মাতার হৃদয় অধিকতর প্রেমে ও স্নেহে পূর্ণ হইয়া উঠিবে? (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাস।

ভবীর বেটা ভোলারাম।

ক্ষুদীর মা, বৃদ্ধা ভবীকে সম্বোধন করিয়া কহিল "পিসি মা! আজ ভোলা কোথায়?" বলা বাহুল্য, অকর্ম্মণ্য ভোলারাম ভবী পিসির একমাত্র অপগণ্ড পুত্র।

বৃদ্ধা ভবী কহিল "বাছা! ভোলার কথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা। এমন কুঁড়ে ছেলে কারও ঘরে দেখি না। সমস্ত দিন কেবল তাস, পাশা ও শতরঞ্চ খেলিয়া কাটায়, আর দিবা ও রাত্রিতে পঞ্চাশ ছিলিম তামাক ধ্বংস করে। তাহার একটা পয়সাও উপার্জ্জন করিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু খাবার সময়ে একটা পালওয়ানের উপযুক্ত ভোজ্য অনায়াসে উদরস্থ করে। পাড়ার সমস্ত লোক, এমন কি গ্রামের সমস্ত পুরুষ যথাশক্তি অর্থোপার্জ্জন করিয়া সংসার চালায়, কিন্তু ভোলারামের এমন সামর্থ্য হইল না যে, একটা কাণা

কড়ি আনিয়া আমার হাতে দেয়। এমন অলস ও অকর্ম্মণ্য ছেলে কি আর ভারতে আছে ?”

ক্ষুদীর মা কহিল “পিসি মা! আজ ভোলা বাড়ীতে এলে তাহাকে বিশেষরূপে তিরস্কার করিও। সে উপদেশ বা তিরস্কার মানে না তাহা জানি, কিন্তু তথাপি তাহাকে শিক্ষা দিতে ত্রুটি করিও না। আমার আজ অনেক কাজ, আমি এখন চলিলাম, তুমি ভোলারামকে ভাল করে সকল কথা বুঝাইয়া কহিও।” এই বলিয়া ক্ষুদীর মা তাহার স্বগৃহে চলিয়া গেল।

সায়াহ্নের কিছুকাল পরে ভোলারাম বাটীতে আসিয়া বৃদ্ধা মাতার নিকট আহার্য্য দ্রব্য প্রার্থনা করিল। পুত্রকে ক্ষুধিত দেখিয়া জননী আহার দিলেন। কিন্তু আজ অত্যন্ত তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া ভোলাকে ভবী কহিতে লাগিল “ওরে হতভাগ্য! ওরে পোড়াকপালে! তোর যে অবস্থা তাহা দর্শন করিলে শৃগালেও ক্রন্দন না করিয়া থাকিতে পারে না। দিবা রাত্রি তামাক ও গাঁজা খাইয়া এবং তাস ও পাশা খেলিয়া জীবন কাটাস, কিন্তু তোর একটি পয়সাও উপার্জ্জন করিবার ক্ষমতা দেখি না। এই বৃদ্ধ বয়সে আমি কেমন করিয়া সংসারের ভার বহন করিতে পারি ? তোর কি ঘৃণা বা লজ্জা কিছুই নাই ? কেমন করে মাতাকে বা স্ত্রীকে খাওয়াইবি, কেমন করে সংসার চালাইবি, এ চিন্তা তোর মনে কি কখন উদয় হয় না ?”

মাতা অনেক কথা কহিল, অনেক তিরস্কার করিল, কিন্তু নির্ব্বোধ ভোলারাম একটি বাক্যও উচ্চারণ করিল না। রাত্রিতে সহধর্ম্মিণীর সহিত যখন সাক্ষাৎ হইল, তখন তিনিও ভোলাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। কি কারণে জানি না, অদ্য ভোলার মন অত্যন্ত ব্যথিত হইল, প্রভাতেই গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিদেশে প্রয়াণ করিবে এইরূপ সঙ্কল্প করিল। সূর্য্যোদয়ের পরে মাতার নিকট বিদায় লইয়া কহিল “মা! আমি বিদেশে চলিলাম, যেখানে সুবিধা হইবে, সেই-খানেই অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিব। ধনবান্ না হইয়া আর গৃহে ফিরিব না।” প্রভাতকালে ভবীর বেটা ভোলারাম সত্য সত্যই বিদেশে গমন করিল। তাহার মাতা ও স্ত্রী উভয়ে তাহার প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় চিন্তিতমনে কাল কাটাইতে লাগিল।

ক্রমে এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রাম, এক নগর হইতে অন্য নগর, এক জিলা হইতে অন্য জিলা ভ্রমণ করা হইল, অনেক স্থানে চাকুরীর অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু ভাগ্যহীন ভোলারাম কোথাও কিছু করিতে পারিল না। চাকুরী কিম্বা অন্য কোন রূপে অর্থোপার্জ্জনের উপায় কোথাও হইল না।

অবশেষে ভোলারাম অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া স্থির করিল “এমন দুঃখপূর্ণ জীবনভার আর বহন না করাই শ্রেয়ঃ”। ভোলারাম এই ভাবিয়া এক বনের মধ্যে

প্রবেশপূর্ব্বক আত্মহত্যা করিবার সংকল্প করিল। কটিদেশ হইতে নিজের পরিহিত বস্ত্রখানি উন্মোচন করিয়া তাহার এক দিক আপন গলায় বাঁধিল এবং অপর দিক এক বৃক্ষের শাখায় বাঁধিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অদূরে অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দির ছিল। বনদেবী দেখিলেন যে, বনের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ আত্মহত্যা করিবার উদ্যোগ করিতেছে। ব্রহ্ম-হত্যায় সমস্ত বন অপবিত্র হইয়া যাইবে ভাবিয়া, তিনি অতি শীঘ্র সেই বৃক্ষের নিকটে আগমনপূর্ব্বক ভোলারামের হস্ত ধারণ করিলেন। ভোলা কহিল "তুমি কে ?" বনদেবী উত্তর করিলেন, "আমি এই বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তুমি কেন আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছ ? তোমার যাহা কিছু দুঃখের কথা থাকে, তাহা নির্ভয়ে ও সরলচিত্তে প্রকাশ করিয়া বল, আমি তোমার দুঃখ মোচন করিব।" দুঃখী ভোলারাম অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার দুঃখের সকল কথা তাঁহার নিকট বর্ণনা করিল। তাহার কথা শুনিয়া বনদেবী কহিলেন, "আমার সঙ্গে মন্দিরে আইস, আমি তোমার সকল দুঃখ মোচন করিয়া দিব।" ভোলারাম বনদেবীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মন্দিরাভিমুখে গমন করিল।

মন্দিরে উপস্থিত হইয়া, ভোলাকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া, বনদেবী তাহাকে কহিলেন "বৎস! আমি তোমাকে একটি লৌহনির্ম্মিত ক্ষুদ্রাকার গোলক দিতেছি। তুমি ইহা হস্ত দ্বারা গ্রহণ কর। এই অত্যাশ্চর্য্য গোলকের গুণ এই যে, যখনই কোনও দ্রব্যের তোমার প্রয়োজন হইবে, তখনই তাহার নাম উচ্চারণ করিয়া এই গোলকটি মাটির উপরে গড়াইয়া দিও, তৎক্ষণাৎ তুমি সেই আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য প্রাপ্ত হইবে।" ভোলা-রাম ঐ গোলকটি গ্রহণ করিল, কিন্তু উহার বাস্তবিক ঐরূপ অত্যাশ্চর্য্য গুণ আছে কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য কহিল "হে গোলক! আমাকে পঞ্চাশ প্রকার ব্যঞ্জন ও অন্ন আনিয়া দাও।" এই কথা বলিয়া ভূমিতে গোলকটি গড়াইয়া দিবামাত্র, পঞ্চাশ প্রকার ব্যঞ্জন সহিত উৎকৃষ্ট চাউলের অন্ন আপনা হইতে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তদনন্তর ভোলারাম ঐরূপে পুনর্ব্বার বলিল "হে গোলক! আমাকে এক শত টাকা ও দশখানা বস্ত্র আনিয়া দাও।" সে দেখিল, টাকা ও বস্ত্র তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন পরমানন্দে হাস্যবদনে বন-দেবীকে প্রণাম করিয়া ভোলারাম ঐ গোলক হস্তে লইয়া স্বগৃহাভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল। বনদেবী কহিলেন, "বৎস! তুমি এখন নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্ত মনে গৃহে গমন করিতে পার, কিন্তু একটা অতি প্রয়োজনীয় কথা এখনও তোমাকে বলা হয় নাই, সে কথাটি এই—গোলকের নিকট হইতে তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, তাহা তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হইবে, ইহার অন্যথা হইবে না; কিন্তু এই গোলকের

আর একটা আশ্চর্য্য গুণ এই যে, গোলকের নিকট হইতে তুমি যাহা কিছু প্রাপ্ত হইবে, তোমার প্রতিবেশী বিনা চেষ্টায় অথবা বিনা প্রার্থনায় তাহার দ্বিগুণ প্রাপ্ত হইবে। তুমি যদি দশ টাকা পাও, তাহা হইলে তোমার প্রতিবেশী কুড়ি টাকা পাইবে, তুমি যদি দুইখানা বস্ত্র বা তিনটা অশ্ব পাও, তোমার প্রতিবেশী চারিখানা বস্ত্র ও ছয়টা ঘোটক প্রাপ্ত হইবে।" এই কথা শুনিয়া ভোলারামের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত পড়িল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বনদেবীকে বলিল "মা! ইহা যে অতীব অন্যায় কথা! আমি দেশ বিদেশ ঘুরিয়া, কত কষ্ট করিয়া শেষে প্রাণান্ত পর্য্যন্ত সঙ্কল্প করিয়া, তোমার আশীর্ব্বাদে এই গোলকটি লাভ করিয়াছি, কিন্তু আমার প্রতিবেশী বিনা কষ্টে, বিনা চেষ্টায়, ঘরে বসিয়া আমা অপেক্ষা দ্বিগুণ লাভ করিবে, ইহা কি প্রকারে আমার প্রাণে সহ্য হইতে পারে?" দেবী কহিলেন, "বাছা! আমার আশীর্ব্বাদ অথবা এই গোলক লাভের জন্য তুমি আমার নিকট প্রার্থনা, বা আমার উপাসনা কিছুই কর নাই, তোমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা কেবল আমার অযাচিত দয়া জানিবে। যাহাহউক, গোলকের যে যে গুণ আছে আমি তাহা তোমাকে বলিলাম, তুমি যদি তাহাতে সন্তুষ্ট না হও তবে গোলক রাখিয়া রিক্ত হস্তে গৃহে ফিরিয়া যাও।" অগত্যা ভোলারাম সেই গোলক লইয়া বিষণ্ণ মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

স্বগৃহে উপস্থিত হইয়া ভোলারাম তাহার জননী ও সহধর্ম্মিণীকে তাহার বিদেশ ভ্রমণ, নানা স্থানে কষ্ট ভোগ, প্রথমে অকৃতকার্য্যতাজনিত নৈরাশ্য, তদনন্তর বনপ্রবেশ, আত্মহত্যার উদ্যোগ, বনদেবী দর্শন এবং তাঁহার অযাচিত দয়া প্রাপ্তি প্রভৃতির সমস্ত কথা বিস্তারিতরূপে ব্যক্ত করিয়া ও গোলকটি তাহাদিগকে দেখাইয়া কহিল "এই দেখ সেই গোলক! ইহারই প্রভাবে আমাদের সকল দুঃখ দূর হইয়া যাইবে।" তাহারা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত ও আনন্দিত হইয়া কহিল "তবে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক।" পুনঃপুনঃ পরীক্ষায় ভোলানাথের উক্তি সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। মাতার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, কিন্তু প্রতিবেশীর বিনা আয়াসে দ্বিগুণ লাভ হইবে, এ কথা শুনিয়া ভোলার মাতা ও স্ত্রী উভয়েই অত্যন্ত দুঃখিত হইল। পরের হিংসায় তিন জনেরই অন্তঃকরণ জর্জ্জরিত হইতে লাগিল।

স্বল্প কালের মধ্যে ভোলারামের গৃহ ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সুরম্য প্রাসাদ, অতুল ধন, প্রচুর শস্য, সুবর্ণ, রৌপ্য, মূল্যবান্ বস্ত্র, সুশোভন অশ্ব ও অশ্বযান প্রভৃতিতে তাহার গৃহ তত্রত্য লোকদিগের পক্ষে এক অপূর্ব্ব দর্শনীয় পদার্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠিল। ভোলারামের বাটীর সম্মুখে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নিধিরাম স্পর্শমণির পুত্র শ্রীমান্ ফটিক-চাঁদ শিরোমণি বাস করিত। এই ব্যক্তিই

ভোলার একমাত্র প্রতিবেশী। দেখিতে দেখিতে এই ব্যক্তিও ভোলারাম অপেক্ষা দ্বিগুণতর ধনবান্, প্রভাবশালী ও গৌরবান্বিত হইয়া উঠিল। গ্রামের লোকেরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া বনদেবীর নিকট হইতে ভোলারামের গোলকলাভের কথা জ্ঞাত হইল এবং ফটিকচাঁদের উন্নতির হেতুও বুঝিতে পারিল। প্রবাদ আছে, স্ত্রীলোকের পেটে কথা থাকে না। অনেক স্ত্রীলোক এমন আছেন যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত গোপনীয় কথাটি প্রকাশ করিতে না পারেন, ততক্ষণ তাঁহাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও নিদ্রা হয় না। বলা বাহুল্য, ভোলার মাতা ও স্ত্রীর দ্বারাই সকল কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল।

যাহা হউক, প্রতিবেশীকে তাহাদের দ্বিগুণ উন্নত হইতে দেখিয়া ভোলারাম হিংসায় অস্থির হইয়া উঠিল। বিদ্বেষ, ঈর্ষা, ক্রোধ প্রভৃতিতে সে আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিল না। সে মাতাকে ডাকিয়া কহিল "মা! যে কোন উপায়ে পারি, আমি ফটিকচাঁদের সর্ব্বনাশ সাধন করিবই করিব।" বৃদ্ধা মাতা বলিল "বাছা! তাহা তুমি পারিবে না। তোমার ধন, ধান্য, শক্তি, সামর্থ্য, লোকবল প্রভৃতি অপেক্ষা ফটিকচাঁদের ধন ধান্যাদি এক্ষণে দ্বিগুণ অধিক, অতএব তাহার সহিত যুঝিয়া উঠা তোমার সাধ্যায়ত্ত নহে।" সুতরাং ভোলারাম তখন চুপ করিয়া রহিল।

কয়েক মাস অতীত হইলে, ভোলা এক দিন মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "মা! ফটিকচাঁদকে সর্ব্বস্বান্ত করিবার উপায় আমি স্থির করিয়াছি, আর চিন্তা নাই।" ভবী কহিল "উপায়টা কি?" ভোলা বলিল "মা! গোলকটী ভূমিতে ফেলিয়া আমি যদি বলি—'হে গোলক! তুমি আমার এক চক্ষু কাণা কর', তাহা হইলে আমার এক চক্ষু কাণা, কিন্তু প্রতিবেশী ফটিকচাঁদের দুই চক্ষুই অন্ধ হইয়া যাইবে, কারণ আমার যাহা হইবে, আমার প্রতিবেশীর নিশ্চয়ই তাহার দ্বিগুণ হইবে।" মাতা কহিলেন "হাঁ বাছা! এ উপায়টি বড়ই সুন্দর।" পর দিবস অপরাহ্নে গোলক হস্তে লইয়া ভোলা বলিল "হে গোলক! তুমি আমার এক চক্ষু কাণা কর।" তৎক্ষণাৎ তাহাই হইল, ভোলার এক চক্ষু কাণা হইয়া গেল এবং গোলকের গুণে প্রতিবেশী ফটিকচাঁদের দুইটি চক্ষুই একেবারে অন্ধ হইয়া গেল। হতভাগা ফটিকচাঁদ যষ্টি ধারণ করিয়া উঠিতে বসিতে লাগিল, অপরের সাহায্য ব্যতীত সে আর কোন কার্য্য করিতে পারিত না।

দুই এক দিবসের মধ্যে গ্রামের লোকেরা আসিয়া দেখিল ফটিকচাঁদ অন্ধ হইয়া গিয়াছে। ধনবান্ হইয়া ফটিকচাঁদ অনেকের উপকার করিত, সুতরাং সকল লোকই তাহার শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল। তাহারা অনুসন্ধান দ্বারা ভোলারামের কৌশল বুঝিতে পারিয়া তাহাকে, তাহার মাতাকে ও তাহার স্ত্রীকে ধরিয়া লইয়া এক মাঠে উপস্থিত করিল এবং

তথায় লৌহশৃঙ্খল দ্বারা তাহাদের হস্ত পদ বন্ধন করিয়া এক পর্ব্বতের গুহার মধ্যে তাহাদিগকে ফেলিয়া দিল। দুই এক দিনের মধ্যে গুহার অভ্যন্তরে তাহাদের মৃত্যু হইল। ঐ গুহার দ্বারদেশের উপরে গ্রামের লোকেরা বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া রাখিল—

"অসার সংসার হতো সুখের বারিধি।
হিংসা ও বিদ্বেষ বিষ না থাকিত যদি।"

সেই গ্রামের বিদ্যালয়ের ছোট ছোট বালকবালিকাগণও তথায় উপস্থিত ছিল। তাহারাও তোলার ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিয়া বুঝিল, খলের প্রবৃত্তি, প্রকৃতি ও পরিণাম এইরূপ!! তাহারা করতালি দিয়া গাহিতে লাগিল—

"উহ আর ইঁদুরের দেখ ব্যবহার।
যাহা পায় তাহা কেটে করে ছারখার॥
কাঠ কাটে, বস্ত্র কাটে, কাটে সমুদয়।
সুচারু সোণার দ্রব্য কেটে করে ক্ষয়॥
খলের স্বভাব জেনো এইরূপ ভাই।
ইহলোকে পরলোকে কভু শান্তি নাই॥"

মাটির পুতুল।

মাটীর পুতুল আমি
তোমার হাতেতে গড়া,
তোমারি খেলানা, নাথ!
তোমারি বসন পরা।
সকলি তোমার দেওয়া,
প্রেমময়! দয়াময়!
আমারে ভাঙ্গিয়া দিও
যখনি বাসনা হয়।
আমি কে?—তোমারি দাস,
তোমারি চরণধূলি,
তোমারি মুখেতে বলি
তোমারি শিখান বুলি,
তোমারি সকল প্রভো!
প্রেমময়! দয়াময়!
আমারে ভাঙ্গিয়া দিও
যখনি বাসনা হয়।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

প্রাণ।

প্রাণ:—
নহেত আপনার,
লভিতে সুধাধার,
গাহিতে জীবনের
গান!
প্রাণ:—
এ শুধু পর তরে
বিকা'তে আপনারে
হরষে দিতেবলি-
দান।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

(১৯১১ সালের পুরস্কার-প্রাপ্ত রচনা)

বর্ত্তমান সমাজের উপযোগী স্ত্রী-শিক্ষার বিষয়সমূহ।

শিক্ষার উদ্দেশ্য চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন। উচ্চ মনোবৃত্তি সকলকে অনুশীলন দ্বারা স্ফূরিত হইতে দেওয়ার নাম শিক্ষা। মানবজীবনের পূর্ণরূপে স্বার্থকতা সম্পাদনের জন্ম শিক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন। শিক্ষার প্রভাবেই মানব উন্নতি ও শ্রেষ্ঠতা লাভ করে।

স্ত্রীশিক্ষা ভারতে অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত আছে। বৈদিক যুগেও বিদুষী ভারতমহিলার অভাব ছিল না। গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলা প্রভৃতি বিদুষী আর্য্যনারীর নাম এখনও আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়। নানাবিধ রাষ্ট্রীয় ও সমাজিক বিপর্য্যয় ও প্রতিকূলতা বশতঃ ভারতসন্তান বহুকাল হইতে উচ্চ আদর্শ বিস্মৃত হইয়াছিল। তাহাদের স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিবার শক্তিও লুপ্ত হইয়াছিল, তাহার ফলে দেশে স্ত্রীশিক্ষারও বিলোপ হইয়াছিল। এক্ষণে স্ত্রী-শিক্ষার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা ভারতের সকল প্রদেশের সকল সমাজের নরনারীই উপলব্ধি করিতেছেন।

স্ত্রীলোকের শিক্ষাপ্রণালী পুরুষগণের সহিত সমান হওয়া উচিত কি না, সে বিষয়ে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। মানসিক বৃত্তি ও হৃদয়ের ভাবসমূহের প্রকার ও পরিমাণ সম্বন্ধে নরনারীর প্রকৃতিতে যে স্বাভাবিক বিভিন্নতা আছে, তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই বিভিন্নতা থাকাতেই নরনারীর পাঠ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়ও তাঁহাদের মতে ভিন্ন প্রকার হওয়া আবশ্যক।

যাহাতে নারীজাতির হৃদয়ের প্রকৃতিগত সৌন্দর্য্য ও কোমল স্বভাব সুন্দররূপে বিকশিত হয়, সেইরূপ শিক্ষাই তাঁহারা নারীজাতির উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন।

তাঁহাদের মতে গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি নীরস কঠোর শাস্ত্রের চর্চ্চা মহিলাগণের কোমল ভাব বিদূরিত করিয়া হৃদয়কে কঠিন ও নীরস করিয়া তুলিবে। কিন্তু কঠোর বিজ্ঞানাদি আলোচনা করিলে কাব্যালোচনার ন্যায় তৃপ্তি ও আনন্দলাভ হইবে না বলিয়া যে ইহা স্ত্রীলোকের আলোচনার অনুপযোগী, তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে না। কাব্যালোচনায় যে আনন্দ, তৃপ্তি ও শিক্ষা, ইহাতে তাহা ভিন্নভাবে ও ভিন্নরূপে লাভ হইবে মাত্র। দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি সর্ব্বজনীন শাস্ত্র সকল নরনারী উভয়কেই শুভ ফল প্রদান করে।

প্রত্যেক শাস্ত্রই কোন না কোন মানসিক শক্তি বর্দ্ধিত বা মার্জ্জিত করিবার উপযোগী। প্রাকৃত-বিজ্ঞান পর্য্যালোচনা-

শক্তি বৃদ্ধি করে, এবং প্রকৃতরূপে পদার্থের শ্রেণী ও উপাদান বিভাগ করিতে, ও পদার্থ সম্বন্ধে সাধারণ মীমাংসা বিশেষরূপে অবধারণ করিতে সাহায্য করে। গণিত সূক্ষ্ম বিষয় বিচার করিবার শক্তি উদ্দীপ্ত করে ও দৃঢ় মনঃসংযোগ, ভ্রম অনুসন্ধিৎসা, আত্মনির্ভরতা প্রভৃতি আনয়ন করে। ন্যায় ও দর্শন কার্য্য কারণের সম্বন্ধ, অভ্রান্ত তর্ক শক্তি, এবং জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ জ্ঞাত হইবার শক্তি জাগ্রত করে। সর্ব্ব প্রকার জ্ঞানের চর্চ্চা ব্যতীত জ্ঞান-বৃত্তির পুষ্টি সম্পূর্ণরূপে সাধিত হয় না। জগতে শিক্ষণীয় বিষয় অসংখ্য। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী উষাপ্রভা দেবী,
মুর্শিদিয়া।

প্রার্থনা।

কে দিল এ সুখরাশি জীবনে আমার ?
আমারি সুখের তরে,
কে গো সে এমন করে
সঞ্চিয়া রেখেছে স্নেহ স্বরগ সুধায়।
বিপদে পতিত হলে,
কে আর সান্ত্বনা বোলে
বুঝায়, মুছায় মোর নয়নধারায়।
অশান্তির ছায়া কালো,
ছাইলে মনের আলো,
কে দেখায় দীপ্ত জ্যোতি শান্তির ছায়ায় ?
সতত এ প্রাণ মম,
অধীর তরঙ্গ সম,
কে সে স্থির রাখে তারে বিশ্বাসপ্রভায় ?
অবিশ্বাসী দুরবলে,
কে হেন বিশ্বাসবলে
বাঁধিয়া রেখেছে সদা আপন মায়ায় ?
তোমার মধুর নামে,
কি হিল্লোল বহে প্রাণে ?
কোথা জগদীশ, দেখা দাও গো আমায়,
চরণে শরণ দাও এ দীন জনায়।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

শ্রীমন্ত-কাহিনী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীমন সহিষ্ণুতার সহিত এতক্ষণ পিতার উপদেশ শুনিতেছিলেন। পরিশেষে নম্রভাবে বলিলেন, "রাজন্, আপনি যাহা বলিলেন, তাহা ভাল কি মন্দ বিচার করিবার বুদ্ধি যেন আমার কখনও না হয়। তবে আমার যাহা বলিবার আছে, শ্রবণ করুন এবং তাহার মধ্যে সদ্বুদ্ধি আছে কিনা বিচার করিয়া দেখুন। প্রজাদের মনের ভাব বুঝিবার সুযোগ আপনার অপেক্ষা আমার অধিক আছে।

কারণ, রাজ-সিংহাসনের নিকটে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সাধারণের মতামত ভয়ে স্তব্ধ হইয়া যায়। আমি জানি, এই কুমারীর প্রাণদণ্ডের আদেশবিধানে প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষানল প্রধূমিত হইতেছে। এই তরুণ বয়সে এমন তেজস্বী নির্ভীক, এমন স্নেহকোমল মহৎ হৃদয়ের মৃত্যুর এই নিষ্ঠুর আদেশে প্রত্যেক প্রজার হৃদয় করুণা ও দুঃখে বিগলিত হইয়া যাইতেছে। আপনার বিরুদ্ধে যে ঝঞ্ঝামেঘ পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিতেছে, তাহার জন্য সাবধান হউন। সময় থাকিতে এ শক্তির নিকটে অবনত হউন, অন্যথা ইহা দ্বারা বিপর্য্যস্ত হইতে হইবে। যিনি কেবলমাত্র নিজেকে সকল শক্তি ও জ্ঞানের অধিকারী বলিয়া মনে করেন, তাঁহার বিজ্ঞতার প্রশংসা করা যায় না।"

একজন সভাসদ্ বলিলেন, "মহারাজ, আমার বোধ হয় যুবরাজের বাক্য অনুধাবন-যোগ্য।" কিন্তু এই ক্রূর প্রকৃতি নরপতির অন্তর বাধাপ্রাপ্তির প্রথম আভাসেই অগ্নিস্ফু হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক কষ্টে ধৈর্য্য রক্ষা করিয়া তিনি এতক্ষণ পর্য্যন্ত পুত্রের বাক্য শ্রবণ করিতেছিলেন। এক্ষণে বলিয়া উঠিলেন—"এই বয়সেও কি আমাকে তোমার ন্যায় বালকের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে?"

হীমন বলিলেন, "বৃদ্ধেরাও সময় সময় বালকের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিতে পারেন।"

রাজা বলিলেন,—"অবাধ্যতার শিক্ষা, বোধ হয়?"

"না, ধর্ম্মনীতির শিক্ষা।"

"বিদ্রোহীর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা কি ধর্ম্মনীতিসঙ্গত?"

"থীবস্‌বাসী তাঁহাকে অন্য নামে অভিহিত করিতেছেন।"

"আমি থীবসের আইনসঙ্গত রাজা। আমার উপরেও কি থীবস্‌বাসী আইন প্রচলন করিবে?"

"না—আপনি শিশুর ন্যায় কথা বলিতেছেন!"

"আমি রাজা। আমার ইচ্ছাই প্রজার আইন।"

"তাহা হইলে মনুষ্যশূন্য কোন মরুরাজ্যের সন্ধান করিয়া লউন। সেই স্থানে আপনি একাকী রাজত্ব করিবেন।"

বাক্য ক্রমেই উচ্চ, ও তর্ক ক্রমেই উষ্ণ হইয়া উঠিতে'ছল। অস্ত্রের উপর অস্ত্রাঘাতের ন্যায় শ্লেষবাণীর উপর শ্লেষবাণীর ঘাতপ্রতিঘাত বর্ষণ হইতেছিল। অবশেষে হীমন বুঝিলেন, পিতার মত অপরিবর্ত্তনীয়। নৈরাশ্যের সহিত তিনি বলিলেন,—"তাহা হইলে তাহার মৃত্যুই হইবে!—কিন্তু একাকী সে মরিবে না!"

এই বাক্য শ্রবণে ক্রেওন ক্রোধান্ধ হইয়া আন্টিগোনিকে কারাকক্ষ হইতে পুনরায় রাজসভায় আনয়ন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। তাহার পর কঠোর স্বরে কহিলেন—"এই মুহূর্ত্তে, এই স্থানে তাহার প্রেমাস্পদের পার্শ্বে তাহার মৃত্যু হইবে!"

হীমন বলিলেন,—"না—কখনই না—আমার সমক্ষে তাহার মৃত্যু হইবে না। আমার মুখও আপনি আর দেখিতে পাইবেন না।" এই বলিয়া যুবক দ্রুতপদে সভাগৃহ হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

একজন সভাসদ্ বলিলেন,—"রাজন্, এই যুবক অনর্থপাত করিবে বোধ হইতেছে।"

রাজা বলিলেন,—"যাহা ইচ্ছা তাহাই করুক—এই কুমারীদিগকে সে রক্ষা করিতে পারিবে না।"

আর এক ব্যক্তি কহিলেন—"সত্য সত্যই কি আপনি ইহাদের দুইজনকে হত্যা করিবেন মনঃস্থ করিয়াছেন?" বহুকণ্ঠ হইতে স্মিনির জীবনরক্ষার জন্য কাতর প্রার্থনাধ্বনি উত্থিত হইল। ক্ষণিক আপত্তির পর ক্রেওন প্রজাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন? কোন্ উপায়ে আণ্টিগোনির মৃত্যু হইবে, এই প্রশ্নের উত্তরে রাজা বলিলেন,—"যৎ-সামান্য আহার্য্য সহ নির্জ্জন শৈলকক্ষে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইবে। সে স্থান হইতে তাহার প্রার্থনার ফলে কোন দেবশক্তি তাহাকে উদ্ধার করিতে পারে তো করুক। তখন এই বালিকা বুঝিবে যে, মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে কোন ফল নাই।"

রাজকুমারীর আগমন প্রতীক্ষায় রাজ-প্রাসাদের বাহিরে জনতা হইয়াছিল। সশস্ত্র প্রহরীর সহিত আণ্টিগোনি অবিলম্বে আনীত হইলেন। এই শোভনা তরুণীর কমনীয় কণ্ঠের জন্য মৃত্যুর বরমাল্য সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। রাজার আদেশ হইয়াছে, সুতরাং তাহাকে মরিতেই হইবে। এই করুণ দৃশ্য দর্শনে কঠিনতম হৃদয়ও ক্রন্দন করিয়া উঠিল। এইরূপ সমবেদনার উষ্ণস্পর্শে রাজকুমারীর অদম্য হৃদয় বিগলিত হইল, তাঁহার চক্ষুপল্লব অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিল।

কিন্তু ক্রেওনকে দেখিবামাত্রই সকল দুর্ব্বলতা দূর হইয়া গেল, রাজকুমারী আবার কঠিন হইয়া উঠিলেন। ক্রেওন বলিলেন "অশ্রুবর্ষণ যথেষ্ট হইয়াছে, এখন ইহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে ইহাকে লইয়া যাও, সেখানে বিলাপ করিবার যথেষ্ট অবসর হইবে"।

আণ্টিগোনি দীপ্তচক্ষে আপনার শেষ বাক্য বলিয়া লইলেন,—"যাহাদের জন্য আমার এই জীবন বিসর্জ্জন করিলাম, আমি আমার সেই আপনার জনদেরই নিকটে যাইতেছি। এখানে যে সান্ত্বনা পাইলাম না, তাহা আমি তাঁহাদের নিকটে পাইব। আমার একমাত্র অপরাধ আমার অত্যধিক ভালবাসা। তাহারই জন্য আমার আজ এই অবস্থা। মৃত্যুর দ্বার উত্তীর্ণ হইয়া গেলে দেবতার সমক্ষে আমি সমস্তই স্বীকার করিব। তাঁহার বিচারে দোষ যদি অপর পক্ষের বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইলে তাহার অবস্থা যেন আমারই ন্যায় হয়।"

এই অভিসম্পাতবাক্য উচ্চারণ করিয়া গর্ব্বিতা যুবতী তাঁহার জীবন্ত-সমাধির উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

ক্রেওনের ইচ্ছা পূর্ণ হইল। তাঁহাকে বাধা দিবার আর কেহই নাই। তাঁহার আদেশ পালিত হইতে চলিয়াছে। হৃদয়ের অদম্য বেগ এখন শান্ত হইয়া আসিয়াছে, বিবেকের মৃত ধিক্কারধ্বনি এখন সে স্থানে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। এই ক্ষীণ বিবেক-বাণীর তিক্ত তিরস্কারকে স্তব্ধ করিয়া দিবার আশায় তিনি রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। সভাস্থ সকলের মুখে অসন্তোষ ও উদ্বেগের অন্ধকার। রাজার মনেও আসন্ন বিপদের অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কার ভাব দৃষ্ট হইল।

অবশেষে তিনি "রাজার স্বর্গীয় অধিকার" সম্বন্ধে আপনার বাগ্মিতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে পরিচারক আসিয়া সংবাদ দিল, থীবসের অন্ধ ঋষি টাইরেসিয়াস দ্বারে সমাগত। সসম্মানে তাঁহাকে লইয়া আসিতে আদেশ করিয়া রাজা স্বয়ং তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, —"আর্য্য! কি সংবাদ লইয়া অদ্য আগমন করিয়াছেন?"

বার্দ্ধক্যকম্পিতকণ্ঠে ঋষি বলিলেন,— "বৎস, তোমার পক্ষে দুঃসংবাদ। আমি দেখিতেছি, দেবরোষ তোমার বিরুদ্ধে পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিয়াছে। পলাইনিসাসের মৃতদেহ সংকার অভাবে পড়িয়া আছে, তাহাতে দেবগণ রুষ্ট হইয়াছেন। সময় থাকিতে সাবধান হও। মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর—দেবতারা তুষ্ট হইবেন।"

গর্ব্বান্ধ ক্রেওনের চৈতন্য হইল না। তিনি মনে করিলেন, বৃদ্ধ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হইয়াছে তাহাতে যোগদান করিয়াছেন। সুতরাং তিনি বিদ্রূপবাক্যে বলিলেন "আপনি উৎকোচলব্ধ সমস্ত ধন দিয়াও পলাইনিসাসের জন্য সমাধিস্থান ক্রয় করিতে পারিবেন না। অধিকন্তু, এইরূপ অত্যধিক লোভ দ্বারা আপনি আপনাকে বিপন্ন করিয়া তুলিতে পারেন।"

এই দুঃসাহসিক বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিবর তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত রোষ এই দুর্ব্বৃত্ত নরপতির মস্তকে যেন বর্ষণ করিয়া দিতে উদ্যত হইয়া হস্তদ্বয় ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলেন। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যেই সংযত হইয়া করুণার কণ্ঠে কহিলেন—"আমি তোমার জন্য অমূল্য দান আনিয়াছিলাম—সে জ্ঞানের দান!"

ক্রেওন অবজ্ঞা করিয়া বলিলেন— "হাঁ, উত্তম দান! ইহার জন্য কত মুদ্রা আপনি পাইয়াছেন?" এই ঘৃণাসূচক বিদ্রূপে ঋষির সহিষ্ণুতার পাশ ছিন্ন হইয়া গেল। তিনি নির্ভীক কণ্ঠে বলিলেন,— "আমার বাক্য শুনিয়া রাখ,—ঐ সূর্য্য পশ্চিম গগনে অস্তমিত হইবার পূর্ব্বেই তোমার গৃহে ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইবে। তুমি জীবন্ত আত্মাকে সমাধিস্থ করিয়াছ, আর মৃত দেহ অসম্মানে পড়িয়া রহিয়াছে, তোমাকে আপন সন্তানের শোণিত দ্বারা ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। প্রতিশোধপরায়ণা নিশানন্দিনী ফিউরি সকল

এক্ষণে তোমার অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অবিলম্বে তুমি বুঝিতে পারিবে, এই বৃদ্ধের বাক্য অর্থলোভে কলঙ্কিত কিনা। এই বাক্য আমি তোঁমাকে বলিয়া যাইতেছি—ইহার তীব্রতা শীঘ্রই তোমার হৃদয় অনুভব করিবে।” অন্ধ ঋষি বালক চালকের হস্ত ধারণ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ঋষি চলিয়া যাইবার পর ক্রেওনের অপরাধপূর্ণ হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল। তাঁহার সভাসদ্গণের মুখেও তিনি ভয়ের ভীষণ ছায়া পতিত দেখিতে পাইলেন। অনুচ্চস্বরে তিনি বলিলেন,—“এ অনুরোধ রক্ষা করা কঠিন। তথাপি—আমি জানি, এই ব্যক্তির বাণী কখনও মিথ্যা হয় নাই।”

রাজাকে বিচলিত দেখিয়া প্রধান সভাসদ্গণ তাঁহাকে এখনও; সাবধান হইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অপরাধীর ভীরু হৃদয় এখন সহজেই সম্মত হইল। ভয়ব্যাকুল কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—“এখন আপনারা আমাকে কি করিতে পরামর্শ দেন?” তাঁহারা সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন “আপনি শীঘ্র কুমারীকে মুক্তিদান করুন এবং পলাই-নিসাসের শবদেহের সৎকার করুন।” “আচ্ছা, তাহাই হইবে” বলিয়া ক্রেওন শীঘ্র এই দুই অনুষ্ঠান সম্পাদন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

পশু পক্ষী কর্ত্তৃক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন পলাইনিসাসের দেহ সযত্নে সংগ্রহ করিয়া যথারীতি সৎকার করা হইল। তাহার পর অস্থিভস্ম সমাধিস্তম্ভের মধ্যে স্থাপন করিয়া ক্রেওন ত্বরিতপদে আন্টিগোনির কারাভি-মুখে গমন করিলেন। দূর হইতেই তিনি দেখিতে পাইলেন পর্ব্বতমুখের প্রস্তরখণ্ড কে অপসারিত করিয়াছে এবং ভিতর হইতে পুরুষকণ্ঠের মর্ম্মভেদী আর্ত্ত-নাদ উত্থিত হইতেছে। “এ আমার পুত্রের কণ্ঠস্বর!” বলিয়া ক্রেওন ক্ষিপ্তের ন্যায় ধাবিত হইলেন। হতভাগা পিতার জন্য কি মর্ম্মান্তিক দৃশ্য অপেক্ষা করিতেছিল! তিনি দেখিলেন, আন্টিগোনির প্রাণশূন্য দেহ বক্ষে ধারণ করিয়া হীমন তন্মধ্যে দণ্ডায়মান, তাহার ভগ্নহৃদয়ের আর্ত্তনাদে পর্ব্বতগুহা প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আন্টিগোনির কণ্ঠদেশে তখনও বস্ত্রগ্রন্থি জড়িত।

ভগ্নকণ্ঠে ক্রেওন বলিলেন,—“হীমন!” হীমন একবার পিতার দিকে চাহিয়া দেখিলেন—সে দৃষ্টিতে বিশ্বদহন অগ্নির জ্বালা! আন্টিগোনির দেহ ভূমিতলে রাখিয়া হিমন তরবারি হস্তে উন্মত্তভাবে পিতার দিকে ধাবিত হইলেন। ভীত ক্রেওন পলায়ন করিলেন। তখন যুবক আপনার হৃদয়ে শাণিত তরবারি বিদ্ধ করিয়া দিলেন।

মরণোন্মুখ হীমনের বিবর্ণ অধর আন্টিগোনির হিমশীতল কপোল স্পর্শ করিল। চির আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া দুইটি আত্মা অনন্ত বিশ্রাম লাভ করিবার নিমিত্ত অনন্ত ধামে প্রস্থান করিল।

কম্পিত পদক্ষেপে ক্রেওন রাজপ্রাসাদে ফিরিলেন। সেখানে শুনিলেন, রাজ্ঞী

ইউরাইডিস্ আত্মবিনাশ করিয়াছেন। পুত্রের শোচনীয় মৃত্যুর কথা শুনিয়া রাজ্ঞী গৃহদেবতার বেদিতলে যে বলির ছুরিকা ছিল, তদ্দ্বারা আপন হৃদয়রক্ত দেবতাকে নিবেদন করিয়া স্বামীকে অভিসম্পাত করিতে করিতে শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছেন।

শ্রীনির্ঝরিণী ঘোষ।

মহাজন বাক্য।

প্রকৃত লাভ।

একজন ক্রমাগত ধনোপার্জ্জন করিতেছে, তথাপি তাহার কিছু নাই, অন্য একজন দরিদ্র হইয়াও মহাধনে ধনী। অনেক পাপিষ্ঠের অতুল ঐশ্বর্য্যের অপেক্ষা ধার্ম্মিকের অল্প ধন অধিক মূল্যবান্।

একজন ক্রমাগত বিতরণ করিতেছে, আর তাহার ধন বৃদ্ধি হইতেছে, আর এক জন কাহাকেও কিছু দেয় না, অথচ সে ক্রমে দরিদ্র হইয়া যাইতেছে।

অন্যায় করিয়া অধিক বিত্ত উপার্জ্জন অপেক্ষা ন্যায়পূর্ব্বক উপার্জ্জিত অল্প বিত্তও ভাল।

তোমার ধন স্বর্গেতে সঞ্চয় করিয়া রাখ, সেখানে মরীচাও ধরিবে না, চোরেও চুরি করিতে পারিবে না, কারণ যেখানেই তোমার ধন, সেখানেই তোমার মন থাকিবে।

আমরা এই পৃথিবীতে কোন ধন লইয়া আসি নাই এবং এখান হইতে কোন ধন লইয়াও যাইব না।

ধর্ম্মই একমাত্র ধন, উহা অনন্ত পথের সম্বল হইবে।

ঈশ্বরের গৌরব ও আত্মার কল্যাণের জন্য তুমি যে ধন নিয়োগ কর, তাহাই স্বর্গে সঞ্চিত হইয়া থাকে এবং তাহাই তোমার।

পবিত্র অন্তরে ও অনুরাগের সহিত এক-জন আর এক জনকে ভালবাসিবে।

প্রীতি যেন অকপট হয়, ভ্রাতৃপ্রেমে পরস্পরের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে, আপনার অপেক্ষা অপরকে অধিক সম্মান করিবে।

প্রীতি ভার বোধ করে না, কষ্ট অনুভব করে না, সাধ্যাতীত বিষয়ের জন্য চেষ্টা করে, অসম্ভব বলিয়া কোন বিষয়ে কোন আপত্তি করে না, কারণ যাহা কিছু কল্যাণকর, তাহাই সে অবশ্য কর্ত্তব্য ও সম্ভব বলিয়া মনে করে।

যে ব্যক্তি মুখে বলে ঈশ্বরকে ভাল বাসি, এবং ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, সে মিথ্যাবাদী ; কারণ যে দৃশ্যমান ভ্রাতাকে ভাল বাসে না, সে অদৃশ্য ঈশ্বরকে কিরূপে ভাল বাসিবে?

ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ। তিনি আমাদিগকে আগে ভাল বাসিয়াছেন, তবে আমরা তাঁহাকে ভাল বাসি। যে ঈশ্বরকে ভালবাসে, সে তাঁহার সৃষ্ট জীবগণকেও ভাল বাসিয়া থাকে।

প্রীতি কার্য্যতৎপর, অকপট, কোমল, সুখকর এবং প্রিয়দর্শন। ইহা সাহসী, ধৈর্য্যশীল, পরিণামদর্শী, কষ্টসহিষ্ণু, নির্ভয় এবং স্বার্থশূন্য।

তোমরা প্রাচীন উপদেশ শুনিয়াছ—প্রতিবেশীকে ভাল বাসিবে ও শত্রুকে ঘৃণা করিবে। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, শত্রুগণকে প্রীতিকর, যাহারা অভিসম্পাত করে, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর, যাহারা ঘৃণা করে, তাহাদিগের মঙ্গল প্রার্থনা কর এবং যাহারা তোমার প্রতি দুর্ব্যবহার করে ও তোমাকে উৎপীড়ন করে, ঈশ্বরের নিকট তাহাদিগেরও মঙ্গল প্রার্থনা কর।

সরলতা।

সরলতা ও পবিত্রতা দুইটী স্বর্গীয় পক্ষ, এতদ্দ্বারা মনুষ্য পৃথিবী হইতে স্বর্গে উড্ডীন হইয়া থাকে।

কেহই দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না, সংসার ও ঈশ্বর উভয়কে যুগপৎ সেবা করা অসম্ভব।

যাহারা সরল, পরমেশ্বর তাহাদিগের সঙ্গে চলেন। তিনি বিনয়ীদিগের নিকট আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন, শিশুদিগকে বুদ্ধি দেন; এবং নির্ম্মলচিত্তদিগের নিকট জ্ঞানের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন।

শিশুগণের অকালমৃত্যু এবং জননীর কর্ত্তব্য।

শিশুদিগকে অস্বাস্থ্যকর সূতিকা-গৃহ হইতে কোন প্রকারে বাঁচাইয়া তুলিতে পারিলেও উত্তম বাসস্থান এবং বিশুদ্ধ বায়ু ও পুষ্টিকর আহারের অভাবে তাহাদিগকে নানা প্রকার পীড়ার হাত হইতে রক্ষা করিতে পারা যায় না। উত্তম বাসস্থান অর্থে কেহ যেন রাজপ্রাসাদ মনে না করেন। আমাদের দেশে কৃষক ও ইতর লোকেরা পল্লীগ্রামের বিস্তীর্ণ প্রান্তরমধ্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া যে স্থানে বাস করে, তাহাকেও উত্তম বাসস্থান বলা যাইতে পারে। কেননা তাহারা ও পূর্ণমাত্রায় বিশুদ্ধ বায়ু প্রাপ্ত হয়। তাহাদের বালকবালিকাদিগের সুস্থ দেহ দেখিলেই এ বিষয়ের যথেষ্ট জ্ঞানলাভ হয়।

আমাদের মধ্যবিত্ত, এমন কি অনেক ধনী গৃহস্থেরা যেরূপ দুর্গন্ধময় ড্রেনের ধারে এবং গলির মধ্যে বাস করেন, সেরূপ দুর্গন্ধ এবং অস্বাস্থ্যকর স্থান শিশুদিগের বাসের পক্ষে নিতান্তই অনুপযোগী। জল এবং বায়ুই মনুষ্যমাত্রেরই প্রাণ, সেই বিশুদ্ধ জল ও বায়ুই আমাদের সন্তানেরা প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং বার মাস অসুখের হাত হইতেও পরিত্রাণ নাই। আজ কালের জননী অল্পশিক্ষিতা হয়েন এবং সন্তানদিগকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে চাহেন বটে, কিন্তু তাঁহারা

অনেক স্থলে পরাধীন, এজন্য তাঁহাদের পক্ষে ইহা সাধ্যাতীত। শৈশবকাল হইতে যদি শিশুদিগকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস করান যায়, তাহা হইলে অধিকাংশ রোগের হাত হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। সে বিবেচনা যে কাহারও মনে আসে না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। এ বিষয়ে পুরুষেরাও অনেক স্থলে উদাসীন।

শিশুদিগকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিলে তাহারা মনেও স্ফূর্ত্তি পায় এবং নীরোগ শরীরে দিন দিন পুষ্ট হইতে থাকে। আমাদের দেশে পুরুষেরা যে ভাবে থাকেন, বাড়ীর স্ত্রীলোক ও সন্তানদিগকেও সেই ভাবে রাখার কথা তাঁহারা মনেও করেন না। আমাদের দেশের অনেক ভদ্র পরিবারের মধ্যে বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা যেরূপ মলিন ও অপরিষ্কার বস্ত্রাদি ব্যবহার করেন এবং সন্তানদিগকেও যেরূপ অপরিষ্কার রাখেন, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, এবং মনে দুঃখ হয় যে, আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার অভাবেরই এই ফল। যেরূপ বীজ বপন করা যায়, তদ্রূপই ফল পাওয়া যায়। শৈশব অবস্থা হইতে শিশুদিগকে যদি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকা অভ্যাস করান ও শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা হইলে শিশুরা বড় হইলে কখনই অপরিষ্কার থাকিতে পারিবে না। অনেকের হয়ত ধোপার খরচ করিবার সামর্থ্য না থাকিতে পারে, কিন্তু বাজারে সাবানের অভাব নিশ্চয়ই নাই, তবে একটু কায়িক শ্রমের আবশ্যক হয় বটে। পল্লীগ্রামে দেখিয়াছি, সামান্য পয়সা খরচ করিলেই কাপড় ও বিছানা পরিষ্কার করা যাইতে পারে, কিন্তু সে বিষয়ে কাহারও লক্ষ্য নাই। নামে জননী হইয়া জননীর দায়িত্ব বুঝিয়া নামের সার্থকতা সম্পাদন না করিলে বড়ই লজ্জা ও দুঃখের বিষয়।

নারীদিগকে যে দিন হইতে জননীর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়, সেই দিন হইতে তাঁহাদের প্রত্যেকেরই আদর্শ জননী হইবার চেষ্টা করা উচিত। নিজের জীবনের সুখ স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহাদের শরীর ও মন সন্তানের কার্য্যে নিয়োগ করা উচিত। রমণী যে দিন হইতে জননী হন, সেই দিন হইতেই তাঁহার আত্মত্যাগ আরম্ভ হয়। মাতার আত্মত্যাগের কাছে ঋষিদিগের আত্মত্যাগেরও তুলনা হইতে পারে না।

যতদিন সন্তান ছোট থাকে, এবং নিজের শরীরের যত্ন সম্বন্ধে তাহার কোন রূপ জ্ঞান না হয়, ততদিন সন্তানের প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা জননীর একান্ত কর্ত্তব্য। অবস্থাপন্ন লোকের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় যে, মাতা নিজের শিশুসন্তানের সমস্ত দায়িত্ব শিশুর ধাত্রীর উপর দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন, এবং সেরূপ করার প্রত্যক্ষ কুফলও তাঁহারা অনেক সময় পাইয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাদের চৈতন্য নাই। শত দাস দাসী থাকিলেও সকল কার্য্যের ভার তাহাদের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত না থাকিয়া, সকল বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা জননীর নিতান্ত কর্ত্তব্য। সন্তানদিগের ঠিক সময়মত স্নান

ও আহার হইল কি না, তাহারা নির্ব্বিঘ্নে ও আরামে রহিল কি না, এই সকল বিষয়ের তত্ত্ব লওয়া একমাত্র জননীরই অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। অল্পবয়স্কা বালকবালিকারা নিজের হিতাহিত কিছুই বুঝে না, সেইজন্য তাহাদিগের আহারাদির দিকে বিশেষ দৃষ্টি না রাখিলে, আহারের দোষে তাহারা অনেক সময় পীড়াগ্রস্ত হয়। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, দেখা গিয়াছে অনেক জননী তৎপ্রতি আদৌ লক্ষ্য না রাখিয়া, বরং স্নেহের বশে কুপথ্য দিয়া নিজেরাই সন্তানদিগের পীড়া ও অকাল মৃত্যুর কারণ হয়েন। শিশুদিগকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিয়া, সহজে পরিপাক হয় এরূপ পুষ্টিকর আহার দিলে অনেক রোগের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

যে দেশে বিশুদ্ধ পানীয় জল পাওয়া যায় না, সেখানে পানীয় জল ফিল্টার করিয়া অথবা সিদ্ধ করিয়া ভালরূপে ছাঁকিয়া শিশুদিগকে পান করিতে দেওয়া এবং নিজেদেরও পান করা উচিত। সিদ্ধ অথবা ফিল্টার করিয়া জল পান করিতে দিলে শিশুদিগের পেটের পীড়া হইবার ভয় থাকে না। বিশেষতঃ দেশের পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি মারিভয়ের সময় ঐরূপ করিলে এই সকল রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

যে সকল জননী লেখা পড়া জানেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের একখানি করিয়া গৃহ-চিকিৎসা পুস্তক এবং এক একটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স ও এক শিশি ক্যাম্ফার সঙ্গে রাখা উচিত। ঔষধ সঙ্গে রাখিলে উহা কেবল নিজেদেরই যে কাজে লাগে তাহা নহে, উহা দ্বারা প্রতিবেশীদেরও অনেক উপকার করা যায়। অনেক সময় অসুখ হইলে ডাক্তার না ডাকিয়া নিজেদের চিকিৎসাতেই সে অসুখ আরাম করা যাইতে পারে। পল্লীগ্রামে দেখা যায় উপযুক্ত ডাক্তার অভাবে অনেক ভদ্র পরিবারকেও সময়ে সময়ে বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। যেখানে পরিবারের স্ত্রীলোকেরা বর্ণমালার "ব" ও জ্ঞাত নহেন, সে স্থলে অবশ্য বলিবার বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু এরূপ স্থলে পুরুষদিগের ঐরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত।

হিন্দুসমাজে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির প্রতি এখনও অনেক স্থলে পুরুষগণের শিথিলতা দেখা যায়। ইহার জন্য সমাজ ও জাতির যে কত অনিষ্ট হইতেছে, তাঁহারা যদ্যপি চিন্তা করিয়া দেখেন, তাহা হইলেই তাহা বুঝিতে পারেন। আজ যদি অন্য অন্য দেশের ন্যায় আমাদের প্রতি গৃহে শিক্ষিতা মাতা থাকিতেন এবং তাঁহারা নিজ নিজ কর্ত্তব্য বুঝিয়া চলিতেন, তাহা হইলে অন্য অন্য দেশ অপেক্ষা আমাদের দেশে শিশুদিগের অকাল মৃত্যু কখনই অধিক হইত না।

মাতা যতদূর সাধ্য সন্তানদিগকে নিজের বাধ্য রাখিতে চেষ্টা করিবেন। কেননা বড় হইলেও অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদিগের অনেক সময় ভাল মন্দ বিচার করিবার শক্তি থাকে না। বালকবালিকাগণকে

সর্ব্বদা কুসঙ্গ হইতে বাঁচাইয়া রাখা, এবং কোন রূপেই যেন তাহারা কুসঙ্গে মিশিতে না পায় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা মাতার অবশ্য কর্ত্তব্য। সন্তানদিগকে অল্প বয়স হইতে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়াও জননীর বিশেষ কর্ত্তব্য। শিশুগণ জননীর নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়াই চরিত্র ও জীবন গঠন করে। যেখানে সন্তান বড় হইয়া জননীর বাধ্য হইয়া চলে না, নিজের মতে কার্য্য করিয়া থাকে, আমার মনেহয় সেখানেও জননীরই দোষ। জননী যদি নিজে দৃঢ়, স্থিরবুদ্ধি, গম্ভীরপ্রকৃতি ও তেজস্বিনী হয়েন, তাহা হইলে পুত্র কন্যাদের সাধ্য কি যে তাঁহার অমতে তাঁহারা কোনও কার্য্য করিতে পারে? ঈশ্বর করুন প্রতি গৃহে যেন শিক্ষিতা জননী দেখিতে পাই, তাহা হইলে তাঁহারা জ্ঞান ও ধর্ম্মে নিজ নিজ সন্তানদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া দেশের ও আপনাদিগের উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন।

(শেষ)

শ্রীচারুমতি দেবী।

পাগল নয় কে?

পাগল নয় কে? পাগল সকলেই। পৃথিবীর কে যে পাগল নয় তাহা বুঝিতে পারি না। রাজা পাগল, প্রজা পাগল, পণ্ডিত পাগল, মূর্খ পাগল, ছরি পাগল, যদু পাগল, তাই বলি পাগল সকলেই। জগৎ যেন ঈশ্বরের একটী পাগল-গারদ, ইহাতে পাগল সকল আবদ্ধ থাকিয়া মেয়াদ অন্তে চলিয়া যায়। কে কোথায় চলিয়া যায়, কে বলিতে পারে? কেহ বলিবে স্বর্গে, কেহ বলিবে নরকে চলিয়া যায়। আমরা কেহ চক্ষে দেখি না কে কোথায় চলিয়া যায়—সকলই কল্পনার চিত্র মাত্র। তবে পণ্ডিতেরা বলেন, সকলেই কর্ম্মফল ভোগ করে, যে যেমন কর্ম্ম করে, সে সেইরূপ ফল পায়, সেই জন্য কেহ স্বর্গে, কেহ নরকে যায়।

কেহ ধর্ম্মের জন্য, কেহ অর্থের জন্য পাগল, কেহ রূপ ও সৌন্দর্য্যের জন্য, কেহ দেশভ্রমণের জন্য পাগল, কেহ সাহিত্য-চর্চ্চায়, কেহ নূতন আবিষ্কারের জন্য পাগল, কেহ সংস্কারের জন্য, কেহ রাজ-কার্য্য-পরিচালনে পাগল, কেহ সঙ্গীত-আলোচনায়, কেহ বক্তৃতার জন্য পাগল, কেহ বা সংসারের তৈল, লবণাদি সংগ্রহে পাগল—পাগল কে যে নয় বলিতে পারি না।

সকলেই, কিন্তু আশার পাগল। আশায় বুক বাঁধিয়া সকল পাগলই এই বিস্তৃত সংসার-মরুভূমে ঘুরিতেছে। কেহ হয়ত মরীচিকা ভ্রমে প্রাণ হারাইতেছে, কেহ বা সৌভাগ্যক্রমে স্বচ্ছ সলিল প্রাপ্ত হইয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে। এই অন্ধকার-

মগ্ন জগতে আশার আলোক না থাকিলে কোন৭ পাগল বাঁচিতে পারিত না।

যে বিষয়ে লোকের অধিক আসক্তি ও আগ্রহ জন্মে, যাহা প্রাপ্তির জন্য মন চঞ্চল হয়, যাহা না পাইলে মনে কষ্ট হয়, যাহা পাইবার জন্য লোকে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহার অনুসরণ করে, যাহার জন্য লোকে কত নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করে, যাহা না হইলে তাহার চলে না, যাহা পাইবার জন্য তাহার ঐকান্তিক ইচ্ছা, সেই স্পৃহনীয়, বাঞ্ছনীয় বস্তুর জন্য লোকে পাগল, তাহারই জন্য লোকে উন্মত্ত।

বুদ্ধ, চৈতন্য, খৃষ্ট, মহম্মদ, নানক, গুরুগোবিন্দ প্রভৃতি মহাত্মাগণ ধর্ম্মের জন্য পাগল ছিলেন, তাঁহাদের পীড়া হৃদয়ের, মস্তিষ্কের নয়। সে পীড়ায় কেবল তৃষ্ণা, তৃষ্ণা ভিন্ন আর কিছুই নয়। হৃদয়ের ধর্ম্মতৃষ্ণা, প্রাণের জ্ঞান-তৃষ্ণা যতদিন না পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, ততদিন তাঁহারা ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া বিব্রত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মই তাঁহাদিগের জীবন, প্রাণ, সর্ব্বস্ব ধন। সেই ধর্ম্মের জন্য তাঁহারা সাধারণ লোকের নিকট কত না লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা স্ব স্ব জীবন বলিদান দিতে কুণ্ঠিত বা ভীত ছিলেন না। তাঁহারা এক একটী সম্প্রদায়ের নেতা হইয়াছিলেন। সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে ভক্তি শ্রদ্ধায়, পুষ্প চন্দনে পূজা করিত। তাহাদিগকে লইয়া তাঁহারা দিবারাত্রি ধর্ম্মালোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন, এমন কি আত্মবিস্মৃত হইয়া আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইতেন। মোক্ষ বা পরাশান্তি তাঁহাদিগের ধর্ম্মাকাশের ধ্রুব-তারা, তাহাই লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা গন্তব্য পথে গমন করিতেন। জীবের হিতসাধন, মানবের পরিত্রাণ তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল। দয়া, মায়া, স্নেহাদি ঔষধ সকল তাঁহাদিগের হৃদয়রূপ ঔষধালয়ে সর্ব্বদা থাকিত, তদ্দ্বারা তাঁহারা আশ্রিত-দিগের রোগের প্রতিকার করিতেন। ধর্ম্মই তাঁহাদিগের সর্ব্ব প্রধান উপাদান, তদ্দ্বারা তাঁহারা পাপ ব্যাধির শান্তি করিতেন। তাঁহারা দেশবিজয়ী যোদ্ধা ছিলেন না, কিন্তু আত্মজিৎ মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহারা পরের হৃদয় জয় করিয়া তাহাতে প্রেমের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। চরিত্রবলই তাঁহাদিগের প্রধান বল ছিল। সেই বলে বলীয়ান্ হইয়া তাঁহারা জগতের হিত-সাধনে মাতিয়াছিলেন।

ইউরোপ ও আমেরিকায় ধর্ম্মের জন্য লোকে কি না করিয়াছে? লুথারের ধর্ম্মপ্রচারে কত লোক উত্তেজিত হইয়া কত অসাধারণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে। লুথারীয় আন্দোলনে কত লোক অনন্ত অনলে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে ইউরোপীয় ধর্ম্ম-সম্রাট পোপের অনুগ্রহ লাভ করিবার জন্য কত লোক উন্মত্ত-প্রায় হইয়া কত অমানুষিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী

তুর্কদিগের হস্ত হইতে খৃষ্টের সমাধিস্থান পবিত্র জরুজেলাম নগর উদ্ধার করিবার জন্য খৃষ্টীয় সমাজ ক্রুজেড্ বা ধর্ম্মযুদ্ধে কত না উন্মত্ত হইয়াছিল? ধর্ম্মদ্বেষী আউরংজেব ও কালাপাহাড় হিন্দুদিগের উপর কি না অত্যাচার করিয়াছে? ধর্ম্ম-বিদ্বেষই তাহাদিগকে পাগল করিয়াছিল। থিওডর পার্কার ও চ্যানিং প্রভৃতি ধর্ম্মাত্মাগণ ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা কত শত লোককে উন্মত্ত করিয়াছেন। ধর্ম্মোন্মত্ত কত শত লোক স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, অতুল ঐশ্বর্য্য এবং সোণার সংসার পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিয়াছেন। তাঁহারা লোকালয়ে আর ফিরিয়া আসেন নাই, ভূধর কন্দরে বাস করিয়া, নির্জ্জন প্রদেশে থাকিয়া সেই চিন্ময় পরমাত্মার ধ্যানে জীবন যাপন করিয়াছেন। তাঁহারা পাগল নহেন তো কি? তাঁহারা পাগলই বটে, কিন্তু অতি উচ্চ অঙ্গের পাগল। তাঁহারা সেই ত্রিভুবন-পরিপালক ভুবনেশ্বরের চিন্তামদে মত্ত হইয়া তাঁহাকেই লইয়া থাকিতেন। তাঁহারা ধর্ম্ম-সুধায় পাগল, সাধারণ শ্রেণীর পাগল নহেন।

যাহারা অর্থ লইয়া পাগল, তাহারা এক অদ্ভুত জীব। ইহাদিগের অর্থ থাকিলেও অসুখ, না থাকিলেও অসুখ। থাকিলে রক্ষণাবেক্ষণে বংশোন্নতি কষ্ট, সর্ব্বদাই বৃশ্চিক দংশন, না থাকিলে তো কষ্ট আছেই। অর্থপিপাসায় পাগল যাহারা, তাহারা কি না করিতেছে? জগতে তাহাদের অসাধ্য কিছুই নাই, অর্থের জন্য তাহারা সকলই করিতে পারে। পরস্বাপহরণ, পরপীড়ন, নরহত্যা প্রভৃতি অতি নিকৃষ্ট ও জঘন্য কার্য্যেও তাহারা পশ্চাৎপদ নহে।

যাঁহারা বাণিজ্য ধনোপার্জ্জনের প্রশস্ত পথ মনে করিয়া সেই পথ অবলম্বন করেন, তাঁহারা কি ধনের জন্য পাগল নহেন? রাত্রি নাই, দিন নাই, ঝড় নাই, বৃষ্টি নাই, শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, হিম নাই, স্থানের দূরত্ব বা নৈকট্য নাই, সুপথ কুপথ নাই, সকল সময়ে সকল স্থানে এবং সকল অবস্থায় তাঁহারা কি ধনের জন্য বিব্রত নহেন? তাঁহারা কি ধনের জন্য লালায়িত ও পাগল নহেন? কে বলিবে যে তাঁহারা পাগল নহেন? অতি সামান্য-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিকেও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহারা বাস্তবিকই ধনের জন্য পাগল, পাগল ভিন্ন আর কিছুই নহেন। আহার নাই, নিদ্রা নাই, শারীরিক সুখ দুঃখে ভ্রূক্ষেপ নাই, ধনোপার্জ্জনই তাঁহাদিগের প্রধান কার্য্য। ধনোপার্জ্জনার্থ তাঁহারা সমস্ত কষ্টের বোঝা বহন করিয়া থাকেন। ধনলাভেই তাঁহাদিগের ক্ষণিক সাংসারিক সুখ। ইঁহারা পর্ব্বতপ্রমাণ বীচিবিক্ষুব্ধ সাগরবক্ষ বিদারণ করিয়া তরণীমালা নানা স্থানে প্রেরণ করিয়া, এক দেশের পণ্য অপর দেশে লইয়া যাইতেছেন, কত বিদেশীয়ের সহিত সখ্যভাব স্থাপন করিতেছেন। তাঁহারা কত সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় করিতেছেন, কত লাভ লোকসানের হিসাব করিতেছেন। যিনি ভাগ্যবান্ হইয়া লাভের ভাগী হইতে পারিতেছেন, তিনি

লক্ষীর বরপুত্র হইয়া তাঁহার অঙ্কশায়ী হইতেছেন। যিনি তাহা না পারিতেছেন, তিনি নৈরাশ্যের অতল কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে জীবন যাপন করিতেছেন। ব্যবসায়ের লাভালাভই তাঁহাদিগের জীবনকাটি ও মরণকাটি—ইহাতেই তাঁহারা বাঁচিয়া থাকেন বা মরিয়া যান।

যাঁহারা অর্থের নিমিত্ত দাসত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারাও কি পাগল নহেন? তাঁহারা স্ব স্ব পদোন্নতির জন্য কি না করিতেছেন? কত সময়ে উপরিস্থ ব্যক্তির তোষামোদ বা নিম্নতনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিতেছেন, পরের অপকার করিয়া আপনার হিত সাধন করিতেছেন। আপন আপন পদোন্নতির জন্য তাঁহারা পাগল।

যাঁহারা রূপ লইয়া পাগল, তাঁহারা রূপতৃষ্ণার অধীর হইয়া নানাপ্রকারে জগতের অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন? রামায়ণে কথিত রাম রাবণের যুদ্ধ, সেই রূপ-তৃষ্ণা, সেই রূপ-লালসার ফল। সেই যুদ্ধে কত শত বীর জীবন বিসর্জ্জন দিয়া অনন্ত কালস্রোতে মিশিয়া গিয়াছে, কত রমণী পতিবিরহে জীবন-পাত করিয়াছে, কত জননী পুত্রবিয়োগে, শোকে, তাপে, দুঃখে ইহ ধাম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাদিগের রোদনধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ হইয়াছে। আবার রাবণের সেই জঘন্য রূপতৃষ্ণা না জন্মিলে রামায়ণের সৃষ্টি হইত না, বাল্মীকির কবি-কল্পনার এত গৌরব হইত না, রামায়ণ লোক-শিক্ষা-প্রদ বলিয়া লোকসমাজে এত আদৃত ও গৌরবান্বিত হইত না। পারিস জগদ্বিখ্যাত হেলেনের রূপে মুগ্ধ না হইলে আজ ট্রোজেন যুদ্ধের কাহিনী আমরা শুনিতে পাইতাম না, ইতিহাসের পত্রসমূহ সেই যুদ্ধের বিবরণে পূর্ণ হইয়া লোকশিক্ষাপ্রদানের উপযোগী হইত না। ভুবনমোহিনী মিসরেশ্বরী ক্লিওপেট্রার রূপসাগরে বীরপুঙ্গব আণ্টোনিও ও সিজর ঝাঁপ দিয়া রণকৌশল ও বীরধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা কে না জানে? রোমিও জুলিয়েটের জন্য একেবারে উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইয়াছিলেন, কে না জানে? ওথেলো ডেস্‌ডেমোনার জন্য উন্মত্ত হইয়াছিলেন, কেনা জানে? সম্রাট জাহাঙ্গির অলৌকিক-রূপলাবণ্যসম্পন্না নুরজাহানের জন্য পাগল হইয়া শের আফ্‌গানকে হত্যা করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কে না জানে? বৃক্ষের অন্তরাল হইতে মুনিকন্যার রূপ-লাবণ্য দর্শন করিয়া কে চমৎকৃত হইয়াছিলেন? শকুন্তলাকে আলবালে জল সেবন করিতে ও মৃগশিশুকে আহার করাইতে দেখিয়া কে মোহিত হইয়াছিলেন? রাজা দুষ্মন্ত না? আবার রাজার বিরহে শকুন্তলা কি কাতরা হন নাই? উভয়ে উভয়ের জন্য পাগল। তাঁহাদিগের সেই প্রেমোন্মত্ততার ক্রমবিকাশের জন্য আজ আমরা অমর কবি কালিদাসের জগদ্বিখ্যাত শকুন্তলার আদর এত করিয়া থাকি, ইহার জন্য আজ কালিদাসের উচ্চ কবিত্বশক্তি ধরাতলে

তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। বিদ্যা ও সুন্দরের পাগলামি কে না জানে? রায়-গুণাকর ভারতচন্দ্র তাহা "বিদ্যাসুন্দরে" বিশেষ ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। চিতোর-রাজপত্নী পদ্মিনীর রূপে যদ্যপি আলাউদ্দিন আকৃষ্ট না হইতেন, ইতিহাসে ও কাব্যে আজ চিতোর-বৃত্তান্ত এত জলন্ত অক্ষরে বর্ণিত হইত কি?

সৌন্দর্য্যে পাগল নহে কে? সকলেই। যাহার জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে, বিবেচনা আছে, বিবেক আছে, সেই সৌন্দর্য্যে পাগল। তুমি একটি ভাল সুন্দর ফুল দেখ, তোমার মন বিচলিত হইবে, তুমি সেই ফুলটী পাইবার জন্য ব্যস্ত হইবে, লালায়িত হইবে, তুমি পাগল নয় ত কি? ফুলের মাধুর্য্য, ফুলের সৌরভ, ফুলের পবিত্রতা, ফুলের রং, ফুলের গঠন তোমায় পাগল করিয়া তুলিবে। সেই অনন্ত মহিমা-ন্বিত বিশ্ব-শিল্পীর কারুকার্য্য তোমায় উন্মত্ত করিবে, তুমি সেই ফুলটীর প্রতি অনুক্ষণ নিরীক্ষণ করিবে, তাহাকে সতৃষ্ণ-নয়নে দেখিবে, ও তাহাতে মজিবে। তুমি পাগল নও, তবে কি? তুমি তখন তোমার ভাব-স্রোতকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, সে তোমাকে একেবারে টানিয়া লইয়া সেই বিশ্বনিয়ন্তার চরণতলে ফেলিবে, তুমি তাঁহার অপূর্ব্ব জ্ঞানকৌশল ভাবিয়া মোহিত, স্তম্ভিত ও আনন্দে আপ্লুত হইবে। তাই বলি, তুমি পাগল নও ত কি?

উপরে আকাশের দিকে দেখ, অনন্ত নীলিমাময় ঐ অনন্ত চন্দ্রাতপ দেখিতে পাইবে। উহাতে প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্ণে, ও সায়াহ্নে কত বিবিধপ্রকার বর্ণ উদিত হইয়া, ভাবুক দর্শকের মন প্রাণ কাড়িয়া লইতেছে। তুমি যদি ভাবুক হও, সেই সৌন্দর্য্যে পাগল হও না কি? তোমার যদি বুদ্ধি ও জ্ঞান থাকে, তুমি যদি সূক্ষ্ম-দর্শী হও, তুমি পাগল না হইয়া থাকিতে পারিবে না। তুমি যখন আকাশে চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকারাজির সৌন্দর্য্য দেখিবে, তুমি যদি ভাবুক হও, সত্য করিয়া বল দেখি, তখন তোমার মন কিরূপ হইবে? তোমার মন কি সেই বিরাট পুরুষের বিরাট কীর্ত্তির সৌন্দর্য্যমহিমায় ডুবিবে না, হাবুডুবু খাইবে না, একবারে মজিবে না? অবশ্যই মজিবে, তবে তুমি পাগল নও ত কি? তুমি নদী দেখ, গিরি দেখ, বন দেখ, সাগর দেখ, প্রকৃতিপুঞ্জের খেলা দেখ, সকল বিষয়েই অলৌকিক অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিবে। তাহাতে মজিলেই তুমি পাগল।

যাহারা দেশজয়ে পাগল, তাহারা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, দেশ দেশ করিয়া উন্মত্ত। তাহাদিগের জিগীষা-বৃত্তি এতই প্রবল যে, তাহারা অহোরাত্র সুখশান্তি বিসর্জ্জন দিয়া দেশজয়ের পন্থায় অনবরত পরিভ্রমণ করে। তাহারা সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে রণ শিক্ষা দেয়। তাহারা পরদেশ হস্তগত করিবার জন্য কত কূটনীতি অভ্যাস করে। তাহারা মনুষ্যের প্রধান ধর্ম্ম, মায়া মমতা ও দয়া দাক্ষিণ্যকে বিসর্জ্জন দিয়া

নিষ্ঠুরতাকে আলিঙ্গন করে। তাহারা শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া সমরাভিযানে প্রবৃত্ত হয়, শোণিত-নদের সৃষ্টি করিয়া দেশ ভাসাইয়া দেয়, হৃদয়-বিদারক রোদন-রোল উত্থাপিত করিয়া আকাশ ফাটাইয়া দেয় ও দুর্ভিক্ষের ভীষণ মূর্ত্তির আবির্ভাব করিয়া লোকদিগকে বিনাশ করে। তাহারা গুপ্তচর দ্বারা পর-দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা জ্ঞাত হইয়া তাহার ধ্বংসোপায় চিন্তা করে। কি করিয়া, কখন বিপক্ষদিগকে মারিতে হইবে, তাহা-দিগকে সমরে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগের দেশ কাড়িয়া লইতে হইবে, এই ভাবনার দোলায় তাহাদিগের চিত্ত সর্ব্বদাই দোদুল্যমান। আলেক্‌জেণ্ডার, সিজর, হানিবল, নেপোলিয়ন প্রভৃতি বীরগণ কি দেশ-লাভাকাঙ্ক্ষায় উন্মত্ত ছিলেন না, তাঁহারা পাগল ছিলেন না? যদি না থাকিতেন, তবে তাঁহারা দেশ দেশ করিয়া বেড়াইতেন কেন? রাশি রাশি অর্থব্যয় ও লোকক্ষয় করিয়া, সমরায়োজন করিয়াছিলেন কেন? রুধিরলোলুপ শার্দ্দূলের ন্যায় স্বজাতিহিংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কেন? এতাধিক ব্যস্ত হইয়া দেশ লইব বলিয়া উন্মত্ত হইয়াছিলেন কেন? দেশজয়েচ্ছা তাঁহা-দিগের মনের ব্যাধি। তাহাই তাঁহাদের পাগলামি।

যাঁহারা রাজকার্য্যপরিচালনে ব্যস্ত, তাঁহারাও পাগল। বিস্‌মার্ক, রুস্‌ভেল্ট, চাণক্য প্রভৃতি বিখ্যাত রাজকার্য্য-পরিচালকগণ কি কিছু কম পাগল? কি করিলে প্রজা সাধারণের মনোরঞ্জন ও সুখ সচ্ছন্দতা হইবে, কি করিলে অমুক রাজা বা জাতিকে পরাজয় করিতে পারা যাইবে, কি করিলে ধনাগারে ধনের সীমা পরিবর্দ্ধিত হইবে, ইত্যাদি চিন্তায় তাঁহারা সর্ব্বদা বিব্রত, মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহাদের চিন্তার বিরাম নাই, কেবল ভাবনা। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে ভাবনা ভিন্ন তাঁহাদিগের মনকে নিযুক্ত রাখিবার আর কিছুই নাই। ভাবনাই তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই অস্থির করিয়া রাখে। তাঁহারা স্ব স্ব কার্য্যে মত্ত থাকিয়া পাগল। (ক্রমশঃ)

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

নূতন সংবাদ।

১। দিল্লীতে ইতিমধ্যেই বৈদ্যুতিক আলোকের ব্যবস্থা হইয়াছে। কোন কোন পথে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছে। ক্রমে আরও উন্নতি হইবে।

২। কলিকাতা গোয়েন্দা বিভাগের কর্ম্মচারী পরলোকগত রায় বিনোদলাল গুপ্ত বাহাদুরের পত্নীকে গবর্মেণ্ট সম্প্রতি এক সহস্র টাকা দান করিয়াছেন।

৩। লাহোরে কুইন মেরী কলেজ নামে একটী বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ে পঞ্জাব অঞ্চলের বড় বড় রাজা মহারাজাদিগের বালিকাগণ পর্দ্দানশীনভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে।

৪। বুলগেরীয়া ও তুরস্কের মধ্যে যে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহাতে তুরস্কের পরাজয় হইতেছে। এখনও পর্য্যন্ত যুদ্ধের শেষ হয় নাই।

৫। ইংলণ্ডের সম্রাট ও সমাজ্ঞী আগামী ১৯১৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

৬। এ বারে মিঃ মোধলকার জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

৭। মিঃ টিঃ পালিত মহাশয় পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য ৭ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকায় যাহাতে ছাত্র এবং ছাত্রীদিগের বিজ্ঞান-শিক্ষার সুবিধা হয়, সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে সকল ছাত্রী বি, এস, সি, এম, এস, সি কিম্বা ডি, এস, সি, পাঠ করিবেন, ক্লাশে বা লেবরেটরীতে তাঁহাদের জন্য পৃথক বসিবার ব্যবস্থা করা হইবে। যে সকল ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই, তাঁহারা যোগ্যতা প্রদর্শন করিলে তাঁহাদের বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য অর্থ দেওয়া হইবে। মিঃ পালিতের অর্থে ছাত্র ও ছাত্রীদিগের জ্ঞান-পিপাসার বৃদ্ধি হইবে, দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে এবং দাতারও নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

৮। বরিশালের শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় তত্রত্য জলকষ্ট নিবারণের জন্য ৩০০ তিন শত টাকা দান করিয়াছেন।

বামারচনা।

ব্রত।

১

আজি হ'তে ব্রত তব করিব পালন।
যে ব্রত দিয়েছ মোরে, ত্যজিব না ভয় ক'রে,
পালিব নিয়মে তাহা যাবৎ জীবন।

২

তোমারি তো স্মৃতি ইহা বুঝেছি এখন।
অজ্ঞানের দোষচয়, কর ক্ষমা প্রেমময়!
এতদিন না বুঝিয়া রয়েছি মগন।

৩

সে ভুল গিয়েছে ভেঙ্গে চিনেছি সকল।
তুমি দেব! দয়া ক'রে, অলক্ষে থাকিও ধ'রে,
যেন তব পরশনে হৃদে পাই বল।

৪

পাপ সংসারের ছলে দেখগো আবার
নাহি ভুলি যেন ধর্ম্ম, না ভুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম,
তুমি গো জাগিয়া হৃদে থেক অনিবার;
তব দত্ত ব্রত এই জীবনের সার।

শ্রীমতীচারুশীলা দাসী।

উত্তর।*

১

মরিয়ে রমণী হবে, শুনে হাসি পায়।
রমণীর কি সুখ এত ভেবেছ ধরায়?
যাতনার নাহি লেশ, সুখের কি একশেষ,
দেখিয়াছ তুমি হায়! নারীর হৃদয়!
নারীর জীবন সুধু শান্তিসুধাময়?

২

কেন নারী হ'তে চাও ভাবিয়ে না পাই।
কি লভিবে নারী হ'য়ে তোমারে সুধাই।
মালা গাঁথা ফুল তোলা, সুধু শৈশবের খেলা,
ভকতি মমতা প্রীতি রমণী কি পায়?
অনাদরে অযতনে সবে দলে পায়।

৩

সে নারীর কি সুখ এত হায়! এ ধরায়?
বোল না ও কথা আর, শুনে হাসি পায়।
কাঁদিতে জনম যার, কোন্ সুখ বল তার?
পরমুখাপেক্ষিণী সে আজীবন ভ'রে।
রমণী গ'ড়েছে বিধি যাতনার তরে।

৪

পতিপ্রেমে-সোহাগিনী? সে সুধু স্বপন!
ফুরাবে সে স্বপ্ন, ঘুম ভাঙ্গিবে যখন।
লৌহের পিঞ্জর ফেলে, পাখী উড়ে চলে গেলে,
যেমন উপেক্ষা লভে সে শূন্য পিঞ্জর,
তথা পতিহীনা নারী ধরণী উপর,
মিছে সাধ, মিছে আশা, মিছে সব ভালবাসা,
রমণীজীবন সুধু তীব্রজ্বালাময়!
বুঝে কি পুরুষে, নারী কি যাতনা সয়?

৫

আমি সদা এই ভিক্ষা মাগি বিভুপায়।
পর জন্মে নর যেন করেন আমায়।
ক্রমে বি, এ, পাশ ক'রে, বেড়াব হরষ ভরে,
লব পরিজনভার, পালিব সবায়।
(কিন্তু) অযতনে কাহাকেও দলিব না পায়।

৬

বাহিরে যা হয় হোক, ক্ষতি কি তাহায়?
গৃহেতে সবাই রবে পদানতপ্রায়!
বুট পায়ে হাট মাথে, বেড়াব সাথীর সাথে,
থাকে যারা দিবা নিশি বিলাসে মগন।
তারা কি বুঝিতে পারে নারীর বেদন?

৭

রমণীহৃদয়জ্বালা নাহি বুঝে নর।
কি বিষে যে রমণীর দহিছে অন্তর।

---

* হৃদয়-গাথার কবির "আমি মরিয়ে রমণী হব" শীর্ষক কবিতার উত্তর—লেখিকা।

পরের প্রত্যাশা ক'রে, সদা পরমুখ চেয়ে,
বিষম যাতনারাশি সহা নাহি যায়।

(আমি) নরজন্ম মেগে লব বিধাতার পায়
শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

শ্রীরামের শূর্পণখা-প্রত্যাখ্যান।

শূর্পনখে! বৃথা তুমি আসি মোর পাশ,
হরিবারে চিত্ত মম করিছ প্রয়াস।
সীতা বিনে অন্য নারী নাহি আমি জানি,
এ রামের হৃদি-রাজ্যে সীতা রাজরাণী!!
শত চাটু বাক্যে তুমি শত ছলনায়,—
ভুলাইতে মায়াবিনি! নারিবে আমায়।
সতীত্ব বিহীনা নারী উর্ণনাভ মত,
ছল-জালে ফেলি নাশে মোহান্ধেরে যত।
মিথ্যাই তাদের সঙ্গী মিথ্যা সে কথায়,
কৃত্রিম প্রণয় কত এমনি জানায়।
বনবাসী ব্রহ্মচারী আমি গো চপলে?
মম আশা ত্যজ অয়ি! বিস্মৃতির জলে।
যাও ধনি! আছে যথা রসিক বিলাসী,
ভুলিবে দেদীপ্যমান হেরি রূপরাশি।

শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী মিত্র,
শোভাবাজার রাজবাটী।

আলো দেখাও।

বিগত বরষ হয় তবু সে আকুল বাণী
এখন ধ্বনিছে কাণে আলোড়িয়া বুকখানি।
ভীষণ দামিনী সম মেঘের সে অন্তরালে
চমকি চমকি উঠে কাঁপায় হৃদয়স্থলে।
কে যেন ব্যাকুল বেগে ডাকিয়া গো বারে বারে
"দেখাও দেখাও আলো" করিল মিনতি মোরে।
কাতর প্রার্থনা শুনি দেবলোক হতে কেহ
দীপমালা লয়ে হাতে দেখাইয়া শত স্নেহ,
সুপথ দেখায়ে তারে লয়ে গেল নিজ সাথে।
অভাগিনী পড়ে আছি করাঘাত হানি মাথে।
শরতের শুভ্র রাতে জোছনায় ভরা ধরা।
নীলিম গগনপটে তারা চন্দ্রে মনোহরা।
শেফালির সুসৌরভে আমোদিত দশ দিশি।
সমীরণ ক্রীড়া করে তরুলতা সনে মিশি।
নীরব সুষুপ্ত ধরা স্নিগ্ধ শান্ত এ সময়।
বিনিদ্র নয়ন মোর কার ভাবে মগ্ন রয়।
এমনি নিশীথ ঘোরে আজিকার এই দিনে।
আলোক দেখাও বলে কয়েছিলো মোর কাণে।
পাষাণী হইয়া আমি স্মৃতিখানি চেপে বুকে
সে চক্ষে আলোক দিয়ে রাখিতে নারিনু সুখে।
কোথাকার অমঙ্গল নিভাল প্রদীপ মোর।
অন্ধকার অন্ধকার বিশ্বময় সেই ঘোর।
কত বার রবি শশী কত আলো প্রদানিছে।
জগতের তমোরাশি দিবা নিশি বিদূরিছে।
তবুত শ্রবণে মোর পশে সে আকুল ধ্বনি।
"দেখাও দেখাও আলো ওগো মোর
শিরোমণি।

চমকি চমকি উঠি খুঁজিয়া খুজিয়া মরি।
জাগ্রত স্বপন মাঝে একি মোহ হলো হরি!
হৃদয়ের শিরাগুলি কেঁপে উঠে একেবারে।
কোন বৈদ্যুতিক শক্তি পরশি পাগল করে।
তখনি পরাণ চাহে দীপখানি হাতে লয়ে
আলো ধরে ডেকে আনি দেখ বাছা দেখ
চেয়ে।
জ্যোতির্ম্ময় হোক গেহ অন্ধকার ঘুচে
গিয়ে।
হারা নিধি কোলে করি যেন গো যশোদা
হয়ে।

শ্রীমনোরমা-রচয়িত্রী।

পদক পুরস্কার।

গত বৈশাখ মাসের বামাবোধিনী পত্রিকার সাময়িক প্রসঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, বামাবোধিনীর গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের মধ্যে যে গ্রাহক মহোদয় মাদকতা নিবারণের উপায় ও যে গ্রাহিকা মহোদয়া পল্লীগ্রামে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজন ও তাহার বিধান ও উপায় সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রেরণ করিবেন, আমাদের স্নেহাস্পদ কবি পানিহাটী-অক্ষয়-কুটীর-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরি প্রসাদ মল্লিক মহাশয় কর্ত্তৃক তাঁহাদিগকে দুইটী রৌপ্য পদক ও একখানি মূল্যবান্ পুস্তক প্রদত্ত হইবে। কিন্তু আমরা অদ্যাবধি একটীও প্রবন্ধ প্রাপ্ত হই নাই, সুতরাং পুনরায় আমাদের গ্রাহক-গ্রাহিকাগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ পর্য্যন্ত প্রবন্ধ গৃহীত হইবে ও জানুয়ারী মাসের মধ্যে উপহার প্রদত্ত হইবে। উপহারদাতার নিকট প্রবন্ধ প্রেরণ করিতে হইবে। পুরস্কৃত প্রবন্ধ বামা-বোধিনীতে প্রকাশিত হইবে এবং পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রাহক ও গ্রাহিকার কোন আপত্তি না থাকিলে তাঁহাদের নামও প্রকাশিত হইবে।

—বাঃ বোঃ সম্পাদক।

১৩।৪ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 593. January, 1913.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫০ বর্ষ। ৫৯৩ সংখ্যা। | পৌষ, ১৩১৯। | ১০ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচন কার্য্য সম্ভবতঃ আগামী জানুয়ারী মাসের পূর্ব্বেই শেষ হইবে।

তুরস্কের যুদ্ধে ভারতীয় মুসলমান রমণীগণের সাহায্য—লাহোরের মুসলমান রমণীগণ বিপন্ন তুরস্কের সাহায্যের নিমিত্ত এক সভা করিয়াছিলেন। সভাস্থলে বিপন্নদিগের সাহায্যকল্পে ১৫০০ (পনের শত) টাকা সংগৃহীত হইয়াছে এবং অনেকে সাহায্য দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

দিল্লীতে সর্ব্বোচ্চ বিচারালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব—হাইকোর্টের বিচারকদের বিরুদ্ধে আপিল করিতে হইলে বিচারপ্রার্থীদিগকে বিলাতের প্রিভি-কাউন্সিলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ইহাতে অত্যধিক ব্যয় হয়, এজন্য অতি অল্প লোকেই প্রিভি-কাউন্সিলের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন। শুনা যাইতেছে সম্প্রতি এই অসুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত দিল্লীতে একটী সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ের প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইয়াছে।

সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা—এ বৎসর ভারতীয় সিবিল সার্ব্বিসের শেষ পরীক্ষায় দুইজন ভারতবাসী ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তন্মধ্যে মিঃ এস, বি, রামমূর্ত্তি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া "ভবনগর" স্বর্ণপদক পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইহার পূর্ব্বে আর কোন ভারতবাসী সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই। অপর জনের নাম মিঃ ক্ষিতীশ চন্দ্র সেন। ইনি ইংরাজী রচনায় একটী বিশেষ পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

তুরস্ক যুদ্ধ—বুলগেরিয়া, মণ্টেনিগ্রো, গ্রীস প্রভৃতি তুরস্কের চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রদেশসমূহ এক সঙ্গে তুরস্ক আক্রমণ করিয়াছে। তুরস্কের বিপক্ষদলই এতদিন জয়লাভ করিতেছিল। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে, বুলগেরিয়ার বহু সৈন্য হত হইয়াছে, এজন্য বুলগেরিয়া আর অগ্রসর হইতে সাহস করিতেছে না।

বিমান আরোহণের পুরস্কার—এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, যে কোন ব্যক্তি বিমান-যানে লণ্ডন হইতে ভারত পর্য্যন্ত আসিতে পারিবেন, ভারতবর্ষের কতিপয় মহারাজা ও ভূপালের বেগম সাহেবা তাঁহাকে চারি সহস্র টাকা পুরস্কার দিবেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

ধর্ম্মার্থে দান—সম্প্রতি গোয়ালিয়রের সর্দ্দার বলবন্ত রাও ভাইয়া সাহেব গবর্ণমেণ্টের হস্তে দুই লক্ষ টাকা অর্পণ করিয়াছেন। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যাঁহারা সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেন, তাঁহাদিগকে এই অর্থের আয় হইতে মাসিক ১২৫ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হইবে।

শোকসংবাদ—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত ২৮শে আশ্বিন, সোমবার, রাত্রি বারটার সময় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয় ঊনসত্তর বৎসর বয়সে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে গমন করিয়াছেন। এই সংবাদে আমরা যারপর নাই ব্যথিত হইলাম। ঈশান বাবু এক জন উৎসাহী সাহিত্যসেবী ছিলেন। তাঁহার রচিত অনেক পুস্তক সাহিত্য ভাণ্ডারে ও ধর্ম্মসমাজে সাদরে গৃহীত হইয়াছে। ইনি স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন ও নারীগণের জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়া স্ত্রীশিক্ষার উপযোগী কয়েকখানি উৎকৃষ্ট নীতি-গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইনি বামাবোধিনীর একজন লেখক ছিলেন, এবং রাজা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের বড়ই ভক্ত ছিলেন। ঈশান বাবুই উৎসাহী হইয়া সর্ব্বপ্রথম রাজা রামমোহন রায়ের লুপ্তপ্রায় পুস্তকাবলী বহুকষ্টে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার উৎসাহ কমে নাই। তিনি কিছুকাল পূর্ব্বে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান দেখিবার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া তথায় গিয়াছিলেন ও সেই স্থানে তাঁহার স্মৃতি-স্থাপনের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের একখানি সংক্ষিপ্ত জীবনীও লিখিয়া গিয়াছেন। ঈশানবাবু বাহ্যাড়ম্বর-শূন্য, শান্ত-প্রকৃতি সাধক ছিলেন। ভগবান্ তাঁহার ভক্ত সন্তানকে আপন শান্তিময় ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া তাঁহার পুণ্যের পুরস্কার দান করুন।
